# তাকমীলুল ঈমান

[ইসলামী আকীদা বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তক]

মুহাদ্দিস সম্রাট
শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

تكميل الإيمان وتقوية الإيقان

# তাকমীলুল ঈমান

(ইসলামী আকীদা বিষয়ক প্রমাণ্য পুস্তক)

এ সম্পর্কে আ'লা হযরতের পার্শ্বটীকা১০৯


**মূল**

মুহাদ্দিস সম্রাট শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

**পার্শ্বটীকা**

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহ.)

**অনুবাদ**

মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম



**প্রকাশক**

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০



Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

# তাকমীলুল ঈমান

মূল : মুহাদ্দিস সম্রাট শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

ভাষান্তর : মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রথম প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল ২০১১, ১১ জুমাদাল উলা ১৪৩১, ২ বৈশাখ ১৪১৬

মূল্য : ২২০ [দুইশত বিশ] টাকা মাত্র

**Takmilul Eman**, By: Abdul Hoq Muhaddise Dehlovi. Translated By: Mohammad Rafiqul Islam. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk. 220/-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَّسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَـبِيْـبِـكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِمِ
مُـحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَـوْنَـيْـنِ وَالثَّـقَـلَـيْنِ
وَالْفَـرِيْـقَـيْـنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَـجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

# সূচীক্রম


| | |
|---|---|
| বস্তুর হাকীকত (বাস্তবতা) | ১ |
| নশ্বর পৃথিবী | ২ |
| জগত ধ্বংস | ৩ |
| বিশ্বের স্রষ্টা রয়েছে | ৩ |
| তিনি শাশ্বত | ৩ |
| তিনি এক ও একক | ৪ |
| বিচার দিবসে আল্লাহর দিদার | ৫ |
| জ্বীনদের দিদারে ইলাহী | ৬ |
| নারীদের দিদারে ইলাহী | ৬ |
| স্বপ্নে দিদারে ইলাহী | ৮ |
| সবকিছুর স্রষ্টা | ১১ |
| সকল জ্ঞান সম্পর্কে অবগত | ১১ |
| অন্যের সাথে অংশীদারিত্ব ছাড়া হুকুমদাতা (বিচারক) | ১২ |
| ভাল-মন্দ কাজ কী? | ১৩ |
| ফেরেশতা | ১৩ |
| ফেরেশতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আ'লা হযরতের পার্শ্বটীকা | ১৪ |
| হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম | ২৫ |
| হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালাম | ২৬ |
| হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালাম | ২৬ |
| হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালাম | ২৬ |
| ফেরেশতাদের মর্যাদা | ২৬ |
| আল্লাহর আনুগত্যশীল | ২৭ |
| আসমানী কিতাব | ২৭ |
| কুরআন মজীদ | ২৮ |
| মুত্তাকীদের হেদায়াত | ২৮ |
| আল্লাহর নাম | ২৮ |
| নিরানব্বই নাম | ২৯ |
| আল্লাহ বান্দার কাজের স্রষ্টা | ৩০ |
| আফয়ালে ইখতিয়ারী (ইচ্ছাধীন কাজ) | ৩০ |
| জবর ও কদর সম্পর্কে আ'লা হযরতের পার্শ্বটীকা | ৩২ |


Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wasallam)

| | |
|---|---|
| জবর ও কদরের মাসআলা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ | ৪৫ |
| বান্দার কাজ | ৪৬ |
| ক্বাযা ও কদরের প্রতি ঈমান | ৪৭ |
| হেদায়াত, ভ্রষ্টতা ও স্রষ্টার ইচ্ছা | ৪৭ |
| হেদায়াতের অর্থ | ৪৮ |
| কবরের আযাব | ৪৮ |
| মু'মিনদের শিশু সন্তানদের প্রশ্ন | ৫০ |
| মুশরিকদের শিশু সন্তানদের প্রশ্ন | ৫০ |
| কবরের আযাব | ৫০ |
| মৃত্যুর পরের জীবন | ৫২ |
| কিয়ামত কি? | ৫৫ |
| বিচারের পাল্লা | ৫৫ |
| আমলনামা | ৫৭ |
| প্রশ্ন ও খোঁজ খবর | ৫৮ |
| হাওযে কাউছার | ৬০ |
| পুলসিরাত | ৬১ |
| রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত | ৬৩ |
| শাফায়াত সম্পর্কে আ'লা হযরতের পার্শ্বটীকা | ৬৫ |
| শাফায়াতের স্থান | ৭২ |
| বেহেশত ও দোযখ | ৭৪ |
| আ'রাফ | ৭৫ |
| কিয়ামত প্রসঙ্গে | ৭৬ |
| আন্তরিক ঈমান ও ঈমানের সত্যায়ন | ৭৬ |
| ঈমান ও ইসলাম | ৭৯ |
| ইনশা আল্লাহ শব্দে ঈমানের স্বীকৃতি | ৮০ |
| বাধ্যকৃত ঈমান | ৮০ |
| ঈমান ও কঠিন অবস্থার তাওবা | ৮৩ |
| হযরত আসিয়া আলাইহাস সালাম | ৮৫ |
| ফিরআউন ও আবূ জাহেল | ৮৬ |
| ইবনে আরবী ও ফিরআউনের ঈমান | ৮৭ |
| শায়খ ইবনে হাজর মক্কীর অভিমত | ৯০ |
| কবীরা গুনাহের ফলে ঈমান রহিত হয় না | ৯২ |


Bangladesh Anjuman Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কবীরা গুনাহ ও সগীরা গুনাহ ৯২
খারিজী ও মু'তাযিলা সম্প্রাদায়ের দলীল ৯৩
পাপের প্রভাব ৯৫
কবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয় ৯৬
মুশরিক চির জাহান্নামী ৯৬
শাস্তি ও ক্ষমা ৯৭
সগীরা গুনাহ এর শাস্তি ৯৮
আল্লাহর রাসূল ৯৮
নবীদের মু'জিযা ও আল্লাহ তা'আলার সমর্থন ১০১
মু'জিযা কী? ১০১
প্রথম নবী ও শেষ নবী ১০২
নবীদের সংখ্যা ১০৩
যুলকারনাইনের নবুয়ত ১০৩
হযরত লুকমান আলাইহিস সালামের নবুয়ত ১০৫
হযরত খিযির আলাইহিস সালাম ১০৫
নারীদের নবুয়ত ১০৬
নবীগণ পাপমুক্ত হওয়া ১০৭
নবীদের স্খলন ১০৮
নবীদের স্থায়ী জীবনলাভ ১০৮
শরীয়ত ও নবুয়ত ১০৮
কবর থেকে সাহায্য কামনা ১০৯
এ সম্পর্কে আ'লা হযরতের পার্শ্বটীকা ১০৯
বেলায়তের অর্থ ১২২
চারজন ওলী কবরে জীবিত ১২৩
শ্রেষ্ঠ নবী ১২৩
কুরআন একটি মু'জিযা ১২৪
কুরআনের মু'জিযা ১২৬
সমস্ত সৃষ্টির নবী ১২৭
জাগ্রত অবস্থা মিরাজ ১২৯
এ সম্পর্কে আ'লা হযরতের পার্শ্বটীকা ১২৯


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wasallim)

| | |
|---|---|
| আমাদের সর্দার হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুর ঈমান | ১৩৮ |
| উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ফযীলত | ১৩৯ |
| শরীয়া মুহাম্মদীয়া শ্রেষ্ঠ শরীয়ত | ১৪০ |
| সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত | ১৪২ |
| সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব | ১৪৩ |
| চার খলীফা | ১৪৪ |
| চার খলীফার বৈশিষ্ট্য | ১৪৫ |
| আশরায়ে মুবাশশারা রাদিআল্লাহু আনহুম | ১৬৬ |
| আহলে বদর | ১৬৮ |
| আহলে উহুদ | ১৭০ |
| আহলে বাইয়াতে রিদওয়ান | ১৭০ |
| হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আহলে বাইত | ১৭১ |
| আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ | ১৭৫ |
| হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর বিষয় | ১৭৮ |
| ইয়াজীদের হাশর | ১৭৮ |
| মুজতাহিদদের মর্যাদা | ১৮১ |
| কিবলায় বিশ্বাসীর কাফির হওয়া | ১৮১ |
| রাসূল ফেরেশতা থেকে উত্তম | ১৮২ |
| ওলিদের স্থান | ১৮৪ |
| নবী ও ওলিদের মর্যাদা | ১৮৬ |
| বান্দা হওয়ার মর্যাদা | ১৮৭ |
| কুরআন ও হাদীসের হুজ্জত | ১৮৮ |
| জীবিতদের দোয়ায় মৃতদের ফায়দা | ১৮৯ |
| এ সম্পর্কে আ'লা হযরতের পার্শ্বটীকা | ১৮৯ |
| মকবুল দোয়া | ১৯২ |
| দোয়া কবুল হওয়ার শর্তাবলী | ১৯২ |
| ফাসিকের ইমামতি | ১৯৩ |
| মৌজার উপর মাসেহ করা | ১৯৪ |
| সুন্নীদের তিনটি আলামত | ১৯৪ |


Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

পাপের উপর গর্ব ১৯৫
শরয়ী বিষয়ে উপহাস করা ১৯৫
উপহাস করে কুফরীর শব্দ উচ্চারণ করা ১৯৫
নেশা অবস্থায় কুফরী শব্দ উচ্চারণ ১৯৫
গণক ও জ্যোতিষীর বিধান ১৯৬
মহান রবের দয়ার আশা ১৯৬
ঈমান ও ভয়ের গুরুত্ব ১৯৯


*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa*
*\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)*

## প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামের দৃষ্টিতে 'আকীদা' একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অবসানের পর উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম জাহানে নেমে আসে আকীদাগত বিপর্যয়। বিশেষত গ্রীকদর্শনের আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার কারণে মুসলিমসমাজ গোলকধাঁধায় পতিত হয়। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে অনৈসলামিক মতাদর্শের সংমিশ্রণের ফলে সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সত্য নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ঐ সময় ইসলামের সত্যিকার প্রনিধিত্বকারী আলিম ও বুদ্ধিজীবী সমাজ তাঁদের ক্ষুরদার লিখনীর মাধ্যমে বাতিল মতবাদসমূহের খণ্ডনে এগিয়ে আসেন। বাতিল মতবাদের উদ্ভবের ধারাবাহিকতায় হিজরি দশম শতাব্দি ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য ঘোর দুর্দিন। ঐ সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সহস্র মতবাদ তথা দ্বীনে এলাহী নামে নতুন ফিতনার উদ্ভব হয়। এই নব্য ফিতনার ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও আমল রক্ষায় হযরত শায়খ আহমদ সারহিন্দি মুজাদ্দেদী ও শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী বিপ্লবী ভূমিকা রাখেন।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস (আকীদা) বর্ণনার উদ্দেশ্যে হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে রচিত *'তাকমিলুল ঈমান ওয়া তাকভিয়াতুল ঈকান'* একটি মৌলিক পুস্তক। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা সুস্পষ্ট ও সুশৃংখলভাবে বিধৃত হয়েছে। পুস্তকটি রচনার পর থেকে বিদগ্ধ সমাজ ইসলামী আকীদা শিক্ষণের জন্য এটার উপর নির্ভর করে আসছেন। আকীদা বিভ্রাটের এ যুগে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সংশোধনে পুস্তকটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। এটি মূলে ফার্সী ভাষায় রচিত। পাকিস্তানের প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক পীরজাদা মাওলানা ইকবাল আহমদ ফারুকী পুস্তকটি উর্দূতে অনুবাদ করেন এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার পুস্তক থেকে কিছু মূল্যবান টীকা সংযোজন করেন। আমরা উর্দূ থেকে পুস্তকটি অনুবাদ করি।

অনুবাদে মূল বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। কোন প্রকারের ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট হব। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক ঈমান-আকীদার উপর অবিচল রাখুন। আমীন॥

সালামসহ

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِيْنَ

শক্তিশালী ও পালনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার দূর্বল, নিকৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বান্দা আবদুল হক ইবন সাইফুদ্দীন আত্‌তারক দেহলভী আল বুখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'তাকমীলুল ঈমান ওয়া তাকবিয়াতুল ঈকান' নামক গ্রন্থটি ইসলামী আকীদা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি সম্বলিত একটি গ্রন্থ। এটি অতীব উপকারী ও সূক্ষ্ম মর্মার্থের অমূল্য ভাণ্ডার। এ গ্রন্থে আলোচনা স্পষ্টতা ও লক্ষ্যবস্তুর ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আল্লাহ চাহে তো অন্তরে প্রভাব ফেলবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও হৃদয় ইয়াকীন ও প্রবল বিশ্বাসের আলোতে আলোকিত হবে। এ গ্রন্থটি প্রত্যেক মু'মিন যাদের হৃদয়ে সত্যের অনুসন্ধান রয়েছে তাদের জন্যে লেখা হয়েছে। আমি এতে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে সহীহ মাযহাবকে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছি এবং বিশুদ্ধ উদ্বৃতিসমূহ বর্ণনা করাকে যথেষ্ট মনে করেছি। ভ্রান্ত মাযহাব সমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিনি এবং ভ্রান্ত মাযহাব সমূহের কথাও আলোচনা করিনি। আমি চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করেছি যাতে আলোচনা, দলিল-প্রমাণ ও প্রশ্নোত্তরের পেছনে পড়া থেকে দূরে থেকে উদ্দেশ্য প্রকাশ করা যায়। আমি এ পন্থা এ জন্যে গ্রহণ করেছি, যাতে কালাম শাস্ত্রের দলিল-প্রমাণ এবং দর্শন শাস্ত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি সত্য প্রত্যাশীকে সংশয় ও বিমুঢ়তার সম্মুখীন না করে এবং তাকে উদ্দেশ্য অর্জনেও মনযিলে মাকসুদে পৌঁছতে মুশকিলে না ফেলে। আল্লাহই তাওফীক দাতা এবং তাঁরই হাতে অনুসন্ধানের ক্ষমতা।

## বস্তুর হাকীকত (বাস্তবতা)

সমস্ত জিনিসের হাকীকত (বাস্তবতা) স্পষ্ট ও সাব্যস্ত। সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের ভিত্তি একমাত্র ঐ আকীদা বিশ্বাসের উপর যে, প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকীকত বিদ্যমান। আর এ হাকীকত (বাস্তবতা) কারো জ্ঞান বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর নয় এবং শুধু ধারণা ও কল্পনার উপরও সীমাবদ্ধ নয়। যেভাবে পানি হাকীকতে পানিই এবং আগুন হাকীকতে আগুনই। এটি কখনো হয় না যে, আগুনকে পানি কল্পনা করা হবে অথবা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

পানিকে আগুনের স্থলে ব্যবহার করা হবে। তাহলে এ সংশয়, আকীদা ও ধারণার ফলে এ সব বস্তুর হাকীকত পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি আমরা গরমকে ঠান্ডা বলতে থাকি অথবা ঠান্ডাকে গরম বলতে থাকি, তাহলে গরম বস্তু ঠান্ডা এবং ঠান্ডা বস্তু গরম হয়ে যাবে না। যাদের আকীদা-বিশ্বাস এরূপ তাদেরকে সুফসতাঈ বলা হয়। (দার্শনিকদের ঐ দলকে সুফসতাই বলা হয়, যারা বস্তুর বাস্তবতা ও অস্তিত্বকে স্বীকার করে না)। এ কথা বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সব দিক দিয়ে ভ্রান্ত ও অর্থহীন। কোন বিবেকবান ব্যক্তি এ কথা বলে না যে, পানি ও আগুনের হাকীকত (বাস্তবতা) কেবলমাত্র ধারণা প্রসূত এবং যদি হাকীকত থাকে, তবে তা বিশ্বাসের বিনিময়েই হয়।

আরো একটি স্তর এরূপ যা সুফাসতাঈ সম্প্রদায়ের মত, প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করে যে, তা বিদ্যমান আছে কি নেই। এমনকি তারা নিজেদের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করে। তাদের এ কথা বিবেক বহির্ভূত এবং মূল্যহীন। এ সব লোকের সাথে মৌখিক তর্ক-বিতর্ক করা মানে নিষ্ফল সময় অপচয় করা। তাদের ব্যাপারে প্রতিকার একটাই যে, এদেরকে অগ্নিদাহ করা হবে, যাতে আগুনের উষ্ণতা অনুভব করার ফলে তাদের আগুনের হাকীকতের (বাস্তবতার) জ্ঞান অর্জিত হয়। আর যদি অগ্নিদাহের ফলে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে এরূপ বক্র-বিতর্কের মানুষ থেকে দুনিয়া মুক্তি পাবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে।

## পৃথিবী নশ্বর

এ পৃথিবী নশ্বর, সনাতন (আদি) নয়। যাতে হক (আল্লাহ তা'আলা) বা তাঁর গুণাবলী ছাড়া সকল বস্তু নশ্বর। প্রত্যেক জিনিস অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে এবং আদি (কদিম) নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন;

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ.

"আল্লাহ তা'আলা আযলে ছিলেন, তাঁর সাথে কোন জিনিস ছিল না।"

যুক্তিভিত্তিক দলিল হচ্ছে এই জগত পরিবর্তনশীল ও নশ্বরের ক্ষেত্র। যে জিনিস এরূপ হয় তা অবিনশ্বর হয় না। কেননা কাদীম বা অবিনশ্বর তো কখনো পরিবর্তনকে পছন্দ করেনা এবং নশ্বরের শিকার হয়না; বরং একই

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

অবস্থায় থাকে। আল্লাহ তা'আলার যাত (সত্তা) এবং তাঁর সমস্ত গুণ এরূপই। তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কোন অবকাশ নেই। তাঁর মর্যাদা সমুন্নত এবং দলিল-প্রমাণ খুবই শক্তিশালী।

## জগত ধ্বংসশীল

জগত বিদ্যমান হওয়ার পর ধ্বংসশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿٨٨﴾

"তিনি ছাড়া সব কিছু ধ্বংসশীল।"[১]

ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি যা কিছু সর্বদা থাকবে ও চিরস্থায়ী হবে বলে হাদীসে সংবাদ দেয়া হয়েছে এ আয়াতের আলোকে এ সব কিছুও ধ্বংস হয়ে যাবে। চাই তা এক মুহূর্তের জন্যেই হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা এসব কিছুকে ধ্বংসের পর দ্বিতীয়বার স্থায়ী জীবন প্রদান করবেন। এটি হলো তাঁর অনুগ্রহ ও অপার ক্ষমতা।

## বিশ্বের স্রষ্টা রয়েছে

বিশ্বের স্রষ্টা কেউ না কেউ অবশ্যই আছে। যিনি একে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। কেননা, যখন বিশ্ব নশ্বর, আর নশ্বর বলা হয় যা অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে। এ কারণে নশ্বরকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নের জন্য একজন অবিনশ্বর যাত (সত্তা) থাকা অত্যাবশ্যক। কেননা, যদি নশ্বর নিজে নিজে অস্তিত্বে আসতে পারে, তবে একে নশ্বর নয় বরং অবিনশ্বর বলা হয়। কেননা, এ জগত পূর্ব থেকে ছিলনা, তাই কেউ একে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বশীল করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। (আর তিনি এর স্রষ্টা)।

## তিনি শাশ্বত

তিনি স্থায়ীভাবে আছেন। বিশ্বের স্রষ্টা শ্বাশত হওয়া চাই। যদি তিনি নশ্বর হন, তবে তিনি বিশ্বের একটি সৃষ্টি হবেন। স্রষ্টা হবেন না। তাঁর অস্তিত্ব অবধারিত, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কেননা অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী তো আল্লাহ হওয়ার উপযুক্ত নয়। আল্লাহ এর অর্থ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

[১]. সূরা কাসাস, আয়াত : ৮৮

স্বয়ং বিদ্যমান এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ বিষয়টি আবশ্যক যে, সমস্ত বিদ্যমান বস্তুর ধারাবাহিকতা এমন এক সত্তা পর্যন্ত গিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে যিনি স্বয়ং বিদ্যমান, অন্যথা এ ধারাবাহিকতা অসীম হয়ে যায়। আর এ কথা বিবেক বর্হিভূত।

**তিনি এক ও একক**

তিনি একক। তিনি ইরশাদ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে এক ও একক। বস্তুত পৃথিবীর স্রষ্টা এবং এর শৃংখলাবিধানকারী তিনি, আর কেউ নেই। তিনি চিরন্তন, মহাজ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতাধর এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক। তিনি যা কিছু করেন স্বীয় ইচ্ছা ও ক্ষমতায় করেন। এতে কোন ধরনের বাধ্য-বাধকতা নেই। কারণ, তাঁর পৃথিবী সৃষ্টিতে পাওয়া যায় সৌন্দর্য ও ঐক্যবদ্ধতা। এ সব গুণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। মৃত, অজ্ঞ ও ক্ষমতাহীন এরূপ সু-শৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে না। এ সব গুণ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত (জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছা) তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও পাওয়া যায়। যদি তিনি এসব গুণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা না রাখতেন, তাহলে স্বীয় সৃষ্টিকে কিভাবে এ সব গুণে গুণান্বিত করতেন।

তিনি বক্তা, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। বোবা, বধির হওয়া ত্রুটিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা ত্রুটিপূর্ণ সবকিছু থেকে পুতঃপবিত্র। তাঁর গুণাবলি প্রসঙ্গে কুরআন মজীদ সাক্ষী। এ সব গুণ বিবেক-বুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা আয়ত্ব করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গুণাবলির নিদর্শন বান্দাদের মধ্যে বিদ্যমান রেখেছেন। এতে বান্দা তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে কিছু পরিমাণ অবগত হতে পারে। তবে বাস্তবে মানবীয় গুণাবলি খোদায়ী গুণাবলির সাথে কোনভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি তাঁর সত্তার ন্যায় অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। তাঁর সত্তার সাথে কোন নশ্বরতা সম্পৃক্ততা নেই। তাঁর পূর্ণতা সৃষ্টির আদি থেকে সাব্যস্ত। কেননা, নশ্বরের ক্ষেত্র নশ্বর হয়। যা অবিনশ্বর তা নশ্বরের ক্ষেত্র হতে পারে না। যেমন বলা হয়েছে;

وَلَيْسَ مُجَسَّمٌ، وَلاَ جَوْهَرٌ، وَلاَ عَرْضٌ، وَلاَ مُصَوَّرٌ وَمُرَكَّبٌ، وَلاَ مَعْدُودٌ وَلاَ مَحْدُودٌ، وَلاَ فِي جِهَةٍ وَلاَ فِي الْمَكَانِ، وَلاَ فِي الزَّمَانِ.

Bangladesh Anjumane Ashekane Mustafa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

"তিনি আকৃতি বিশিষ্ট নন। বস্তু বিশেষ নন। আবার বস্তুহীনও নন। চিত্রিত ও যৌগিক নন। হিসাব বা পরিসংখ্যান করার মত নন। সসীম নন। এক দিকের নন, কোন স্থানে সীমিত নন এবং কোন কালের সাথে নির্দিষ্ট নন।"

উপর্যুক্ত গুণাবলি জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি জগতের গুণাবলি থেকে পূতঃপবিত্র। কালে (সময়ে) না হওয়ার উদ্দেশ্য হলো কাল (সময়) তাকে বেষ্টন করতে পারে না। তার অস্তিত্ব কোন কালের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। যখন কাল ছিল না তখনও তিনি ছিলেন। তিনি এখনো বিদ্যমান। যখন কাল থাকবে না, তখনও তিনি থাকবেন। তিনি কালের সাথে নির্দিষ্ট নন।

وَلاَ ضِدَّ وَلاَ نِدَّ لَهُ وَلاَ ظَهِيْرَ وَلاَ مُعِيْنَ.

"তাঁর কোন উপমা নেই, সাদৃশ্য নেই, বৈপরিতা নেই, তাঁর সমকক্ষ নেই এবং তাঁর বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।"

তিনি অন্যের সাথে মিলিত হয়ে এক নয় এবং তিনি অন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশও করেন না। কারণ দু'জনের একজন হওয়া অসম্ভব। দু' মিলে এক হওয়া একত্বের বিপরীত। অন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ তো আকৃতির গুণ। কিন্তু তিনি আকৃতি থেকে পবিত্র। তিনি সমগ্র পূর্ণগুণে গুণান্বিত। ত্রুটি ও ধ্বংসের গুণাবলি থেকে পূতঃপবিত্র।

সারকথা হলো, যে পরিমাণ স্থায়িত্ব ও পূর্ণতার গুণ পাওয়া যায়, সবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপূর্ণতা ও স্থায়িত্বহীনতার সমগ্র গুণ থেকে পূতঃপবিত্র।

## বিচার দিবসে আল্লাহর দিদার

আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস এই যে, বিচার দিবসে ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভে ধন্য হবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে;

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

"তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবকে বিচার দিবসে এরূপ দেখতে পাবে, যেভাবে চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে দেখতে পাও।"[২]

[২]. তিরমিযি : আস সুনান, ৯/১১১, হাদিস-২৮৯৭

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallim)

এ হাদীসের মধ্যে উপমা শুধু দেখার ক্ষেত্রে। চাঁদ এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দিদারে মুখোমুখি, সামনা-সামনি এবং কাছে ও দূরে থাকবে না। চোখকে দেখার শক্তি দান করা হবে। যে ব্যক্তি দিদারে ইলাহীকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখবে, সে কিয়ামতের দিন চর্ম চোখ দিয়েও দেখতে পাবে। পারলৌকিক জগত হাকীকত প্রকাশ হওয়ার স্থান। যা আজ গোপন, কাল তা প্রকাশ হবে। যা আজ অস্পষ্ট, তা কাল স্পষ্ট হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন, তার প্রতি ঈমান রাখা কর্তব্য। হ্যাঁ, এর ধরণ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জানা নেই।

## জ্বীনদের দিদারে ইলাহী

জ্বিনদের দিদারে ইলাহী থেকে বঞ্চিত হওয়াকে তো মেনে নেয়া যায়। কেননা, ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি আলাইহি এবং অপর একদল ইমাম এ অভিমত পোষণ করেন। তাদের কোন সাওয়াব অর্জিত হয় না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তাদের পুণ্যের বিনিময় শুধু এই যে, তারা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ খুবই ব্যাপক। সে কোন না কোন এক সময় শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে। যদিও এ অনুগ্রহ ও দয়া (মানুষের ন্যায়) প্রতিদিন এবং প্রতি জুমায় হবে না।

## নারীদের দিদারে ইলাহী

নারীদের দিদারে ইলাহী লাভের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সত্য কথা হলো তাদেরও কখনো কখনো দিদার লাভ হবে। দুনিয়ায় বিশেষ সময় যেমন- ঈদ ইত্যাদি দিবসে এদের কখনো কখনো দিদারে ইলাহী নসীব হবে। তাদের দিদার বিশেষ মু'মিনদের মত প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যা এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রত্যেক জুমআর দিন হবে না। এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত কথাগুলো আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহির গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

নারীগণ মূলত সাধারণ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে ভাবে জ্বিন ও ফেরেশতাও এ সু-সংবাদের যোগ্য ও আশাবাদী হবে। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহ তা'আলাকে দেখার নেয়ামত বিশেষ লোকদের মধ্যে সীমিত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

জ্বিন ও ফেরেশতাদের জন্যে এ নেয়ামত সার্বজনীন নয়। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে যদি কেউ শক্তিশালী দলিল আনয়ন করতে পারে, তবে আমরা তা মেনে নিতে কার্পণ্য করবো না। এ সু-সংবাদ থেকে নারীদেরকে বের করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। এ বিষয়টি আদৌ চিন্তা করা যাবে না যে, হযরত ফাতিমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত খাদিজাতুল খুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আহলে বাইয়াতের অন্যান্য নারীগণ, হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম, হযরত আসিয়া আলাইহাস সালাম যাঁরা দুনিয়ার নারীদের শিরোমণি, বুযর্গ এবং পূর্ণতায় অনেক পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান তাঁরাও দিদারে ইলাহী থেকে বঞ্চিত থাকবেন অথবা সাধারণ পুরুষদের থেকে মহান নেয়ামত অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবেন। বরং তাদেরকে সাধারণ মু'মিনা নারীদের থেকে বিশেষ মর্যাদায় এবং পৃথক সম্মানের আসনে রাখা হবে, যাদের জন্যে হাদীস শরীফে উভয় ঈদ এবং জুমআর দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহিও সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

কোন কোন লোক এ কথা বলেন যে, নারীদের এ জন্যে দিদার লাভ হবে না যে, তারা তাবুতে থাকবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। কেননা সেখানে দুনিয়ার তাবুর ন্যায় পর্দার মাধ্যমে হবে না। তারা আরো বলেন, 'إِنَّكُمْ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ ' 'سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ এর মধ্যে দু'টি সীগাহ পুংলিঙ্গ বহুবচনের। প্রথম বাক্যের অর্থ মু'মিনগণ আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভ করবে। আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ অবশ্যই অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে। এতে প্রতীয়মান হয় দিদার পুরুষদের জন্য খাস। এর উত্তর এই যে, এটি হলো- تغليبًا অর্থাৎ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুরুষদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, নারীগণও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ কথাও বলেছেন যে, দেখার এ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা জান্নাতে প্রবেশের পরে লাভ হবে। কিয়ামত স্থলে কারো জন্যে খাস নয়; বরং কাফির ও মুনাফিকগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। তবে অবস্থাটি হবে ক্রোধ ও রাগের। তারপর আড়াল করে দেয়া হবে, যাতে আকাঙ্খা ও শাস্তি বৃদ্ধি পায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## স্বপ্নে দিদারে ইলাহী

আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখার ব্যাপারে মতভেদ পাওয়া যায়। তবে বিশুদ্ধ কথা এই যে, স্বপ্নে দিদারে ইলাহী হওয়া সহীহ ও সত্য। সলফে সালেহীন থেকে এ ব্যাপারে বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছি এবং আরয করেছি, হে পরওয়ারদেগার! সমস্ত ইবাদতের মধ্যে উত্তম ইবাদত কোনটি এবং আপনার নিকট পৌঁছার নিকটতম রাস্তা কোনটি। তিনি ইরশাদ করেছেন; কুরআন তিলাওয়াত।

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একশত বার আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছেন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রাহমতুল্লাহি আলাইহি একজন প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ী এবং স্বপ্নের তা'বীরের ব্যাপারে ইমাম হিসেবে সুপরিচিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে এর তা'বীর হলো এই যে, সে জান্নাতে স্থান লাভ করবে এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করবে।

এ বিষয়টি মূলত হৃদয়ের পর্যবেক্ষণ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা অসম্ভব। যদি কেউ চোখে দেখে, তবে তা হবে মেছালী তথা আদর্শিক দেখা। আল্লাহ তা'আলার মেছাল বা উপমা নেই, তবে মেছালী বা আদর্শিক বিষয় আছে। مثل এবং مثال এর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। مثل উহাকে বলা হয় যা সমগ্র গুণাবলীতে ممثل له তথা যার সমতুল্য তার সাদৃশ্য হয়, কিন্তু مثال এর মধ্যে সমতা শর্ত নয়। আকল (عقل) কে সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়। অথচ তা সকল গুণের মধ্যে সূর্যের মত নয়। অথচ সূর্যের مثال (সাদৃশ্য) আকলকে বলা হয়। সম্পর্ক শুধু এতটুকু আছে যে, যেভাবে সূর্যের কিরণের ফলে অনুভূত বস্তুসমূহ প্রস্ফুটিত হয়, অনুরূপ আকলের দ্বারা বিবেক প্রসূত জিনিস সমূহ উন্মুক্ত হয়। مثال হওয়ার জন্যে এ পরিমাণ সাদৃশ্য ও সম্পর্কই যথেষ্ট। অনুরূপ ভাবে বাদশাহকে সূর্যের مثال এবং মন্ত্রীকে চন্দ্রের مثال বলা হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যদি কেউ সূর্যকে স্বপ্নে দেখে, এর তা'বীর হলো সে বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করবে। যদি চন্দ্রকে দেখে, তবে এর তা'বীর হলো, সে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত লাভ করবে। কুরআন মজীদে এ মেছালকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে;

مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ﴿٣٥﴾

"আল্লাহর নূরের দৃষ্টান্ত ঐ নূরের ন্যায় যাতে চেরাগ রয়েছে, আর চেরাগ কাঁচের বাতিতে আলো দান করে।"[৩]

আল্লাহ তা'আলার সত্তা চেরাগ ও কাঁচ অথবা চেরাগ, সীসা ও বাতির সাদৃশ্য হওয়া থেকে পুতঃপবিত্র। একে যাইতুন বৃক্ষের সাথে তুলনা করাও শোভা দান করে না। হ্যাঁ, তার আলোর সাথে তুলনা এরূপ, যেভাবে কুরআনকে حبل متين (মজবুত রশি) এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একটি রশি কুরআনের সাদৃশ্য হতে পারে না। এভাবে স্বপ্নের জগতেও আলমে মেছাল হয়। উভয় জাহানের সর্দার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখা এবং যিয়ারতে ধন্য হওয়ার অবস্থাও অনুরূপ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম গাযযালী রাহমতুল্লাহি আলাইহির পুস্তকসমূহ থেকে জানা যায়।

জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলাকে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে দেখার ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। উস্তাদ আবুল কাসেম কুশাইরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পুস্তক 'কুশাইরিয়া'র মধ্যে ফায়সালা দিয়েছেন যে, জায়েয না হওয়া উক্তি শুদ্ধ। এ আলোচনা জায়েয এবং সম্ভাব্যের মধ্যে। সংঘটিত না হওয়া সকলের নিকট প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত (অর্থাৎ মিরাজের রজনীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনানুযায়ী দিদার হয়েছে) অন্য কারো জন্যে তা সম্ভব নয়।

মুহাদ্দিস, ফিক্‌হবিদ ও কালাম শাস্ত্রবিদগণ এমনকি তরীকতের শায়খগণও এ কথার উপর একমত যে, আল্লাহর অলীগণের কেউই আল্লাহ তা'আলাকে চর্মচোখে দেখেননি। 'কিতাবে তা'রুফে' লিখা রয়েছে যে,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

৩. আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত : ৩৫

মাশায়েখের কেহই আল্লাহ তা‘আলাকে দেখার দাবী করেননি এবং কেউ তা সাব্যস্তের কথা অন্যত্র বর্ণনা করেননি। তবে মূর্খ সূফীদের একটি দল যাদেরকে সুফীদের কাতারে গণ্যও করা যায় না তারা আল্লাহ তা‘আলাকে দেখার কথা বলে বেড়ায়। মাশায়েখের ইজমা এর উপর যে, দেখার দাবীদার মিথ্যুক এবং তার কথা মিথ্যা। আরো বলেন যে, এরূপ দাবী করা মারেফত অর্জিত না হওয়ার আলামত। যে দাবী করে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকেই চিনতে পারেনি।

শায়খ আলাউদ্দীন কুলুভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ‘শরহে তায়ার্‌রুফ’ এর মধ্যে লিখেছেন যে, যদি আল্লাহ তা‘আলাকে দেখার বর্ণনা কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছে, তাহলে এর তা’বীল করা উচিত। ‘তাফসীরে কাওয়াশীতে’ উল্লেখ রয়েছে যে, চর্ম চোখে আল্লাকে দেখার আকীদা-বিশ্বাস মুসলমান পোষণ করে না। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখা শুদ্ধ। আরাবিলি কিতাবে আনওয়ারে (যা শাফেয়ী ফিক্‌হের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব) লিখেছেন, যে ব্যক্তি বলে যে, পৃথিবীতে সে চর্মচোখে আল্লাহ তা‘আলাকে দেখেছে; আমি তার মুখের উপর তাকে কাফির বলার জন্যে প্রস্তুত। আকীদায়ে মানযুমাতে নিম্নের পঙক্তিমালা উল্লেখ রয়েছে;

وَمَنْ قَالَ فِى الدُّنْيَا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ ‏ فَذَالِكَ زِنْدِيْقٌ طَغَي وَتَمَرَّدَا

وَخَالَفَ كِتَابَ اللهِ وَالرُّسُلِ كُلِّهَا ‏ وَزَاغَ عَنِ الشَّرْعِ الشَّرِيْفِ وَأَبْعَدَا

وَذَالِكَ مَنْ قَالَ فِيْهِ أَوْلَى! ‏ يَرَي وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَدَا

অর্থাৎ : ১. যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ তা‘আলাকে স্বচক্ষে দেখেছে বলছে, সে হলো নাস্তিক, সে সীমালঙ্গন করেছে এবং সে অবাধ্য হয়েছে।

২. এবং সে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মজীদের এবং রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, সে পবিত্র শরীয়ত থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং (সত্য ও হক থেকে) দূরে সরে গেছে।

৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু বলে কিয়ামত দিবসে তার চেহারাকে কালো কুৎসিত হিসেবে দেখা যাবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

**সবকিছুর স্রষ্টা**

আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর স্রষ্টা। আসমান, জমিন এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মাঝে যা কিছু আছে তা তিনিই তৈরী করেছেন এবং তার কুদরতের অধিনেই সব কিছু হয়। তিনি সকল কাজের তাদবীরকারী। তাদবীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল কাজের ফলাফল জানার পর এমন ভাবে ঠিক করা যাতে কোন প্রকারের ত্রুটি সৃষ্টি না হয়। সকল বস্তুকে আযলী অনুমান এবং তাকদীরের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। ভাল, মন্দ, উপকার, অপকার, সুন্দর, কুৎসিত সব কিছুই আল্লাহর হুকুম ও ফায়সালার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

**সকল জ্ঞান সম্পর্কে অবগত**

আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর মালিক। সমগ্র বিশ্বের ছোট থেকে বড় এবং অনুর চেয়ে অনু সব কিছু তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। তিনি সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। কোন জিনিস তার উপর ওয়াজিব ও আবশ্যক নয়। দয়া, ক্রোধ, পুণ্য, শাস্তি কোন কিছুই নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। আল্লাহ কারো হুকুম পালনে বাধ্য নন। ইবাদতকারী তাঁর অনুগ্রহে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। পাপী তাঁর ন্যায় বিচারে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্বদা ক্রোধ, অনুগ্রহ, ন্যায়পরায়ণতা এবং দয়ার গুণে প্রশংসিত। কোন ব্যক্তি তাঁর উপর স্বীয় অধিকার এবং আবশ্যকীয় হক চাপিয়ে দিতে পারে না। তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেছেন যে, 'আনুগত্যশীলদেরকে সাওয়াব দান করবো, নাফরমানদেরকে শাস্তি দেব।' প্রত্যেক কাজ তাঁর হুকুম অনুযায়ী হয়, তবে এটি তাঁর উপর আবশ্যক নয়। যদি তিনি এ নিয়মের বিপরীত করেন, তবে কারো শক্তি নেই এ কথা বলার যে, এরূপ কেন করেছেন। তাঁর স্বীয় কাজে কোন উদ্দেশ্য জড়িত হয় না। প্রত্যেক উদ্দেশ্য চরিতার্থ ব্যক্তি তো স্বীয় উদ্দেশ্যপূর্ণ করার মুখাপেক্ষী হয়। তবে তাঁর প্রত্যেক কাজে হেকমত ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান। মানুষ তাঁর হেকমত অনুধাবন করতে অক্ষম। তাঁর হেকমত থেকে যে ফায়দা বহির্গত হয় তা সম্পূর্ণই তাঁর সমগ্র সৃষ্টির জন্যে। তাঁর এসব ফায়দার কোন প্রয়োজন নেই। সৃষ্টির বিদ্যমান থাকা, নিঃশেষ হওয়া, এদের লাভ-ক্ষতি আল্লাহর নিকট একই রকম। তিনি স্বীয় সত্তাগত করুণায় এবং স্বীয় ইচ্ছায়

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। প্রজ্ঞা ও কল্যাণের বিবেচনা তাঁর উপর ওয়াজিব ও আবশ্যক নয়।

**অন্যের অংশীদারবিহীন হুমুকদাতা (বিচারক)**

তিনি ব্যতীত কোন হুকুমদাতা (বিচারক) নেই। শুধু তাঁরই হুকুম অবধারিত। পুণ্য ও পাপের সাওয়াব ও শাস্তি তার হুকুমে নির্ধারিত হয়। ভাল কাজ উহাই যার তিনি হুকুম দিয়েছেন। মন্দ কাজ উহাই যা থেকে তিনি বারণ করেছেন। কাজ ভাল-মন্দ হওয়া শরীয়ত প্রণেতার হুকুম দেয়া বা নিষেধ করার উপর সীমিত। এ ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি মূল্যহীন যে, তা কোন কাজের ভাল বা মন্দ সম্পর্কে ফায়সালা দেবে।

যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, গহিন জঙ্গলে, উপত্যকায় বা সমুদ্রের দূরবর্তী দ্বীপে কিংবা লোকালয় থেকে বহু দূরে অবস্থান করে, সেখানে জন্ম হয়েছে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছে, কোন সময় লোকালয়ে আসেনি, কোন মানুষের সাথে মেলামেশা করেনি, সে পরকালে পাকড়াও হবে না এবং শাস্তি প্রাপ্ত হবে না।

কোন কোন মনীষীর মতে এরূপ লোকও ঈমান না আনার এবং আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে ধৃত হবে। কেননা, এ কথা জেনে নেয়া যে, এ পৃথিবীর স্রষ্টা কেউ আছেন এবং তিনি সমস্ত গুণ ও পূর্ণতায় গুণান্বিত, এটি শরীয়তের উপর নির্ভর নয়, বরং সৃষ্টির পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সৌন্দর্য দেখে বিবেকের মাধ্যমে এসব সৃষ্টিকারীর একত্ববাদের উপর ঈমান আনা আবশ্যক।

প্রথম উক্তির প্রবক্তাগণ কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"আমি কাউকে (কোন জাতিকে) তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ ছাড়া শাস্তি দেই না।"[৪]

রাসূল ইসলামের দাওয়াত দেন; যদি সে দাওয়াত কবুল না করে এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাহলে এর পরই পাকড়াও ও শাস্তির যোগ্য

৪. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১৫

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallim)

হবে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে এ কথা বলা যে, রাসূল দ্বারা উদ্দেশ্য আকল বা বিবেক-বুদ্ধি, তা হবে অনর্থক ও ভ্রান্ত দলিল।

শায়খ কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম যিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ও যোগ্য আলেম তিনি প্রথম দলের সমর্থন করেছেন। হযরত আবুল বাশার তাবারদুভী রাহমতুল্লাহি আলাইহিও এ বিশ্বাসের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিনি ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন।

**ভাল এবং মন্দ কাজ কী?**

ভালকাজ উহাকে বলা হয় যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল বলেছেন; আর মন্দকাজ উহাকে বলা হয়, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতে বারণ করেছেন। স্বয়ং কোন কাজ ভালও নয়, মন্দও নয়। কেননা ভাল এবং মন্দের ফলাফল তো পরকালের শাস্তি ও সাওয়াবের উপর নির্ভরশীল। এ কথাটি বিবেকের বিবেচনার বাহিরে। হ্যাঁ, কোন কাজ পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় হওয়া বিবেকের সীমায় এসে যায়। ন্যায় বিচারকে ভাল মনে করা, অন্যায়কে অপছন্দ করা, জ্ঞানকে পূর্ণতার গুণ বা অজ্ঞতাকে ক্ষতিগ্রস্তের গুণ ভাবা আকল বা বিবেকের ইখতিয়ারভুক্ত।

**ফেরেশতা**

এ কথার উপর বিশ্বাস রাখা খুবই জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের শরীর নূরানী তথা নূরের সৃষ্টি এবং তারা যে কোন আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম। তাঁদের আত্মা স্বতন্ত্র। তাদের শরীরই তাদের পোশাকের কাজ দেয়। তাঁদের মাঝে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আসমান-জমিন বরং বিশ্বের সর্বত্র ফেরেশতা নিয়োজিত। তাঁরা বিশ্বের সর্বত্র অভিভাবক, কার্যসম্পাদনকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক। একেকজন মানুষের জন্য কয়েকজন ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। কতেক আমল লেখার দায়িত্বে, কতেক শয়তান এবং অন্যান্য কষ্টদাতাদের থেকে রক্ষা করার ও হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, সমগ্র বিশ্ব উপরে নীচে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ফেরেশতা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেই এবং তাদের হুকুম চলে না। হাদীস শরীফে এসেছে যে, সমস্ত সৃষ্টিকে দশটি অংশে কল্পনা করলে নয়টি অংশই

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ফেরেশতাদের। ফেরেশতাদের পাখা ও ডানাও আছে।[৫] দু'দুটি, তিন তিনটি, চার চারটি। কুরআন মজীদে ফেরেশতাদের ডানার কথা বিশেষ

---

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন;

خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَتْ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

"ফেরেশতাদের নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জ্বিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে ঐ জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার কথা তোমাদেরকে বলা হয়েছে অর্থাৎ কালো, সাদা এবং রক্তিম মাটি থেকে।"

(অনুরূপভাবে হযরত ইবনে সা'দের নিকট হযরত আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। আর এটি ইমাম আহমদ ও মুসলিম উম্মুল মু'মিনীন থেকে বর্ণনা করেন।)

আবদুর রাজ্জাক স্বীয় মুসান্নাফ গ্রন্থে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

يَا جَابِرُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ ، (إِلَى قَوْلِهِ) فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ ، فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ، ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الأَوَّلِ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيِّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيُ الْمَلَائِكَةِ. الحديث

"হে জাবের! অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর যখন পৃথিবী সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এ নূরকে চার ভাগে ভাগ করেন। প্রথম ভাগ দ্বারা কলম, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লাউহ, তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করেন। তারপর চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগ করেন। প্রথম ভাগ দ্বারা আরশ বহনকারী ফেরেশতা, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কুরসি বহনকারী ফেরেশতা এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"

আল্লামা ফাসী মাতালিউল মুসিররাতের মধ্যে 'اَلتَّقَدُّمُ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ' এর দলিলের অধীনে বর্ণনা করেন;

قَدْ قَالَ الأَشْعَرِيُّ : أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَالأَنْوَارِ وَالرُّوْحُ النَّبَوِيَّةُ الْمُقَدَّسَةُ لُمْعَةٌ مِنْ نُورِهِ وَالْمَلَائِكَةُ شَرَرٌ تِلْكَ الأَنْوَارِ، وَقَالَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ وَمِنْ نُوْرِيْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ.

"ইমাম আশয়ারী বলেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন নূর, তবে সাধারণ নূরের মত নন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আত্মা হলো তাঁর নূরের একটি চমক। আর ফেরেশতাগণ হলেন, রাসূলের নূরের স্ফুলিঙ্গ। রাসূলুল্লাহ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর থেকে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।"

হযরত আবূশ শায়খ হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন;

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ الْعِزَّةِ.

"নূরে ইজ্জত থেকে ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণিত, তার নিকট খবর পৌঁছেছে যে,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ خُلِقَتِ مِنْ نُورِ اللهِ.

"ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনার ব্যাখ্যা এই যা আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যেদুনা হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রূহ একজন ফেরেশতা, যার সত্তর হাজার মাথা রয়েছে, প্রত্যেক মাথায় সত্তর হাজার চেহারা রয়েছে এবং প্রত্যেক চেহারায় সত্তর হাজার মুখ রয়েছে, প্রত্যেক মুখে সত্তর হাজার জবান আছেন, প্রত্যেক জবানে সত্তর হাজার ভাষা আছে।

يُسَبِّحُ اللهَ تَعَالَى بِتِلْكَ اللُّغَاتِ كُلِّهَا يَخْلُقُ مِنْ كُلِّ تَسْبِيْحَةٍ مَلَكٌ يَطِيْرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"সেই ফেরেশতা এ সব ভাষায় আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করেন। প্রত্যেক তাসবীহ থেকে একটি ফেরেশতা সৃষ্টি হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেশতাদের সাথে উড়তে থাকে।"

(এটি ইমাম আল বদর মাহমুদ আল আইনী সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারীর তাফসীর পর্বে এবং ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরে উল্লেখ করেছেন।)

হযরত সা'লাবী সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রূহ একজন মহান ফেরেশতা। আসমান, জমিন, পাহাড় ও সমস্ত ফেরেশতার চেয়ে বড়। তার স্থান চতুর্থ আসমানে।

يُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ إِثْنَى عَشْرَةَ تَسْبِيْحَةً يَخْلُقُ مِنْ كُلِّ تَسْبِيْحَةٍ مَلَكٌ.

"প্রতিদিন সে বার হাজার তাসবীহ পাঠ করে। প্রত্যেক তাসবীহ দ্বারা একটি ফেরেশতা সৃষ্টি হয়।"

রূহ নামক এ ফেরেশতা কিয়ামতের দিন একা একটি কাতার হবে। আর অন্যান্য ফেরেশতাদের এক কাতার হবে।

(এটি ইমাম বগভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মায়ালিমুত তানযীলে আল্লাহ তা'আলার বাণী; يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ এর অধীনে এবং ইমাম আইনী উমদাহ গ্রন্থে এর অধীনে বর্ণনা করেছেন।)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَهِيَ مِنْ مَاءٍ وَدُخَانٍ مَلَائِكَةٌ خُلِقُوْا مِنْ مَاءٍ وَرِيْحٍ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ الرَّعْدُ وَهُوَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ. ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْقُسْطَلَانِيُّ فِي الْمَوَاهِبِ.

"দুনিয়ার আকাশ যা পানি ও ধোয়া দ্বারা গঠিত। ফেরেশতাগণ রয়েছে যাদেরকে পানি ও বাতাস দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ফেরেশতাকে বলা হয়, 'রাদ'। যিনি মেঘ ও বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত।" (ইমাম কুসতুলানী আল-মওয়াহিব গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।)

সাইয়্যেদী শায়খ আকবর মুহিউল মিল্লাত ওয়াদ্দীন ইবনে আরাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলা নূরের একটি তাজাল্লী দান করেছেন তারপর অন্ধকার করেন। অন্ধকারের উপর এ নূরের রশ্মি নিক্ষেপ করেন। এর থেকে আরশ সৃষ্টি হয়। তারপর তার সংশ্লিষ্ট নূর থেকে যা ছিল প্রাতঃকালে উজ্জ্বলতার ন্যায়, অতঃপর তাতে রাতের অন্ধকার মিলিত হয়েছে; এ ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যারা আরশ বহনকারী, তারপর কুরসী সৃষ্টি করেন এবং তাতে তার স্বভাবগত ফেরেশতা সৃষ্টি করেন।

"এ কথাটি فتوحات مكية গ্রন্থের ত্রয়োদশ পর্বে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম শা'রানী اليواقيت والجواهر গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।)

শায়খ আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন;

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَنَهْرًا مَا يُدْخِلُهُ جِبْرِيْلُ مَنْ دَخَلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ فَيَنْتَفِضُ إِلاَّ خَلَقَ اللهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْهُ مَلَكًا.

"জান্নাতে একটি সমুদ্র রয়েছে। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাতে প্রবেশ করে বাহিরে এসে পাখা নাড়া দেন। তার পাখা থেকে যত ফোটা পানি পড়ে, প্রত্যেক ফোটা থেকে এক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি হয়।"

অথচ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ছয়শত পাখা রয়েছে। একটি পাখা বিছিয়ে দিলে আসমান ছেয়ে যাবে।

ইবনে আবী হাতেম, উকাইলী, ইবনে মারদুবিয়া প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

وَفِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ نَهْرٌ يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانُ يَدْخُلُ فِيْهِ جِبْرِيْلُ كُلَّ يَوْمٍ فَيَنْغَمِسُ فِيْهِ الْغَمَاسَةَ مِنْهُ يَخْرُجُ فَيَنْتَفِضُ اِنْتِفَاضَةً فَيَخْرُجُ عَنْهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ قَطْرَةً فَيَخْلُقُ اللهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا هُمُ الَّذِيْنَ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَأْتُوا الْبَيْتَ الْمَعْمُوْرَ فَيُصَلُّوْنَ فِيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ فَلَا يَعُوْدُوْنَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

إِلَيْهِ أَبَدًا فَيُوَلَّى عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ ثُمَّ يُؤْمَرُ أَنْ يَقِفَ بِهِمْ فِي السَّمَاءِ مُوْقِفًا يُسَبِّحُونَ اللهَ فِيْهِ إِلَى أَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

"চতুর্থ আসমানে একটি নহর আছে। যাকে নহরে 'হায়াত' বলা হয়। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রতিদিন তাতে একবার ডুব দিয়ে পাখা ঝাড়েন, যা থেকে সত্তর হাজার ফোটা পড়ে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ফোটা থেকে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। তাদেরকে বায়তুল মা'মুরে গিয়ে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়। এক বার নামায পড়ে বের হলে আর কখনো আসবে না। তাদের মধ্যে একজনকে দলপতি বানিয়ে আদেশ করা হয় যে, আসমানে তাদের নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়াও, তারাও সকলে মিলে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করবে।"

وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ نَحْوَهُ بِدُوْنِ ذِكْرِ النَّهْرِ مِنْ طَرِيْقٍ صَحِيْحَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّ مَوْقُوفًا قَالَهُ الإِمَامُ الحَافِظُ ابْنِ حَجَر، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَوْقُوفَ كَالْمَرْفُوعِ أَقُولُ فَصَحَّ الحَدِيْثُ وَسَقَطَ مَا نَقَلَ الْفَاسِيُّ عَنِ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِي إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي ذَالِكَ شَيْئٌ فَقَدْ أَثْبَتَهُ الحَافِظُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ.

হযরত ইবনে মুনযির প্রমুখ নহরের উল্লেখ ছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদের বর্ণনা করেছেন, তবে মওকুফ হিসেবে। ইমাম হাফেয ইবনে হাজার এ কথা বলেছেন। এটি জানা কথা যে, মওকুফ হাদীস মারফু হাদীসের ন্যায়। আমি বলছি, হাদীসটি সহীহ। ফাসী অলী ইরাকী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা রহিত হয়ে গেছে, যদিও এ ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি, অতঃপর হাফেয তা সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর মহাজ্ঞানী রয়েছে।

আতা, মাকাতিল এবং দাহহাক রাহমতুল্লাহি আলাইহিমের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এরূপ বর্ণিত আছে;

إِنَّ عَلَى يَمِيْنِ الْعَرْشِ نَهْراً مِنْ نُورٍ مِثْلُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعِ ، وَالْبِحَارِ السَّبْعَةِ يَدْخُلُ فِيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كُلَّ سِحْرٍ وَيَغْتَسِلُ فَيَزْدَادُ نُوراً إِلَى نُورِهِ وَجَمَالاً إِلَى جَمَالِهِ ، ثُمَّ يَنْتَفِضُ فَيَخْلُقُ اللهُ مِنْ كُلِّ نُقْطَةٍ تَقَعُ مِنْ رِيشِهِ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ مَلَكٍ يَدْخُلُ مِنْهُمُ الْبَيْتَ سَبْعُوْنَ ، ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

"আরশের ডান পাশে নূরের একটি নহর আছে, যা সাত আকাশ, সাত জমিন এবং সাত সমুদ্রের সমান। তাতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রতিদিন সেহরীর সময় গোসল করেন। যার ফলে তার নূরের উপর নূর এবং সৌন্দর্যের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

উপর সৌন্দর্য পতিত হয়। তারপর তিনি নিজের পাখা নাড়া দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ফোটা থেকে হাজার হাজার ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। এদের থেকে সত্তর হাজার বায়তুল মা'মুরে যান। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত ফিরে আসবেন না।"

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তা'আলার বাণী وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ এর তাফসীরে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আবূ নায়ীম, খাতীম, ইবনে আসাকির এবং ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'কিতাবুর রুইয়া'তে হযরত আলী ইবনে আবূ আরতাত রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর সূত্রে কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ لله مَلاَئِكَةً تَرْعُدُ فَرَائِقُهُمْ مِنْ مَخَافَتِهِ مَا مِنْهُمْ مِنْ مَلَكٍ يَقْطُرُ مِنْ عَيْنَيْهِ دَمْعَةٌ إِلاَّ وَقَعَتْ مَلَكًا قَائِمًا يُسَبِّحُ.

"আল্লাহ তা'আলার কতিপয় ফেরেশতা রয়েছে, আল্লাহর ভয়ে তারা কম্পমান। তাদের মধ্যে যাদের নয়ন থেকে অশ্রু ঝড়ে, সেই অশ্রু ফোটা থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে।"

আবূশ শায়খ হযরত কা'ব আহবার থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন;

لاَ تَقْطُرُ عَيْنُ مَلَكٍ مِنْهُمْ إِلاَّ كَانَتْ مَلَكًا يَطِيْرُ مِنْ خَشْيَةِ الله.

"ফেরেশতাদের চোখ থেকে যে পানি বের হয় তা ফেরেশতা হয়ে আল্লাহর ভয়ে উড়তে থাকে।"

ইবনে বিশকোয়াল হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন;

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ تَعْظِيْمًا لِحَقِّيْ خَلَقَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَالِكَ الْقَوْلِ مَلَكًا لَهُ جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَآخَرُ بِالْمَغْرِبِ يَقُوْلُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ صَلِّ عَلَى عَبْدِيْ كَمَا صَلَّى عَلَى نَبِيِّ فَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি আমার হক্বের সম্মানার্থে দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা এ দরূদ শরীফের বিনিময়ে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যার এক ডানা প্রাচ্যে, অপর ডানা পাশ্চাত্যে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলেন, তুমি আমার বান্দার জন্যে ইসতেগফার করো। যেমনিভাবে সে আমার নবীর প্রতি দরূদ শরীফ পড়েছে। অতঃপর এ ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্যে ইসতেগফার করতে থাকবে।"

অনুরূপ আবনা সূবয়ী ও আল ফাকাহানী উল্লেখ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আমার সম্মানিত পিতার লিখিত কিতাব 'মুস্তাতাবুল কালামিল আউদ্বাহ ফি তাফসীরে আলাম নাশরাহ' এ ইমাম সাখাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার এরূপ একজন ফেরেশতা রয়েছেন, যার এক ডানা প্রাচ্যে এবং অপর ডানা পাশ্চাত্যে। যখন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি মহব্বতের সাথে দরূদ প্রেরণ করে, তখন সেই ফেরেশতা পানিতে ডুব দিয়ে তার ডানা ঝাড়তে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তার ডানা থেকে পতিত ফোঁটা হতে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। সে কিয়ামত পর্যন্ত দরূদ পাঠকারীর জন্য ইসতেগফার করেন।

মাওয়াহিব শরীফে রয়েছে-

قَدْ رُوِيَ اِنَّ ثَمَّ مَلاَئِكَةٌ يُسَبِّحُونَ فَيَخْلُقُ اللهُ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ مَلَكاً.

"বর্ণিত আছে যে, সেখানে কতিপয় ফেরেশতা আছে, তারা তাসবীহ পাঠ করছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেক তাসবীহ থেকে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন।"

সাইয়্যেদী শায়খ আকবর রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফতুহাত নামক গ্রন্থের ২৯৭ পর্বে বলেছেন যে, ভাল কাজ ও নেক আমল ফেরেশতায় পরিণত হয়ে আকাশে সমুন্নত হয়। অনুরূপ বর্ণনা "আল-ইয়াওয়াকীত" গ্রন্থের ১৭তম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে। তার মতে আল্লাহ তা'আলার বাণী; 'إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ' এর অর্থ এরূপ।

ইমাম কুরতুবী "তাযকিরা" নামক গ্রন্থে ওলামায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পাঠ করে, আল্লাহ এর সাওয়াবের বিনিময়ে ফেরেশতা তৈরী করেন। সে বিচার দিবসে তার পাঠকের পক্ষ থেকে ঝগড়া করবে। এটি ফাসী থেকে মাতালিয়ুল মুসাররাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তার মতে ইমাম আহমদ ও ইমাম মুসলিম রাহমতুল্লাহি আলাইহির হাদীস ' اقْـــرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوغَايَتَانِ. كَأَنَّهُمَا فِرْقَانٌ مِنَ الطَّيْرِ صَوَافٌّ يُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا' এর অর্থ এই।

ইমাম আরেফ বিল্লাহ সাইয়্যেদী আবদুল ওহাব শা'রানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মিযানুস শরীয়াহ'র মধ্যে বলেছেন-

أَقْوَي الْمَلاَئِكَةِ وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً مَنْ كَانَ مَخْلُوقًا مِنْ أَنْفَاسِ النِّسَاءِ.

"মানুষের শ্বাস থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়, তাদের মতে অধিক শক্তিশালী ও অধিক লজ্জাশীল হয় যারা নারীদের শ্বাসে সৃষ্টি হয়।"

উল্লিখিত হাদীস ও উক্তিসমূহে ফেরেশতা সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা আরো সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফেরেশতা সৃষ্টির এ নিয়ম সর্বদা জারী আছে এবং প্রতিদিন অগণিত ফেরেশতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁদের সংখ্যা একমাত্র তাঁদের স্রষ্টাই অধিক জ্ঞাত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

قُلْتُ أَغْرَبُ الْقُلْتَانِي فَزَعَمَ أَنَّ مَلاَئِكَةَ الأَرْضِ وَالجَوِّ مُرْكَبَةٌ مِنَ الطِّبَاعِ الأَرْبَعِ وَأَشَارَ أَنَّ لَهُمْ فِي أَجْسَامِهِمْ دَمًا مَسْفُوحًا قَالَ فِي الْيَوَاقِيْتِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهؤُلاَءِ الْمَلاَئِكَةِ الْقَاطِنِيْنَ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ نُوْعٌ مِّنَ الجِنِّ سَمَّاهُمْ مَلاَئِكَةً إِصْطِلاَحًا لَهُ، قُلْتُ وَمِثْلُهُ غُرَابًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قُرْبًا يَتَوَالَّدُونَ يُقَالُ لَهُمْ اَلجِنُّ وَمِنْهُمْ اِبْلِيْسُ كَمَا نَقَلَهُ فِي اِرْشَادِ السَّارِيْ وَأَنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ عَقِيْدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْمَلاَئِكَةِ تَنْزُلُهُمْ عَنِ الذُّكُوْرَةِ وَالأُنُوْثَةِ فَانِيُ التَّوَالُدِ وَأَحْسَنُ مَحَامِلُهُ هُوَ مَا مَرَّ مِنْ تَسْمِيَةِ بَعْضِ الجِنِّ مَلَكًا وَاللهُ تَعَالَي أَعْلَمُ.

"ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কেউ কেউ মনে করেন যে, জলে-স্থলের ফেরেশতা চারটি স্বভাবের হয়ে থাকে। ১. তাদের কেউ কেউ রক্ত-মাংসে গঠিত। আল-ইয়াওয়াকিত নামক গ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে। ২. কারো কারো মতে, আসমান-জমিনের জ্বিনদের একটি দলকে পরিভাষায় মালায়েকা বলা হয়। ৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদের একটি দল আছে তাদের বংশবৃদ্ধি হয় তাদেরকে জ্বিন বলা হয়। ৪. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হলো ফেরেশতা নারী-পুরুষ কিছুই নয়। তাদের বংশ বৃদ্ধি ঐভাবেই হয় যে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কতেক জ্বিনকে ফেরেশতা নামে নামকরণের কথা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক কথা আল্লাহই ভাল জানেন।"

তারপর হচ্ছে তাদের মৃত্যুর অবস্থা। ইমাম ওয়ালী উদ্দিন ইরাকী থেকে 'আসয়ালায়ে মক্কীয়া'তে এ পর্যায়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। এর উত্তরে বলা হয়েছে-

لَمْ يَثْبُتْ فِي ذَالِكَ شَيْئٌ وَلاَ يَجُوْزُ الْهُجُومُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الإِحْتِمَالِ وَلاَ مَجَالَ لِلنَّظَرِ فِيْهِ وَلاَ دَخَلَ لِلْقِيَاسِ.

"এ ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি এবং সম্ভাবনার ভিত্তিতে এ প্রসঙ্গে জোরালো কিছু বলা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে চিন্তারও কোন অবকাশ নেই এবং কিয়াসেরও কোন সুযোগ নেই।"

আল্লামা ফাসী 'মাতালিয়ুল মুসাররাত' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন; বরং হযরত শায়খ আকবার রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাদেরকে আত্মার অনুরূপ মনে করেন। তারা ছিলনা তবে যখন হয়েছে তখন তারা সর্বদা বিদ্যমান থাকবেন। কারণ, আত্মার কোন মৃত্যু নেই।

'ফতুহাত শরীফের' ৫১৮ পর্বে বলা হয়েছে;

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَلاَئِكَةِ آخِرَةٌ هُوَ ذَالِكَ أَنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ فَيَبْعَثُونَ وَإِنَّمَا هُمْ صَعِقٌ وَإِفَاقَةٌ كَالنَّوْمِ وَالإِفَاقَةُ مِنْهُ عِنْدَنَا ذَالِكَ حَالٌ لاَيَزَالُ عَلَيْهِ الْمُكِنِ فِي التَّجَلِّي الإِجْمَالِي دُنْيَا وَ آخِرَةٌ. نَقَلَهُ فِي الْيَوَاقِيْتِ وَالْجَوَاهِرِ.

"ফেরেশতাদের পরিণতি নেই, তথা তারা মৃত্যুবরণ করবেন না। সুতরাং তারা পুনরুত্থিত হবে। তা হলো নিদ্রা থেকে জাগ্রত অবস্থার ন্যায়। তারা ইহকাল ও পরকালে একই অবস্থায় থাকা অসম্ভব নয়। অনুরূপ আল-ইয়াওয়াকিত এবং আল-জওয়াহির গ্রন্থে বর্ণিত আছে।"

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি বলছি, সম্ভবত এ মাসআলা ফেরেশতার আকৃতি ধারণ ও স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণের উপর নির্ভরশীল। যারা এদেরকে স্বতন্ত্র আকৃতি বলে মনে করেন, যেখন ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম গাজ্জালী প্রমুখ। তাদের মতে ফেরেশতার মৃত্যু না হওয়া উচিত। কারণ রূহের আদৌ মৃত্যু নেই। মৃত্যু হয় শরীরের। অর্থাৎ আত্মা তার থেকে পৃথক হওয়া বৈধ নয়। ফেরেশতাদেরকে اجسام لطيفه তথা সূক্ষ্ম শরীর সম্পন্ন বলা হয়। যার সাথে পবিত্র আত্মা সম্পর্কিত হয়েছে। যেমন অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত। শত শত বর্ণনা এরূপ রয়েছে যে, ফেরেশতাদের মৃত্যু থেকে বাঁচার কোন সুযোগ নেই। এটি স্পষ্ট কথা এবং হাদীস অনুযায়ী এটিই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা।

وَقَالَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ.

"প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, যখন এ আয়াত 'كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ' (জমিনের সব কিছুই ধ্বংস হয়েছে) নাযিল হয় তখন ফেরেশতাগণ বলেন, জমিনের বাসিন্দাগণ মৃত্যুবরণ করবে অর্থাৎ আমরা বেঁচে যাব। যখন এ আয়াত; 'كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ' নাযিল হয় যে, "প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" তখন ফেরেশতাগণ বললেন, এখন আমরাও মৃত্যুবরণ করবো। ইমাম রাযী তাফসীরে কবির গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে জারীর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন;

قَالَ وُكِّلَ مَلَكُ الْمَوْتِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةِ.

"মালাকুল মাওত তথা আজরাঈল আলাইহিস সালাম মুসলমান ও ফেরেশতাদের আত্মা কবজা করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।"

অনুরূপ ইবনে জারীর, আবূশ শায়খ প্রমুখ এক দীর্ঘ হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; 'آخِـــرُهُمْ مَوْتًا مَلَكُ الْمَوْت' ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বশেষে হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালামের মৃত্যু হবে।

ইমাম বায়হাকী এবং ফারইয়াবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বিস্তারিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল ও আজরাঈল আলাইহিস সালাম জীবিত থাকবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, হে আজরাঈল এখন কে জীবিত আছে? আজরাঈল আলাইহিস সালাম বলবেন- 'بَقِيَ وَجْهُكَ الْبَاقِـــي اَلــدَّائِمِ وَعَــبْدُكَ جِبْــرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ' অর্থাৎ আপনি এবং আপনার বান্দা জিবরাঈল, মীকাঈল ও আজরাঈল জীবিত আছে। তখন হুকুম করা হবে, 'تَعْــرِفُ نَفْــسُ مِيْكَائِيْلُ' মীকাঈলে আত্মা কবজা করো। তিনি বিরাট পাহাড়ের ন্যায় পতিত হবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা জানার পরও বলবেন, এখন কে অবশিষ্ট আছে? আরজ করবেন, 'وَجْهُكَ الْبَاقِـــي اَلْكَرِيْمِ عَبْدُكَ جِبْرِيْلُ وَمَلَكُ الْمَوْت'. অর্থাৎ আপনার চিরস্থায়ী সম্মানী আত্মা, আপনার বান্দা জিবরাঈল ও আজরাঈল আলাইহিস সালাম। ইরশাদ করবেন, 'تَعْــرِفُ نَفْــسُ جِبْرِيْلُ' জিবরাঈলের আত্মা কবজা কর। তিনি নিজের উপর পতিত হয়ে সিজদারত অবস্থায় পড়ে যাবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত হওয়ার পরেও বলবেন, এখন কে অবশিষ্ট আছে? আরজ করবেন, "وَجْهُــكَ الْكَــرِيْمُ وَعَــبْدُكَ مَلَــكُ الْمَوْتِ وَهُوَ مَيِّتٌ" অর্থাৎ আপনার সম্মানিত আত্মা এবং আপনার বান্দা হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম, সেও মৃত্যুবরণ করবে। ইরশাদ করবেন, "مُــتْ" মৃত্যুবরণ কর, অতঃপর সেও মৃত্যুবরণ করবে। তারপর ইরশাদ করবেন, প্রথমে আমি সৃষ্টিকে বানিয়েছি, আতঃপর একে সৃষ্টি করবো। কোথায় প্রতারক বাদশাহগণ? যারা রাজত্বের দাবি করেছিলে। কোন উত্তর দাতা থাকবে না। তিনি স্বয়ং ইরশাদ করবেন, لله الْوَاحد الْقَهَّار আজ বাদশাহী পরাক্রমশালী আল্লাহর।

مُلَفَّقٌ مِنْهُمَا وَعِنْدَ الْفِرْيَابِي اَنَّ آخِرَهُمْ مَوْتًا جِبْرِيْلُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

'ফারইয়াবীর মতে সর্বশেষে মৃত্যু হবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের। এ ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।'

এ হাদীস থেকে কিয়ামত পর্যন্ত নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের জীবিত থাকার কথা জানা গেল। সাইয়্যেদুনা আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, দৈনিক অগণিত ফেরেশতা সৃষ্টি হয় এবং তারা অন্যান্য ফেরেশতাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত উঠতে থাকবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, সত্তর হাজার ফেরেশতা যারা দৈনিক সৃষ্টি হচ্ছে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তাসবীহ পড়তে থাকবে। তারা দরূদ পাঠকারীর প্রতি দরূদ পড়তে থাকে। সাখাভীর বর্ণনায় অভিবাহিত হয়ে গেছে যে, তার ডানার পানির ফোটা থেকে যে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

ফেরেশতা সৃষ্টি হয়, কিয়ামত পর্যন্ত দরূদ পাঠকারীর উপর ইস্তেগফার করবে। প্রত্যেক মুসলমানের সাথে যে কিরামান কাতিবীন রয়েছেন, তাদের ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে যে, মুসলমানের মৃত্যুর পর সে আকাশে চলে যায় এবং সেখানে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে। হুকুম দেয়া হয়, আমার আকাশ আমার ফেরেশতায় পরিপূর্ণ। তারা আমার তাসবীহ পাঠ করছে। তারপর আরজ করেন, আমাদেরকে জমিনে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। তখন আদেশ দেয়া হয়, আমার জমিন আমার সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ, তারা আমার তাসবীহ পাঠ করছে।

وَلَكِنَّ قَوْمًا عَلَي قَبْرِ عَبْدِيْ فَسَبِّحَانِي وَهَلِّلَانِي وَكَبِّرَانِي إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْتُبَاهُ لِعَبْدِيْ.

'তবে আমার বান্দার কবরে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তাসবীহ ও তাকবীর করতে থাকো এবং এর সাওয়াব আমার বান্দার জন্য লিপিবদ্ধ কর।'

(আবূ নাঈম হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং বা'সে ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইবন আবূদ দুনিয়া হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।)

এভাবে আরো অগণিত হাদীস রয়েছে। এ সব হাদীস দ্বারা অসংখ্য ফেরেশতাদের কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার কথা সাব্যস্ত। মূলত কোন হাদীস দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত নয় যে, কোন ফেরেশতার মৃত্যু হয়েছে। বরং উল্লেখিত বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত যে, 'كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ' এ আয়াত অবতীর্ণ ফেরেশতাদের মৃত্যুর খবরই ছিল না যে, আমাদের মৃত্যু হবে। ফলে স্পষ্ট কথা এই যে, ফেরেশতাদের কিয়ামতের পূর্বে মৃত্যু হবে না; বরং জাওয়াইয়ার স্বীয় তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মানব-দানব ও জীব-জন্তুর মৃত্যু প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন-

وَالْمَلَائِكَةُ يَمُوتُونَ فِي الصَّعْقَةِ الأُوْلَي وَإِنَّ مَلَكَ الْمَوتِ يَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ ثُمَّ يَمُوتُ.

'ফেরেশতাগণ ঐ সময় মৃত্যুবরণ করবে, যখন প্রথম ফুৎকার দেয়া হবে, আজরাঈল আলাইহিস সালাম তাদের আত্মা কবজা করবেন, তারপর তিনিও মৃত্যুবরণ করবে।' এ হাদীস উদ্দেশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়।

لَوْلَا مَا فِي جَوَيبِرِ قَوِيَ وَلَا جَوَيْبِرِ. وَاللهُ تَعَالَي أَعْلَمُ.

এ লেখা সমাপ্তির পর ইমাম ইবনে হাজার সাফী আধুনিক ফাওয়ার গ্রন্থে ফেরেশতা প্রসঙ্গে একটি ফতওয়া এবং আরেকটি ফতওয়া হুর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার সেখানে ঐক্যবদ্ধভাবে ফেরেশতা মৃত্যু-হওয়ার কথার উপর ইজমা হবার উল্লেখ করেছেন।

حَيْثُ قَالَ أَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَيَمُوتُونَ بِالنُّصُوصِ وَالإِجْمَاعِ وَيَتَوَلَّي قَبَضَ أَرْوَاحُهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَيَمُوتُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِلَا مَلَكِ الْمَوْتِ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

'ফেরেশতাগণ নস ও ইজমার আলোকে মৃত্যুবরণ করবেন। আজরাঈল তাদের কবজা করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবেন। পরিশেষে আজরাঈল আলাইহিস সালাম আজরাঈল ছাড়া মৃত্যুবরণ করবেন।'

তাদের বর্ণনার বাহ্যিক হুকুম এই যে, আজরাঈল আলাইহিস সালামও ফুৎকারে মৃত্যুবরণ করবেন। তবে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদ্বয় এবং প্রধান চার ফেরেশতা তার পর মৃত্যুবরণ করবেন।

حَيْثُ قَالَ فِي الْفَتْوَي اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَلَائِكَةِ بِالنَّفْخِ فِي الصُّوَرِ يَمُوتُونَ إِلاَّ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَجِبْرِيْلُ وَإِسْرَافِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ ثُمَّ يَمُوتُونَ إِثْرَ ذَالِكَ.

'ফেরেশতাদের মৃত্যু সংক্রান্ত ফতওয়াতে বলা হয়েছে যে, ফুৎকারে ফেরেশতাগণ মৃত্যুবরণ করবেন। আরশ বহনকারী ফেরেশতা, হযরত জিবরাঈল, হযরত ইসরাফিল, হযরত মীকাঈল, হযরত আজরাঈল আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত। তারা পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করবেন।'

حَيْثُ قَالَ ظَاهِرُ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ يُخْلَقُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً.

'ফেরেশতাগণ এক সাথে সৃষ্টি হন নি; বরং কয়েক বারে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

আবূশ শায়খ ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ لله نَهْرًا فِي الْهَوَاءِ يَسَعُ الأَرْضِيْنَ كُلَّهَا سَبْعُ مَرَّاتٍ فَيَنْزِلُ عَلَي ذَالِكَ النَّهْرِ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ فَيَمْلَؤُهُ وَيَسُدُّ مَا بَيْنَ أَطْرَافِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ قَطَرَ مِنْهُ قَطَرَاتٌ مِنْ نُورٍ فَيَخْلُقُ اللهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مِنْهَا مَلَكًا يُسَبِّحُ لله بِجَمِيْعِ تَسْبِيْحِ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ.

'বাতাসে আল্লাহ তা'আলার একটি নহর আছে। জমীন সমূহের প্রশস্ত তার সাতগুণ সমান। আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা উক্ত নহরে অবতরণ করেন। অতঃপর স্বীয় শরীর তাতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং তার কিনারা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ফেরেশতা তাতে গোসল করে। যখন সে বাহিরে আসে তখন তার থেকে নূর পড়তে থাকে। অতঃপর প্রত্যেক ফোটা থেকে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত সৃষ্টির তাসবীহ'র ন্যায় তাসবীহ পাঠ করে।'

আলা ইবনে হারুন থেকে বর্ণিত আছে;

قَالَ لِجِبْرِيْلُ كُلَّ يَوم إِنْغَمَسَ فِي الْكَوْثَرِ ثُمَّ يَنْتَفِضُ فَكُلُّ قَطْرَةٍ يَخْلُقُ مِنْهَا مَلَكٌ.

'হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রতিদিন কাওসারে একবার ডুব দিয়ে ডানা ঝাড়েন, তারপর প্রত্যেক ফোটা থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়।' তারপর আল্লাহর প্রশংসায় আরো একটি হাদীস স্মরণ এসেছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাই এর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক এবং বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। পাখার সংখ্যার জ্ঞান আল্লাহই ভাল জানেন। এ দ্বারা এ ব্যাখ্যা করা হয় যে, ডানা দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতার শক্তি, যেমনিভাবে কুরআন মজীদের মুতাশাবেহাতের বিধান। উল্লেখিত সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নয় যে, চার চারটি ডানার চেয়ে বেশি ফেরেশতাদের নেই। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীরাজের রাত্রে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ছয়শত পাখা দেখেছেন।

## হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম

সকল ফেরেশতার মধ্যে চার ফেরেশতা অধিক নৈকট্যশীল বলে সাব্যস্ত। এ চারজন দুনিয়ার বড় বড় কাজ সমূহ সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত। পৃথিবী ও ফেরেশতা জগতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের কাছেই

---

ইবনে আবিদ্ দুনিয়া ও আবূশ শায়খ 'কিতাবুস সাওয়াব' গ্রন্থে ইমাম জাফর সাদেক এবং স্বীয় পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন;

مَا أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا إِلاَّ خَلَقَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورُ مَلَكًا يَعْبُدُ اللهَ

وَيُوَحِّدُهُ ، فَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ ذَالِكَ السُّرُورِ. الحديث

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে খুশি করবে, আল্লাহ তা'আলা এ খুশির বিনিময়ে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন। সে ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদত ও ইকত্ববাদের বর্ণনা দিতে থাকবে। যখন সেই বান্দা কবরে যাবে সে ফেরেশতা তার কাছে এসে বলে, তুমি কী আমাকে চিন। আমি ঐ খুশির বিনিময়ে সৃষ্ট ফেরেশতা যে খুশি তুমি অমুক মুসলমানকে করে ছিলে। আমি আজ বিপদের সময় তোমার অন্তরকে খুশি করবো। তোমার ভালবাসা তোমাকে দান করবো। আর ঈমানে তোমাকে অটুট রাখবো। কিয়ামতের বিপদের সকল স্থানে আমি তোমার সাথী হবো। আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার জন্য সুপারিশ করবো। বেহেশতে তোমার স্থান তোমাকে দেখাবো।

মহা মর্যাদাবান, আরশে আযীমের বাদশাহ, পৃথিবীর সম্মানিত আত্মার কান্ডারী, সকল সৃষ্টির সেরা, অশেষ মেহেরবান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম। তাঁর বংশ, সাহাবীগণ সকলের প্রতি সালাম, বর্ণিত বিষয় প্রসঙ্গে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত, তাঁর জ্ঞানই পরিপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।

উপরিউক্ত বর্ণনা আবদুল মুস্তফা আহমদ রেযা খান কাদেরী কৃত ৭ রজব, ১৩১১ হিজরি। 'হিদায়তুল মুবারকা ফি খলকিল মালায়িকা' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ন্যস্ত। এদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান তথা অহী নবী-রাসূলদের নিকট পৌঁছানো।

## হযরত মীকাঈল আলাইহিস সালাম

হযরত মীকাঈল আলাইহিস সালামের দায়িত্ব হলো সমগ্র সৃষ্টির রিযিকের ব্যবস্থা করা, রিযিক বন্টন করা এবং পরিমাণ মত রিযিক সরবরাহ করা।

## হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালাম

হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালামের দায়িত্বে শিঙ্গা ফুৎকার করা। তিনি প্রথমবার পৃথিবী ধ্বংসের জন্য শিঙ্গা ফুৎকার করবেন। দ্বিতীয়বার ফুৎকারের ফলে মৃতগণ কবর থেকে উঠবে এবং হাশরের মাঠে হাযির হবে।

## হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালাম

হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালাম বিশ্বের সকল প্রাণীর রূহ কবজা করার দায়িত্বে নিয়োজিত। অধিকাংশ আলেমের মতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সবচেয়ে উত্তম। তবে কোন কোন আলেম এ চারজনকে সমান মর্যাদাবান বলে মনে করেন। এ চারজন ছাড়া আরো অনেক নৈকট্যশীল ও মর্যাদাবান ফেরেশতা রয়েছে। এদের মধ্যে আটজন ফেরেশতা হলেন যাঁরা আরশ বহন করেন। তাঁদের শারীরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তির বিবরণ এখানে পেশ করা হবে যে, তাঁদের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত মাঝে দূরত্ব হলো দু'শত বৎসরের রাস্তা। কোন কোন বর্ণনায় দূরত্ব সাত শত বৎসরের কথাও রয়েছে।

## ফেরেশতাদের মর্যাদা

প্রত্যেক ফেরেশতার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট এক বিশেষ মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। সে উক্ত স্থান অতিক্রম করতে পারে না। যে যথাযোগ্য অবস্থা তাঁদেরকে দান করা হয়েছে এর চেয়ে অধিক চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই। তাঁদের ক্ষেত্রে যে শক্তি দেয়া হয়েছে, তা কার্যত শক্তি নয়। অর্জন করার কোন ক্ষমতা তাঁদের নেই। অর্থাৎ ফেরেশতাদের নিকট এমন কোন জিনিস নেই যা তাঁরা প্রচেষ্টা ও কষ্টের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। বরং তাঁরা ভালবাসার সম্পদ থেকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostafa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বঞ্চিত। এর অর্থ এই নয় যে, আদৌ ফেরেশতাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও মা'রিফত নেই; বরং হাকীকত এই যে, তারা মা'রিফাত অর্জন ও মহব্বত অর্জনের স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত।

## আল্লাহর আনুগত্যশীল

ফেরেশতাগণ আল্লাহর আনুগত্যশীল। তাঁরা আল্লাহর নাফরমানী করেন না। তাঁদেরকে যে কাজের হুকুম দেয়া হয়, তাঁরা সেই কাজ করেন। ইবলীসের নাফরমানী করার কারণ এই যে, সে মূলত ফেরেশতা ছিল না। বরং সৃষ্টিগতভাবে জ্বীন ছিল। সে ইবাদতের কারণে ফেরেশতার মধ্যে গণ্য হয়েছিল। পরিণামে সে স্বীয় অবস্থায় থাকে নি।

কোন আলেমের ধারণা এই যে, ফেরেশতা ও জ্বিন জন্মগতভাবে একে অন্যের অনেক নিকটে। কেননা, আগুনের মধ্যে নূরের প্রভাবও রয়েছে। যদি আগুন থেকে ধোঁয়াকে পৃথক করা হয়, তবে নূর হয়ে যায়।

## আসমানী কিতাব

আল্লাহ তা'আলার কিতাব কতিপয় রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। সমস্ত মানুষকে এর আনুগত্য করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত এ সব কিতাবের সংখ্যা একশত চারটি পর্যন্ত। তবে এর মধ্যে চারটি প্রধান এবং প্রসিদ্ধ। তাওরাত আসমানী কিতাবসমূহের একটি, যা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিল হয়েছে। সমস্ত বনী ইসরাঈল এ কিতাবের অনুসারী। যাবুর দ্বিতীয় বড় আসমানী কিতাব, যা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর নাযিল হয়েছে। ইঞ্জিল তৃতীয় আরেকটি আসমানী কিতাব, যা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিল হয়েছে।

এ সব কিতাবের মধ্যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর সাহাবীদের আলোচনা। তাঁদের অবস্থা এবং তাঁদের গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের পুতঃপবিত্র অবস্থা, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যাবলী ও প্রশংসা এসব কিতাবে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণ তাঁর পবিত্র নামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য তালাশ করতেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## কুরআন মজীদ

কুরআন মজীদ চতুর্থ আসমানী কিতাব। যা সকল আসমানী কিতাবের সারমর্ম। এটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছে। কুরআন মজীদের শব্দের অলৌকিকতা অপরূপ, যা অন্য কোন কিতাবে নেই। (কোন মানুষ কুরআন মজীদের তিনটি আয়াত সমপরিমাণ রচনা করতে পারে না) তাওরাত এতই বিশাল ছিল যে, সম্মানিত নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্মরণ রাখতে পারেনি। কিন্তু কুরআন মজীদ সংক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরিপূর্ণ কিতাব।

## মুত্তাকীদের হেদায়াত

কুরআন মজীদ নিঃসন্দেহে হেদায়তের মাধ্যম। সকল আসমানী কিতাব আল্লাহ কিতাব হিসেবে সমান। তবে কোন কোন দিক দিয়ে একটি অন্যটির চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান। যেমনিভাবে নবীগণ নবী হিসেবে সকলে সমান। 'لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسُله' (রাসূলদের মাঝে আমি কোন পার্থক্য করি না)[৬] এটি বিশুদ্ধ কথা। তবে মর্যাদার ক্ষেত্রে একজন অন্যজন থেকে উত্তম। যেমন 'تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ'[৭] (ঐ রাসূলগণকে আমি একে অন্যের উপর মর্যাদা দেই) এটি প্রথমোক্ত কথার পরিপূরক।

## আল্লাহর নাম

আল্লাহর নাম তাওফিকী। অর্থাৎ শ্রবণের উপর নির্ভরশীল এবং শরীয়তে তা বর্ণিত। সুতরাং যে নাম শরয়ী পরিভাষায় এসেছে, আল্লাহকে ওই নামে ডাকা হবে। নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহকে নাম বানিয়ে ডাকা শরীয়তের পরিপন্থী, যদিও বিবেকের নিকট এ সব নাম প্রয়োগ করা বৈধ হয়। শিষ্টাচারের দিক দিয়ে আল্লাহর নামের অর্থ যতই তাঁর অনুরূপ হোক না কেন, কিন্তু আকল ও শিষ্টাচারের নামের ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন দখল নেই। যেমন আল্লাহকে শাফী (شَافِي) বলা হয়, ডাক্তারকে বলা হয় না।

---

৬. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৫

৭. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৩

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

জাওয়াদ (جــواد) বলা হয়, সখী (سخي) বলা হয় না। আলেম (عالم) বলা হয়, আকেল (عاقل) বলা হয় না।

জ্ঞাতব্য যে, এরূপ নিষেধাজ্ঞা শুধু নাম রাখার ক্ষেত্রে। সিফাত (গুণাবলী) বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়। কেননা প্রকৃত নাম ছাড়া অন্য নাম রাখা পরিবর্তন করার নামান্তর। নামে পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। এসব বর্ণনা শুধু গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে। নির্দিষ্ট নামের ক্ষেত্রে কোন কথা নেই। কাফিরদের ভাষায় আল্লাহর নামকে আল্লাহ হিসেবে ডাকা ঠিক নয়। এতে কুফরীর আশঙ্কা থাকে।

## নিরান্নব্বই নাম

আমাদেরকে এ কথা স্মরণ রাখা চাই যে, আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহ কেবল নিরানব্বইটি নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হাজারো এরূপ নাম রয়েছে, যে সবের ব্যাপারে সৃষ্টি অবগত নয়। শরীয়তের পরিভাষায়ও শুধু নিরানব্বই নামের আলোচনা এসেছে। এ সব নামের প্রসিদ্ধি এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে হাদীস শরীফে রয়েছে,

إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اَسْمَاءً مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে এগুলো স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৮]

এর উদাহরণ এই যে, আমার হাজার বাহন এরূপ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার থেকে সাহায্য চায়, সে সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং যেখানেই যায় বিজয়ী হয়। এ থেকে একথা আবশ্যক হয় না যে, বাদশাহর কাছে হাজার বাহন ছাড়া আর কোন বাহন নেই। বরং বাদশাহর অগণিত বাহন রয়েছে। কিন্তু হাজার এ ধরণের রয়েছে যাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার হাজার নাম থাকা সত্ত্বেও নিরানব্বই নাম স্বীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বেহেশতে যাওয়ার মাধ্যম।

৮. তিরমিয় : আস সুনান, باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ১১/৪১১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## আল্লাহ বান্দার কাজের স্রষ্টা

আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজের স্রষ্টা। কুফর এবং গুণাহও তাঁর ইচ্ছা ও তাকদীরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি কুফর ও গুণাহের কাজে সন্তুষ্ট নন। যখন এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং পাপ-পুণ্য তাঁরই সৃষ্টি ও তাকদীরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তখন মানুষের কর্ম ও অন্যান্য জিনিসের ন্যায় আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর হুকুমে হয়ে থাকে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এবং তোমাদের আমলকে সৃষ্টি করেছেন।"[৯] অর্থাৎ পাপ-পুণ্য, কুফর, ঈমান, আনুগত্য ও পাপাচার আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, হুকুম ও তাকদীরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঈমান, আনুগত্য এবং নেকীর ব্যাপারে সন্তুষ্ট, কুফর ও নাফরমানীর ব্যাপারে অসন্তুষ্ট।

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ "আল্লাহ তা'আলা বান্দার কুফরী কাজে সন্তুষ্ট নন।"[১০] কোন জিনিস চাওয়া, সৃষ্টি করা অন্য জিনিস। কিন্তু কোন কথায় সন্তুষ্ট হওয়া ভিন্ন কথা। সন্তুষ্ট ঐ অবস্থায় হয় যে, সে হুকুম করে যে, এরূপ কর, যদিও এরূপ হয়, কোন প্রজ্ঞার সাথে হুকুম করেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়া চান না এবং তার হেকমত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জানা নেই। এর উদাহরণ এরূপ যে, একজন মনিব তার ক্রীতদাসের নাফরমানী ও পাপ প্রকাশ করতে চাচ্ছেন। ক্রীতদাসকে কোন কাজের হুকুম দিয়েছে, কিন্তু সে চায় না যে, সে এ কাজ করুক, যাতে তা অবাধ্যমূলক কাজ হওয়া সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। এ স্থানে আদেশ-নিষেধ করার মধ্যে হেকমত ও ফায়দা প্রকাশ হয়নি। বান্দাদের হাকীকত যা অনাদি জ্ঞানে উহ্য তা স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং জানা যাবে যে, কে কে আনুগত্যশীল এবং কে কে ফাসিক ও আনুগত্যশীল নয়।

## আফআলে ইখতিয়ারী (ইচ্ছাধীন কাজ)

বান্দাদের কিছু ইখতিয়ারী (ইচ্ছাধীন) কাজ রয়েছে। যেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সওয়াব অর্জিত হয়, না করার ফলে আযাব প্রাপ্ত হয়। সকল কাজ আল্লাহর ইচ্ছা ও ইখতিরাধীন। কিন্তু তারপরও বান্দাকে মুখতার

---

৯. আল-কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ৯৬
১০. আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৭

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

বানানো হয়েছে। সে সকল কাজে বাধ্য নয়। সওয়াব প্রাপ্তি ও শাস্তি ভোগ এই ইখতিয়ারের উপর সীমাবদ্ধ, যা মানুষের লাভ হয়।

এ মাসআলা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য এ বিষয়টি জানা আবশ্যক যে, বাধ্য ও অবাধ্যের অর্থ কী? মানুষ থেকে যে কাজ প্রকাশ পায় তা দু'প্রকার।

প্রথম কাজ হলো যা কল্পনাতে আসতেই স্বভাবের অনুরূপ হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, এ আগ্রহ পূর্ণ করার জন্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু যদি সেই কাজ তার স্বভাবের পরিপন্থী হয় এবং তার অন্তরে ঘৃণা ও অনিহা সৃষ্টি হয়। আর তা না করার চেষ্টা করে, অথচ তা করা ও না করার আগ্রহের পূর্বে তা করা বা না করা সমান এবং তা করা না করা সম্ভব ছিল। চাই তাসাব্বুরের স্তরে যা কাজের সাথে নিকটবর্তী শক্তি হোক বা কল্পনায় কাজের স্তর থেকে দূরের হোক। মানুষের এ হরকতকে হরকতে ইখতিয়ারী বলা হয়। আর এ হরকতে প্রযোজ্য কাজকে ফে'লে ইখতিয়ারী বলা হয়।

দ্বিতীয়টির পদ্ধতি হলো এই যে, কাজের পূর্বে তার আগ্রহ ও স্পৃহা সৃষ্টিই না হওয়া। আগ্রহ ছাড়াই মৃগীরোগী ব্যক্তির ন্যায় কোন হরকত (নড়াচড়া) প্রকাশ পায়। এরূপ হরকতকে জাবরী ইদতেরারী বলা হয়। অভ্যন্তরীণ এ সকল অবস্থায় প্রথম পদ্ধতির সামনে সেচ্ছায় কোন ব্যক্তি অস্বীকার করে না। এ প্রকারের ইখতিয়ারের অস্বীকৃতি এরূপ যে, কেউ বলতে লাগল যে, মানুষের কান ও চোখ নেই। যদি কেউ এরূপ বলে, যেমন মানুষের সমস্ত হরকত (নড়াচড়া) এবং কার্যাবলী দ্বিতীয় প্রকার তথা মৃগী রোগীর মত। এটি ঐ কথা যা অস্বীকার করে এবং যা কোন বিবেকবান ব্যক্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

এ সন্দেহ এসে যায় যে, কাজসমূহ ইলমে ইলাহী, ইরাদাতে আযলী এবং কাযা (হুকুম) কদর (ভাগ্য) অনুযায়ী অস্তিত্বে আসে। যদি আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন এবং চাহেন যে, অমুক কাজ অমুক ব্যক্তি থেকে প্রকাশ হোক, তবে অবশ্যই তা সেই বান্দা থেকে প্রকাশ পাবে। চাই ইচ্ছাহীন ভাবে হোক। যেমন- নড়াচড়া অথবা বাধ্য হয়ে অথবা সেচ্ছায় হোক। যদি কাজটি ইখতিয়ারী হয়। মানুষের এমন কাজ করার বা অস্তিত্বে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আনয়নের ইখতিয়ার নেই। হ্যাঁ, এ কথা বলতে পারে যে, সেই কাজ চাহিদা এবং কল্পনার ভিত্তিতে করা হবে, তা ইখতিয়ারের অন্তির্ভূক্ত হবে।

এ কথাও স্মরণীয় যে, মানুষের যদিও কাজে ইখতিয়ার রয়েছে, কিন্তু তা প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যার উপর প্রথমেই নির্ভরশীল, ইখতিয়ার দেয়নি। যেমন- যদি মানুষের চোখ খোলা থাকে, তারপর না দেখে তবে তা তার ইখতিয়ারের মধ্যে নেই। দেখার পর যদি সে জিনিস উদ্দেশ্য হয়, তার স্পৃহা সৃষ্টি হয়, আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, সেই কাজের হরকত সৃষ্টি হয়, তা আবশ্যক । এভাবে মানুষের ইচ্ছা রয়েছে। স্বীয় ইচ্ছায় ইচ্ছা কার্যকরী হয় না। পরিশেষে ঐ কথা পাওয়া গেছে যা আলেমগণ বলেছেন। বান্দা স্বীয় কাজে স্বাধীন ইচ্ছার অধীন।[১১] তবে সে স্বয়ং ইচ্ছার কাছে বাধ্য। অন্যভাবে

---

১১. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে বানিয়েছেন এবং এদের কান, চোখ, হাত, পা, জবান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। তাদেরকে কাজ করার পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে ইচ্ছার অনুগামী ও অনুসারী করে দিয়েছেন। যাতে নিজে লাভবান হতে পারে এবং ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে। তারপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আকল দান করেছেন। যা সকল প্রাণীর উপর মানুষের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। অথবা আকল দ্বারা ঐ সব জিনিস জানার ও চেনার শক্তি দান করেছেন যা ভাল, মন্দ, লাভ, ক্ষতি, কিন্তু বাহ্যিকভাবে তা চেনা যায় না। তারপর লাখ কথা এরূপ রয়েছে, যা বিবেক স্বয়ং অনুভব করতে পারে না। যেগুলোর অবগতি সম্ভব ছিল তাতে ভুল করে বিপদে পড়া থেকে আশ্রয় নেয়ার কোন বিরাট মাধ্যম ছিল না। এ কারণে নবীদেরকে প্রেরণ করে কিতাব নাযিল করে কিছু কিছু কথা ভাল ও মন্দ বর্ণনা করে স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দেন। কোন ওযর-আপত্তির স্থান অবশিষ্ট রাখেন নি।

﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

"যাতে রাসূলগণের পরে মানুষের জন্য আল্লাহর উপর কোন অভিযোগের সুযোগ না থাকে।"

সত্যের পথ দিবালোকের চেয়ে উজ্জ্বল হয়েছে, হেদায়েত ও ভ্রষ্টতার উপর কোনো পর্দা থাকেনি।

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, ভ্রষ্টতার পর হেদায়াত স্পষ্ট হয়েছে।"

কোন কিছুর স্রষ্টা হওয়া অর্থাৎ সত্তা হোক বা কাজের সিফাত কিংবা কোন অবস্থায় অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্বহীনতা থেকে বের করে অস্তিত্বের পোশাক পরিয়ে দেয়া তাঁরই কাজ, এ কাজের ইখতিয়ার বা ক্ষমতা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি এবং কেউ এ অধিকার প্রাপ্ত হয়নি। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সত্তার সামনে কিছুই নয়। একজন অস্তিত্বহীন ব্যক্তি অন্যকে কিভাবে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallam)

অস্তিত্ব দান করতে পারে। অস্তিত্বদান করা তাঁরই কাজ, যিনি স্বয়ং সত্তাগতভাবে প্রকৃত অস্তিত্বশীল। হ্যাঁ, এটি সে স্বীয় অনুগ্রহ এবং স্বীয় স্বতন্ত্র স্বনির্ভরতার অভ্যাসের ভিত্তিতে করেন যেন বান্দা যে বিষয়ের ইচ্ছা করে, তার অঙ্গ সেদিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি হাত দান করেছেন। তার মধ্যে নিক্ষেপ করার, ধরার, কোন কিছু উঠানোর ইত্যাদির ক্ষমতা দান করেছেন। তরবারী নির্মাতা বলে থাকেন যে, তাতে ধার ও কাটার ক্ষমতা দিয়েছেন।

শত্রু-মিত্র চেনার বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন। তাকে পাপ-পুণ্যের মাঝে পার্থক্য করার শক্তি দান করেছেন। শরীয়ত প্রেরণ করে হক, না-হক, ভাল-মন্দ পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। যায়েদ ঐ আল্লাহর কথা বলেছে যে, তরবারী আল্লাহ তৈরী করে তিনি হাত দিয়েছেন। সে উঠানোর ইচ্ছা করেছে। আল্লাহর হুকুমে উঠে গিয়েছে এবং সে অলিদের শরীরের আঘাত করার ইচ্ছা করেছে। সে আল্লাহর হুকুমে তরবারী উঠায়েছে এবং অলিদের আঘাত হয়েছে। এ আঘাত যে সব বিষয়ের উপর মওকুফ ছিল, সব কিছুই আল্লাহর ক্ষমতায় হয়েছে। আর স্বয়ং আঘাত পতিত হয়েছে, তাও আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়েছে। এখন যে আঘাতে অলিদের ঘাড় কাটা যাওয়ার ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে, এটি আল্লাহর সৃষ্টি করার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। যদি আল্লাহ না চাইতেন যায়েদ কেন সমস্ত মানব-দানব ও ক্ষমতাধর একত্রিত হয়ে তরবারী দ্বারা জোর প্রচেষ্টা চালিয়েও কোন কিছু করা সম্ভব হত না। তাঁর নির্দেশে উঠানোর পর যদি তিনি না চাইতেন, তবে আসমান, জমিন, পাহাড়-পর্বত সব কিছুর শক্তি এক সাথে করেও তরবারীকে উত্তোলন করতে পারতো না। তাঁর নির্দেশে উত্তোলনের পরও যদি তিনি না চাইতেন, তাহলে কাটা অসম্ভব ছিল। তরবারী অলিদের শরীর পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তার হুকুমে পৌঁছার পরও যদি তিনি না চান তবে কাটা তো বিরাট ব্যাপার। তরবারীর নিচে পড়াও সম্ভব নয়।

যুদ্ধের ময়দানে হাজার বার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে যে, তরবারী নিক্ষেপ করা হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। যেন তরবারী লেগেছে এবং শরীর পর্যন্ত এসে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যায় রণক্ষেত্রের অবস্থা পরিবর্তনের পর সৈন্যদের মাথার চুল থেকে গুলি বের হয়। তাহলে যায়েদ থেকে যা সংঘটিত হয়েছে, তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে। যায়েদের পক্ষ থেকে শুধু এতটুকু কাজ হয়েছে যে, সে অলিদকে হত্যার ইচ্ছা করেছে এবং তার দিকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ফিরায়েছে। এখন যদি অলিদ শরীয়তের দৃষ্টিতে হত্যাযোগ্য হয়, তাহলে যায়েদের উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। বরং এর ফলে মহা পুণ্যের অধিকারী হবে। কারণ সে এ জিনিসের ইচ্ছা করেছে এবং সে দিকে অঙ্গকে ফিরায়েছে। যে ভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী-রাসূলদের মাধ্যমে স্বীয় মর্জি ও পছন্দনীয় কাজ বাস্তবায়ন করিয়েছেন। আর যদি অন্যায়ভাবে হত্যা হয়, তাহলে নিশ্চিত যায়েদের উপর অভিযোগ উত্থাপিত হবে এবং কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে। কারণ সে শরীয়তের পরিপন্থী কাজের ইচ্ছা করেছে এবং সেদিকে নিজের অঙ্গকে পরিচালনা করেছে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবের মাধ্যমে স্বীয় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির হুকুম প্রদান করেন। সারকথা হলো, কাজ মানুষের ইচ্ছার ভিত্তিতে হয় না; বরং মানুষের ইচ্ছার উপর আল্লাহর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallam)

ইচ্ছা হয়। সে নেক কাজের ইচ্ছা করে এবং স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য পরিচালনা করে, আল্লাহ তা'আলা তখন স্বীয় অনুগ্রহে পুণ্য সৃষ্টি করে দেবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সেদিকে পরিচালনা করে তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অমুখাপেক্ষীতার গুণে মন্দকে বিদ্যমান করে দেন। দু'টি পাত্র একটিতে মধু অন্যটিতে বিষ। উভয়টিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। মধুতে রয়েছে শেফা আর বিষে রয়েছে মৃত্যু। উভয়ে এ প্রভাব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। উপদেশদাতা ও কল্যাণকামীদের প্রচারের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে পৌঁছে এবং প্রত্যেকের কর্ণেও এ কথা পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও কেউ মধুর পাত্র উঠায়ে মধু পান করেছে, আবার কেউ বিষের পাত্র নিয়ে বিষ পান করেছে। এ সব পাত্র ধারণকারীদের হাত আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। হাত থেকে পেয়ালা মুখে দেয়ার শক্তি আল্লাহই দান করেছেন। মুখে ও হলকে কোন কিছু প্রবেশের শক্তি এবং মুখ ও হলক পাকস্থলী ইত্যাদি সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এখন মধু পানকারীর পেটে মধু পৌঁছেছে। এখন কি সে তার মধ্যে ফায়দা সৃষ্টি করবে অথবা মধু স্বয়ং ফায়দার স্রষ্টা হয়ে যাবে। এরূপ আদৌ হবেনা; বরং তার প্রভাব সৃষ্টি হওয়া এটিও তাঁরই কুদরতের অধীন। কোন কিছু হলে তাঁরই ইচ্ছা হবে। তিনি যদি না চান মধু পানে কোন ফায়দা হবে না। তিনি চাইলে মধুতে বিষের সৃষ্টি করতে পারেন। অথবা বিষ স্বয়ং ক্ষতির স্রষ্টা আদৌ হবেনা; বরং বিষও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। এর দ্বারা কোন কিছু হলে তাঁরই ইচ্ছায় হবে। তিনি না চাইলে বিষ পান করার পরও বিষ মধুর মত মনে হবে। সুতরাং মধু পানকারী অবশ্যই ধন্য পাওয়ার যোগ্য এবং বিবেকবান বলবে যে, সে ভাল কাজই করেছে, এরূপই করা উচিত। বিষ পানকারী শাস্তি ও ঘৃণার পাত্র। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি একথা বলবে যে, সে ঘৃণিত ও পাপী। দেখুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হয়েছে। যত যন্ত্রপাতি (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) এ কাজের সাথে জড়িত হয়েছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁরই হুকুমে এ সব কিছু কাজ করেছে। বিবেকবানদের মতে এক দল প্রশংসার পাত্র আরেক দলের কাজ বিবেকবানদের মতে সবই ঘৃণিত। বিষ পানকারীদেরকে পাপী বানিয়েছে, কেন বানিয়েছে? বিষ তো সে সৃষ্টি করেনি, বিষের ধ্বংসের ক্ষমতাও সে দেয়নি, হাতও সে সৃষ্টি করেনি, হাত বাড়িয়ে বিষ উঠানোর ক্ষমতাও তার নয়। মুখ ও হলক সে সৃষ্টি করে নি। তাতে প্রতিক্রিয়ার শক্তিও সে দান করেনি, হলক থেকে ভিতরে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তার ক্ষমতা নেই। মুখ থেকে ফেলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল। মানুষ পানি পান করে এবং ইচ্ছা করে যে, হলক থেকে ফেলে দেবে কিন্তু ভিতরে চলে যায়। তার চাওয়া কাজ হয় না, যতক্ষণ তিনি চান যিনি সব কিছুর মালিক। এখন হলক থেকে বের করার পর তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে পানকারীর নিজের কোন কাজ নেই। রক্তের সাথে তা মিশে যাওয়া, রক্ত তা নিয়ে ছুটাছুটি করা এবং কলবে পৌঁছা এবং সেখানে গিয়ে তাকে ধ্বংস করে দেয়া। এ সব কাজ তার ইচ্ছায় হয়নি এবং তার শক্তিতে পান করার তা রক্ত হয় না। তারপর হাজার প্রচেষ্টার পর যা হওয়ার তা হয়। যদি তার ইচ্ছায় ক্ষতি হয়, তবে এ ইচ্ছা থেকে বিরত থেকে বিষ বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু যদি না হয়, তবে জানা গেছে যে, তার ইচ্ছা প্রভাবহীন। তাহলে তা থেকে কেন বিরত থাকবে? হ্যাঁ বিরত থাকার কারণ এই যে, মধু ও বিষের ব্যাপারে বলা হয়েছে এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

বিজ্ঞ পন্ডিতগণ উভয়ের লাভ-ক্ষতি বর্ণনা করেছে। হাত, মুখ, হলক তার অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছে। দেখার জন্য চোখ, বুঝার জন্য আকল তাকে দেয়া হয়েছে। এ হাত যা দিয়ে সে বিষের পাত্র উঠিয়ে মধু পানকারীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা উঠানোর বিষয়কে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি সকল কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সৃষ্টি ও ইচ্ছার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়ে তার উপকারের জন্য আবশ্যক হতো। কিন্তু সে এরূপ করেনি; বরং বিষের পেয়ালার দিকে হাত বৃদ্ধি করেছে এবং তা পানের ইচ্ছা ও সংকল্প করেছে। সেই অমুখাপেক্ষী জগত থেকে ভ্রুক্ষেপহীন। সেখানে তো ঘটনা প্রচলিত হয় যে, সে ইচ্ছা করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন। তার তা উঠানো এবং হলক থেকে অন্তর পর্যন্ত পৌছানো ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করে থাকে। তারপর এ ব্যক্তি কিভাবে পাপমুক্ত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। মানুষের মধ্যে এ ইচ্ছা ও ইখতিয়ার হওয়া এরূপ স্পষ্ট ও অভিনব বিষয় যা অস্বীকার করা যায় না; তবে মাতাল প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝে যে, আমার ও পাথরের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, মানুষের চলা ফেরার, পানাহারে, উঠা-বসায় ইত্যাদিতে কাজের নড়াচড়ার ইচ্ছার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি অবগত। কাজ করার জন্য মানুষের হাত নড়াচড়া করা এবং ঐ ব্যক্তি যে অবশ, উভয় ব্যক্তির মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্যক্তি অবগত যে, যখন সে উপরের দিকে লাফ দেয় এবং তার শক্তি শেষ হলে জমিনে লুটে পড়ে। উভয় হরকতের ব্যবধান রয়েছে। লাফ দেয়া স্বীয় ইচ্ছা ও ইতিয়ারে হয়েছে, যদি সে না চাইতো সে লাফ দিতো না। এ হরকত পূর্ণ হয়ে এখন জমিনে আসা স্বীয় ইচ্ছায় নয়। এ কারণে, যদি বিরত থাকতে চাইতো, বিরত থাকতে পারতো না। সুতরাং এ ইচ্ছা ও এ ইখতিয়ার যে ব্যক্তি তার নিজের মধ্যে দেখে, বিবেকের সাথে তা পাওয়া যাওয়ার উপর নির্ভর করে। আমর-নাহী, পাপ-পুণ্য, শাস্তি-শাস্তি, হিসাব-নিকাশ যদিও নিঃসন্দেহে নিশ্চিতভাবে এ ইচ্ছা ও ইখতিয়ার ও আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। যেমন মানুষ নিজেও তার সৃষ্টি। মানুষ যেভাবে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি, নিজের জন্য চোখ, হাত, পা, মুখ ইত্যাদি তৈরী করেনি, তদ্রূপ নিজের জন্য শক্তি, ইচ্ছা ইখতিয়ার তৈরী করেনি। সব কিছুই তিনি দিয়েছেন এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন। তবে তার থেকে একথা বুঝে নেয়া ও বিশ্বাস করা যে, আমাদের ইচ্ছা এবং ইখতিয়ারও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, তাহলে পাথরের ন্যায় হবেন, শাস্তি পাওয়া ও প্রতিদান প্রাপ্তির যোগ্য হবো না। কত বড় মুর্খতা। বন্ধুগণ! আপনাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন ইচ্ছা ও ইখতিয়ার। তাহলে তার সৃষ্টি হওয়ার ফলে আপনারা ইচ্ছাকারী ও ইখতিয়ার সম্পন্ন হয়েছেন অথবা অসহায় ও বাধ্য। বন্ধুগণ! আপনাদের এবং পাথরের হরকত ও নড়াচড়ার মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা হয় যে, তা ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের ভিত্তিতে হয় না এবং আপনাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ গুণ সৃষ্টি করেছেন। অদ্ভুত অদ্ভুত গুণাবলি যার সৃষ্টির ফলে আপনাদের হরকতকে পাথরের হরকত থেকে পৃথক করা হয়েছে। তার জন্যকে নিজে পাথর হয়ে যাওয়ার কারণ মনে করো। এটি কতইনা উল্টো ধারণা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের চোখ সৃষ্টি করেছেন। তাতে আলো দান করেছেন। আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি, যদি আমরা চোখ বিশিষ্ট না হয়ে অন্ধ হতাম। অনুরূপভাবে তিনি আমাদের মধ্যে ইচ্ছা ও ইখতিয়ার সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে আমরা তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

দানের যোগ্য মুখতার হয়েছি, উল্টা মাজবুর হয়নি। হ্যাঁ! এটি আবশ্যক যে, যখন ধীরে ধীরে প্রত্যেক একক ইখতিয়ার ও তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁরই দান, আমাদের স্বীয় সত্তা থেকে নয়, তখন মুখতার করা হয়েছে। স্বয়ং মুখতার না হলে তাতে কি অসুবিধা? স্বয়ং মুখতার হওয়া বান্দার শান নয়। শাস্তি ও প্রতিদানের জন্য স্বয়ং মুখতার হওয়ারও এক প্রকার ইখতিয়ার।

যে ভাবে হোক তা অর্জিত হয়। মানুষ যদি ইনসাফের সাথে কাজ করে, তাহলে এ ধরনের ব্যাখ্যা ও উপমাই যথেষ্ট। মধুর পেয়ালা হলো স্রষ্টার আনুগত্য, আর বিষের পেয়ালা হলো তাঁর নাফরমানী। মহান নবীদের হুকুম পালন এবং হেদায়াত এ মধু থেকে উপকার লাভ যে, আল্লাহরই ইচ্ছায় হবে এবং বিষ প্রয়োগের ফলে ক্ষতি হওয়া তাও আল্লাহর ইচ্ছায়ই হবে। কিন্তু আনুগত্যশীল গণের প্রশংসা করা হবে এবং আনুগত্যহীনদেরকে নিন্দা করা হবে এবং তারা শাস্তির মুখাপেক্ষী হবে। তারপরও যখন ঈমান অবশিষ্ট আছে; 'يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ' (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন) অবশিষ্ট আছে।

﴿وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ﴾

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, তাঁর জন্যই বিধান, তাঁর দিকেই সকলে ফিরে যাবে।"

কুরআন মজিদে কোথাও এ কথা বলা হয়নি, যে এ সব লোককে অধিক পথ-প্রদর্শন করো না। সেখানে বলা হয়েছে হেদায়াত ও ভ্রষ্টতা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। এর আলোচনা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ আসবে এবং আরো স্পষ্ট হবে। যেমন- তিনি ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা কাফের, তাদের ভয় দেখানো ও না দেখানো উভয় সমান, তারা ঈমান আনবে না।"

তারা ইলমে ইলাহীতে কাফির, তোমরা তাদের ভয় দেখাও বা না দেখাও, তারা ঈমান আনবে না। আমাদের প্রিয় নবী সমগ্র বিশ্বের রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। যে কাফির ঈমান আনবে না, তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই চিন্তিত হন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন;

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾

"অবশ্যই আপনি তাদের পেছনে জীবন নষ্ট করছেন, এ চিন্তায় যে, তারা এ কথার উপর ঈমান আনছে না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দেয়ার জন্যে একথা বলা হয়েছে। যারা আমার ইলমে কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করবে, (আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি) তারা কিভাবে ঈমান আনবেনা। আপনি এ ব্যাপারে চিন্তিত হবেন না। এ কারণে এ কথা বলেছেন যে, আপনার বুঝানো এবং না বুঝানো উভয়ই এক ধরনের। এ কথা বলেননি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যে, আপনার হকে একই ধরনের যে, (আল্লাহ না করুন) হেদায়াত বৃথা মনে করবে। পথ প্রদর্শকের সাওয়াব আল্লাহর নিকট। চাই কেউ গ্রহণ করুক বা গ্রহণ না করুক।

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"রাসূলের দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেয়া, আপনি বলুন! আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার প্রতিদান তো আল্লাহর নিকট।"

আল্লাহ তা'আলা ভাল করে জানেন, এখন থেকে নয়, বরং আদি থেকে যে, এ পরিমাণ বান্দা হেদায়াত লাভ করবে এবং এ পরিমাণ ভ্রষ্টতায় ডুবে থাকবে। কিন্তু কখনো স্বীয় রাসূলগণকে পথ-প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নিষেধ করেন নি। যারা হেদায়াত হওয়ার তারা সব হেদায়াত হবে এবং যারা হেদায়াত গ্রহণ করবে না, তাদের উপর হুজ্জতে ইলাহীয়া কায়েম হবে। 'وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ' (আল্লাহর জন্যই অকাট্য দলিল) বর্ণিত হয়েছে।

اِبْنُ جَرِيْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللهُ تَعَالَيٰ مُوْسَي عَلَيْهِ السَّلَامَ إِلَي فِرْعَونَ نُودِيَ لَنْ يَفْعَلَ فَلَمْ قَالَ فَنَاوَاهُ اِثْنَاعَشَرَ مَلَكًا مِنْ عُلَمَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَمْضِ لِمَا أُمِرْتُ بِهِ فَأَنَا جُهْدُنَا أَنْ نَعْلَمَ هَذَا فَلَمْ نَعْلَمَهُ.

'আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেন এবং ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে বলেন। তিনি ফেরাউনকে দাওয়াত দেন। কিন্তু সে ঈমান আনে নি। মুসা আলাইহিস সালাম মনে মনে বলেন, আমার তার নিকট যাওয়ার লাভ কি হলো? তখন বার জন জ্ঞানী ফেরেশতা বললেন, হে মুসা! আপনার যেখানে যাওয়ার হুকুম হয়, সেখানে যাবেন, তা এরূপ রহস্যময় বিষয় অনেক চেষ্টার পরও আমাদের নিকট এ জট খুলেনি।'

পরিশেষে সকলেই প্রেরণের উপকারিতা দেখে নিল যে, আল্লাহর শত্রুগণ ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর বন্ধুগণ তাদের গোলামী ও শাস্তি থেকে মুক্তি পেল। একটি বৈঠকে সত্তর হাজার যাদুকর সিজদায় লুঠিয়ে পড়ে এবং সমস্বরে বলে উঠে-

﴿آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ﴾

"আমরা ঐ স্রষ্টার প্রতি ঈমান এনেছি, যিনি বিশ্বের রব এবং মুসা ও হারুনের রব।"

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেদায়াতকারী এবং তিনিই তাওফীকদাতা। কিতাব ও নবী ছাড়াও হেদায়াত দান করতে পারেন। যেমন- তিনি ইরশাদ করেন;

﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

"যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাদেরকে হেদায়াতের উপর একত্রিত করতে পারেন, তবে তোমরা অজ্ঞ থেকো না।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কিন্তু তিনি দুনিয়াকে 'কারণ জগত' নির্ধারণ করেছেন এবং প্রতিটি নেয়ামতে স্বীয় পূর্ণ প্রজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ রেখেছেন। তিনি চাইলে মানুষ ইত্যাদি জীব-জন্তুর ক্ষুধাও পেত না। ক্ষুধা দেখা দিলে শুধু নাম নিয়ে কিছুর ঘ্রাণ নিলে উদর পূর্ণ হয়ে যেত। জমি চাষাবাদ করে ফসল ফলায়ে রুটি তৈরী পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হতো না। কিন্তু তিনি এরূপ চেয়েছেন এবং তাতেও অগণিত মতভেদ রেখেছেন। কাউকে এ পরিমাণ দিয়েছেন যে, লক্ষ উদর এতে পূর্ণ হয়, আবার কেউ কেউ স্বীয় পরিবার-পরিজন তিন দিন পর্যন্ত উপবাস থাকে। প্রত্যেক বস্তুতে- "أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ" (অর্থাৎ তারা কি তোমার রবের রহমত বন্টন করছে, না কি আমরা তাদের মাঝে বন্টন করেছি) এর রক্ষক। নির্বোধ বদআকল কিংবা অজ্ঞ বদদ্বীন ঐ ব্যক্তি যে তার তত্ত্বাবধায়কের পক্ষ থেকে এ কথা শুনে এরূপ কেন করেছে, এরূপ কেন করো নি। তাঁর অবস্থা হলো এই يَفْعَلُ اللّٰهُ مَاشَاءَ (আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন।) তার শান হলো- اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (আল্লাহ যা ইচ্ছা হুকুম করেন।) তিনি যা কিছু করেন, তাতে জিজ্ঞেসকারী কেউ নেই। সকলের নিকট প্রশ্ন করা হবে। যায়েদ টাকার বিনিময়ে এক হাজার ইট ক্রয় করেছে, পাঁচ শত ইট মসজিদে লাগিয়েছে আর পাঁচশত ইট পায়খানার জমীন ও পা রাখার স্থানে ব্যবহার করেছে। তাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এক হাতের তৈরী মাটি আপনি ভাল ও মন্দ কাজে ব্যবহার করেছেন। পাঁচশতকে ভাল কাজে তথা মসজিদের কাজে ব্যবহার করেছেন, আর পাঁচশত নাজাসাতের কাজে ব্যয় করেছেন, তাতে কি দোষ ছিল? যদি কোন নির্বোধ তাকে প্রশ্নও করে, তবে সে এ কথা বলবে যে, তা আমার মালিকানাধীন। আমি যা চেয়েছি, করেছি। যখন রূপক মিথ্যা মালিকের এ অবস্থা, তখন প্রকৃত সত্য মালিককে কি জিজ্ঞেস করা যাবে, যিনি আমাদের জান-মাল ও সমগ্র পৃথিবীর একক ও একচ্ছত্র মালিক। তাঁর কাজে, তাঁর হুকুমে কিছু বলার অর্থ কী? তাঁর কি কেউ সমকক্ষ আছে? অথবা কেউ তাঁর উপর খবরদারী করতে পারে। তাঁকে কেন এবং কি বলার মালিক কেউ আছে? তিনি স্বাধীনভাবে যা চান করেন এবং যা ইচ্ছা করেন বাস্তবায়ন করেন।

নিকৃষ্ট, দরিদ্র ও মূল্যহীন ব্যক্তি যদি প্রভাবশালী বাদশাহকে কিছু বলে তাহলে তার মাথা অস্থীর হয়ে যায়, তাকে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি বলে বিবেকহীন ও বে-আদব স্বীয় সীমার মধ্যে থাকো। যখন নিশ্চিত জানা যায় যে, বাদশাহ পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার এবং পূর্ণ গুণাবলিতে একই ধরনের ও পরিপূর্ণ। ফলে তোমার তার ব্যাপারে কিছু বলার কি সুযোগ রয়েছে।

گدائے گوشہ نشینی تو حافظا مخروش رموز مملکت خویش خسرواں دانند

'দরিদ্রতার কারণে সংসার ত্যাগী তো তার অবস্থার রক্ষক বা হেফাযতকারী। আর সাম্রাজ্যের ইশারা তথা ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।'

আফসোস, রূপক পৃথিবীর ছোট বাদশাহের ব্যাপারে যখন এ ধারণা, তখন বাদশাহর বাদশাহ, প্রকৃত রাজার ব্যাপারে কি বলবে। রাজা রাজার সমান বরং নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবান, বরং নিজের চাকর বা ক্রীতদাস যখন কোন গুণে বিজ্ঞ উস্তাদে পরিণত হয় এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

স্বয়ং এ ব্যক্তি তার সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়, তখন তার অনেক কাজে আদৌ বুঝে না যে, সে জানেই না। কিন্তু বিবেক থাকলে এ ক্ষেত্রে অভিযোগ করবেনা। জেনে নিবে যে, সে এ কাজের উস্তাদ ও পন্ডিত। আমার ধারণা সেখান পর্যন্ত পৌছবে না। নিজের বুঝ শক্তিকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করবে, তার প্রজ্ঞাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করবে না। তারপর প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা এবং যা বুঝা না আসে তার উপর আপত্তিকর যদি দ্বীনহীন কাজ না হয় তবে মাতলামী হবে। যদি মাতলামী না হয়, তবে বেদ্বীনী কাজ হবে। আমরা বিশ্ব প্রভূ আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই।

হে প্রিয় বৎস! কোন বিষয়ের জানার জন্য তার হাকীকত জানা আবশ্যক হয় না। দুনিয়াবাসী জানে যে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। চুম্বক শক্তিসম্পন্ন লোহা কুতুব তারকার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এর হাকীকত কেউ জানে না যে, উভয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশ্বের অনেক অদ্ভুত ও আশ্চর্য জিনিস রয়েছে যেগুলো এক সময় এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। যেমন প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার বাণী-

﴿وَمَا تَشَاءُونَ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ﴾

"তোমরা উহাই চাও, যা বিশ্ব রব আল্লাহ তা'আলা চান।"

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُاللهِ﴾

"আল্লাহ ছাড়া কি কোন খালেক (স্রষ্টা) আছে।"

আরো ইরশাদ করেন; اَلْخِيَرَةُ لَهُ অর্থাৎ বিশেষ ইখতিয়ার তাঁরই।

আরো ইরশাদ করেন;

﴿اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ﴾

"সৃষ্টি করা ও হুকুম দেয়া খাস তার জন্যেই, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা খুবই বরকতময়।"

এ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সৃষ্টি করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। অন্যের এতে সামান্যও অংশীদারিত্ব নেই। প্রকৃত ক্ষমতা তাঁরই। তদ্রুপ তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু হয় না। তিনিই সব কিছুর মালিক। যেমন- কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ﴾

"এটি আমি তাদেরকে তাদের নাফরমানির প্রতিদান দিয়েছি। আমি অবশ্যই সত্যবাদী।"

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

"আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতে ছিল।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আরো ইরশাদ করেন-

﴿اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"তোমরা যা চাও করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজ দেখছেন।"

আরো ইরশাদ করেন-

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾

"হে হাবীব! আপনি বলুন যে, সত্য তোমাদের রবের নিকট, যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, আর যার ইচ্ছা কুফরী করবে। আমি যালেমদের জন্য অগ্নি তৈরী করে রেখেছি। যা তাদেরকে সর্বদিক দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছে।"

আরো ইরশাদ করেন-

﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾

"কাফিরের সাথী শয়তান বলছে, হে রব! আমি তাকে অবাধ্য করিনি। বরং সেই অনেক ভ্রষ্টের মধ্যে ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার উপস্থিতিতে ঝগড়া করো না, আমি প্রথমেই শাস্তির ভয় শুনায়েছি। আমার নিকট কোন কথা পরিবর্তন হয় না। আর আমি বান্দাদের প্রতি যুলুম করিনা।"

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বান্দা নিজেই নিজের উপর যুলুম করে। সে নিজেই নিজের পাত্র পূর্ণ করে। সে অবশ্যই হারাম কাজের ইচ্ছা করে। উভয় প্রকারের আয়াত মুসলমানদের ঈমান প্রসঙ্গে। নিঃসন্দেহে বান্দার কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। অবশ্যই বান্দা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু করে না। আর অবশ্যই বান্দা নিজের উপর যুলুম করে এবং স্বীয় বদ-আমলের ফলে শাস্তির যোগ্য হয়। এ উভয় কথা একসাথে একত্রিত হয় না। তবে অনুরূপই যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা বিশ্বাস।

আহলে সুন্নাতের সর্দার আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুরূপ বলেছেন। আবূ নাঈম حلية الاولياء গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর সূত্রে হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সালীম ইমাম জাফর ছাদেক থেকে তিনি ইমাম বাকের থেকে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাইয়্যার থেকে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

أَنَّهُ أَخْطَبَ النَّاسَ يَوْمًا (فَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ) فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَمَنْ كَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْجَمَلُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ بَحْرٌ عَمِيْقٌ فَلَا تَلْجَهُ، قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْقَدَرِ قَالَ سِرُّ اللهِ فَلَا مُتَكَلِّفَهُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْقَدَرِ قَالَ أَمَّا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

إِذَا أَبَيْتَ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لاَجَبْرَ وَلاَ تَفْوِيْضَ قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ فُلاَنًا يَقُوْلُ بِالإِسْتِطَاعَةِ وَهُوَ حَاضِرُكَ فَقَالَ عَلِيٌّ بِهِ فَاقَامُوْهُ فَلَمَّا رَآهُ سَلَّ سَيْفُهُ قَدْرَ رُبُعُ أَصَابِعَ فَقَالَ اَلإِسْتِطَاعَةُ تَمْلِكُهَا مَعَ اللهِ وِمِنْ دُوْنِ اللهِ وَإِيَّاكَ أَنْ تَقُوْلَ أَحَدُهُمَا فَتَرْتَدُّ فَاضْرِبُ عُنُقَكَ قَالَ فَمَا أَقُوْلُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ أَمْلِكُهَا بِاللهِ الَّذِيْ إِنْ شَاءَ مَلَّكَنِيْهَا.

"একদিন আমীরুল মু'মিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুৎবা দিচ্ছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি জামালের ঘটনার সময় তার সাথে ছিলেন। সে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো- হে আমীরুল মু'মিনীন আমাদেরকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারটি গভীর সমুদ্র, তাতে পা রাখবে না। এ লোক আরজ করলো, আমাদেরকে এ প্রসঙ্গে বলুন। তিনি বলেন, তা তো আল্লাহর রহস্যময় কথা। জোর করে এ বোঝা উত্তোলন করো না। লোকটি পুনরায় আরজ করলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদেরকে এ প্রসঙ্গে বলুন। তিনি বলেন, যদি তুমি না মান, তবে শুন! একটি বিষয় দু'টি বিষয়ের মাঝে। মানুষ বাধ্যও নয়, আবার তার ইচ্ছার উপরও ছেড়ে দেয়া হয়নি। লোকটি আরজ করলো, অমুক ব্যক্তি বলছে, মানুষ স্বীয় সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে, তখন সে উপস্থিত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার সামনে আস। মানুষেরা তাকে দাঁড় করালো, তখন আমীরুল মু'মিন দেখেন, তখন চার আঙ্গুল পরিমাণ তরবারী বের করে বলেন, কাজের সামর্থ আল্লাহর সাথেই মালিকানা অথবা আল্লাহর থেকে পৃথক। সাবধান! এরূপ কিছু কথা বললে কাফির হয়ে যাবে। আর আমি তোমার ঘাড় উড়িয়ে দেব। লোকটি আরজ করলো, আমি কি বলবো, হে আমীরুল মু'মিনীন! তুমি বলবে, আমি আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা রাখি। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে ইখতিয়ার (ক্ষমতা) দেবেন, তাঁর ইচ্ছার ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।"

সুতরাং এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা যে, মানুষ পাথরের মত অসহায়ও নয়, আবার স্বয়ং ক্ষমতাধরও নয়। বরং উভয়ের মাঝে একটি অবস্থা। যার রহস্য আল্লাহই জ্ঞাত এবং তা খুবই গভীর সমুদ্র। আল্লাহ তা'আলার অগণিত রহমত আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি বর্ষিত হোক যে, তিনি উভয় সম্পর্ককে দু'টি বিষয়ের মধ্যে পরিস্কার করেছেন। এক ব্যক্তি এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছে যে, পাপীও ইচ্ছা ছাড়া পাপ করে না? তাহলেও তো পাপে তাকে বাধ্য করা হলো। উত্তরে বলা হয়েছে যে, সে চায় না যে, তার থেকে পাপ হোক, কিন্তু করে ফেলেছে, তখন তার ইচ্ছা বাধ্য হয়েছে। আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি, আল্লাহ যদি দুনিয়ার রূপক বাদশাহ হন, কিভাবে ডাকাত, চোর কাজের অবস্থা কি হবে? ডাকাত, চোর তো তাদের কাজ চালিয়ে যাবে। মহা ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা আদৌ চান না যে, তার রাজ্যে তার হুকুম ছাড়া কোন কিছু হোক। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন, যেন আমার মুখে পাথর রেখে দিয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আমর ইবনে উবাইদ মু'তাযেলীর মতে বান্দার কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় হয় না। তিনি বলেন, আমাকে কেউ এ অভিযোগ করতে পারেনি যেমনটি এক অগ্নিপূজক করেছে। সে আমার সাথে জাহাজে ছিল। আমি বললাম তুমি মুসলমান কেন হও না, সে বললো, আল্লাহ চান না। আমি বললাম, আল্লাহ তো চান, কিন্তু শয়তান তোমাকে ছাড়ছে না। সে বললো, তবে আমি শক্তিশালী অংশের সাথে আছি। অগ্নি পুজকের উত্তর হলো কোন ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ উষ্টাগত। খানা সামনে রাখছে, সে খাচ্ছে না। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছা নেই। তার ইচ্ছা হলে সে উদর পূর্ণ করতো। এ নির্বোধকে বলা হবে, যদি আল্লাহর ইচ্ছা না হতো, তবে তুমি কোথা যেতে, এর থেকে খেতে না। তুমি খাওয়ার ইচ্ছা করো। তাহলে দেখবে আল্লাহর ইচ্ছায় খাওয়া হয়ে যাবে। এরূপ ধারণা তারই মনে আসে যার উপর মৃত্যু সাওয়ার হয়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ফায়সালা দেন যে, যা কিছু হয়, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া হয় না।

দ্বিতীয় কথা হলো- শাস্তি ও সাওয়ার কেন হয়? এর উত্তর এরূপ দেয়া হয়েছে। ইবনে আবূ হাতেম, ইস্পাহানী, আমকায়ী ও খালয়ী হযরত ইমাম জাফর সাদেক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি স্বীয় পিতা ইমাম বাকের রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন;

قَالَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّ هَهُنَا رَجُلاً يَتَكَلَّمُ فِي الْمَشِيئَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا عَبْدَ اللهِ خَلَقَكَ اللهُ، لِمَا يَشَاءُ أَوْ لِمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلْ لِمَا يَشَاءُ، قَالَ فَيُمْرِضُكَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَ إِذَا شَاءَ، قَالَ: فَيَشْفِيْكَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلْ إِذَا شَاءَ، قَالَ: فَيَدْخُلَكَ الْجَنَّةَ حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ شِئْتَ؟ قَالَ: بَلْ حَيْثُ شَاءَ، قَالَ: وَاللهِ لَوْ قُلْتَ غَيْرُ ذَلِكَ لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ بِالسَّيْفِ. ثُمَّ تَلاَ عَلِيٌّ ﴿فَمَا تَشَاءُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَي وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾

"হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছে যে, এখানে এক ব্যক্তি ইচ্ছা শক্তির কথা বলছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর বান্দা, তোমাকে আল্লাহ তা'আলা এ জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি চান অথবা যে জন্যে তুমি চাও। প্রশ্ন করা হলো কিসের জন্যে তিনি চান? তিনি বলেন, তিনি যখন চান তোমাকে অসুস্থ করেন, অথবা তুমি চাও, বলেন, বরং তিনি যখন ইচ্ছা করেন। ইরশাদ করেন, তোমাকে ঐ সময় মৃত্যু দেন যখন তিনি চান, অথবা যখন তুমি চাও। বলেন, যখন তিনি চান। ইরশাদ করেন, তোমাকে সেখানে প্রেরণ করেন যেখানে তিনি ইচ্ছা করেন, অথবা যেখানে তুমি ইচ্ছা করো। বলেন, যেখানে তিনি চান। ইরশাদ করেন, আল্লাহর শপথ, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু হওয়ার কথা যে বলবে আমি তার ঘাড় উড়িয়ে দেব। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আয়াত তিলাওয়াত করেন, আল্লাহ যা চায় তোমরা তাই চাও, তিনি তাকওয়ার অধিকারী ও পাপ মোচনকারী।"

সারকথা হলো, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন এবং যা ইচ্ছা করবেন। সৃষ্টির সময় কারো সাথে পরামর্শ করেননি, প্রেরণের সময় পরামর্শ নেননি। সমস্ত বিশ্ব তাঁর মালিকানাধীন। তিনি এরূপ বাদশাহ যার সামনে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না।

ইবনে আসাকীর হারেস হামদানী থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি এসে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করলো। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু বলুন- তিনি বলেন, তা আল্লাহর রহস্য সম্পর্কিত বিষয়। তোমার জন্যে তা গোপন রাখা হয়েছে, তা প্রকাশ করো না। সে পুনরায় আরজ করলো, আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে এ ব্যাপারে বলুন, তিনি তখন বলেন-

إِنَّ اللهَ خَالِقُكَ كَمَا شَاءَ أَوْ كَمَا شِئْتَ؟

আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন, অথবা যেখানে তুমি চেয়েছ?

আরজ করা হলো যেভাবে তিনি চেয়েছেন এর অর্থ কি? তিনি ইরশাদ করেন;

فَيَسْتَعْمِلُكَ كَمَا شَاءَ أَوْ كَمَا شِئْتَ؟

"তিনি তোমার থেকে এরূপ কাজ নেবেন, যেরূপ তিনি চান অথবা তুমি চাও।"

আরজ করা হলো, যা তিনি চাইবেন, এর অর্থ কি? উত্তরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

فَيَبْعَثُكَ اللهُ يَومَ الْقِيَامَةِ كَمَا شَاءَ أَوْ كَمَا شِئْتَ؟

"তোমাকে কিয়ামতের দিন উঠাবেন, যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন অথবা তুমি ইচ্ছা করো।"

প্রশ্ন করা হলো- যেভাবে তিনি চান তার মর্মার্থ কি? উত্তরে বলেন;

أَيُّهَا السَّائِلُ تَقُولُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِمَنْ.

"হে প্রশ্নকারী, তুমি বলবে, কোন সাহায্য ও শক্তি নেই ঐ সত্তার শক্তি ছাড়া, যিনি মহা ক্ষমতাধর।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করেন, তুমি এর ব্যাখ্যা জান? লোকটি আরজ করলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার থেকে আমাকে কিছু বলুন। তিনি তখন বলেন,

أَنَّ تَفْسِيرُهَا لاَ يَقْدِرُ عَلَي طَاعَةِ اللهِ وَلاَ يَكُونُ قُوَّةً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فِي الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا إِلاَّ بِاللهِ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

"এর তাফসীর (ব্যাখ্যা) হলো, সৎকাজ ও পাপকাজ করার কারো কোন ক্ষমতা নেই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া।"

তারপর তিনি বলেন,

أَيُّهَا السَّائِلُ أَلَكَ مَعَ اللهِ مَشِيَّةٌ أَوْ دُونَ اللهِ مَشِيَّةٌ فَانْقَلِبْ إِنَّ لَكَ دُونَ اللهِ مَشِيَّةٌ فَقَدْ إِكْتَفَيْتَ بِهَا عَنْ مَشِيَّةِ اللهِ وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ لَكَ فَوْقَ اللهِ مَشِيَّةٌ فَقَدْ أَدْعَيْتَ مَعَ اللهِ شِرْكًا فِي مَشِيَّتِهِ.

"হে প্রশ্নকারী! আল্লাহর সাথে তোমার কাজের ইখতিয়ার আছে? আল্লাহ ছাড়া যদি তুমি বলো যে, আল্লাহ ছাড়া তোমার ইখতিয়ার আছে, তাহলে তোমার আল্লাহর ইচ্ছার কোন প্রয়োজন নেই। যা ইচ্ছা নিজের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ ইচ্ছা করুক বা না করুক। আর যদি এ কথা মনে করো যে, আল্লাহ উপরে তোমার ইখতিয়ার তবে তুমি শিরকের দাবী করলে।"

তারপর তিনি বলেন,

أَيُّهَا السَّائِلُ اَللهُ يَشَجُّ وَيُدَاوِيْ فَمِنْهُ الدَّاءُ وَمِنْهُ الدَّوَاءُ أَعْقَلْتُ عَنْ اللهِ أَمْرُهُ.

"হে প্রশ্নকারী! আল্লাহ তা'আলা আঘাত দেন এবং তিনি ঔষধ দেন। তাঁর পক্ষ থেকে রোগ আসে এবং তিনিই সুস্থ করেন। তুমি কি আল্লাহর ব্যাপারটি বুঝেছ?

সে আরজ করলো, হ্যাঁ! উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন,

اَلاَنَ أَسْلَمَ أَخُوكُمْ فَقُومُوْا فَصَافَحُوهُ.

"এখন তোমাদের ভাই মুসলমান হয়েছে, তোমরা দাঁড়াও এবং তার সাথে মুসাফাহ করো।"

তারপর বলেন,

لَوْ أَنَّ عِنْدِيْ رَجُلاً مِنَ الْقَدْرِيَّةِ لأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ لاَ أَزَالُ أَخَذَهَا حَتَّي أَقْطَعُهَا فَإِنَّهُمْ يَهُودُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَنَصَارَاهَا وَمَجُوسَهَا.

'যদি আমি আমার সামনে কোন ব্যক্তিকে নিজের কাজের স্রষ্টা বলে দাবীকারী পাই, তবে আমি তার ঘাড় পাকড়াও করবো। এমন কি তা কেটে ফেলবো। কারণ, সে এ উম্মতের ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজক।'

ইহুদী এ জন্যে বলেছেন, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ, তারা مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ এর অধীন। খ্রীষ্টান এ জন্যে বলেছেন, তারা তিন আল্লাহতে বিশ্বাসী। আর অগ্নিপূজক ইয়াজদান, আহরামান দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তারা অগণিত স্রষ্টার বিশ্বাসী। কারণ প্রত্যেক মানব-দানবকে নিজ নিজ কাজের স্রষ্টা মনে করে। (আল্লাহর কাছে এর থেকে ক্ষমা চাই)।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আমরা বলবো, বাহ্যিকভাবে তো কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে সে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে ইখতিয়ার ও কাযা-কদরের মাসআলা এতই জটিল যে, বিবেক এর জট খুলতে অক্ষম। অপারগতা প্রকাশ এবং নীরব থাকা ছাড়া কোন গতি নেই। প্রকৃত কথা উহাই যা কুরআন মজীদ বর্ণনা করেছে, 'لَا يُسْـــأَلُ عَمَّـــا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ' (তার থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না, মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে) তিনি সাধারণভাবে সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তাকদীরের মাসআলা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর একটি অজ্ঞাত ও গোপনীয় বিষয়কে উন্মুক্ত করার ও জানার সমতুল্য।

**জবর ও কদরের মাসআলা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ**

ইমাম জাফর সাদেক রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে আহলে তরীকতের ইমাম এবং আহলে হাকীকতের পীর বলে মান্য করা হয়। হযরত ইমাম সাহেব এ মাসআলায় স্বীয় সিদ্ধান্তের কথা এ উক্তিতে প্রকাশ করেন, 'لَا جَبْرَ وَلَا قَدْرَ وَلٰكِنَّ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ' অর্থাৎ জবর ও কদর কোন জিনিস নেই; বরং উভয়ের মাঝেই প্রকৃত হাকীকত। জবরীয়া সম্প্রদায়ের মাযহাব জবরের উপর। তাদের মতে মানুষের কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই, তার সমস্ত হরকত জড় পদার্থের মত। মানুষের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখে। তারা বলে, মানুষ তার সকল কাজে স্বয়ং সম্পূর্ণ (খোদ মুখতার)। এমনকি তাদের মতে, মানুষ তার নিজের কাজের স্রষ্টা। হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ উভয় চিন্তাই বাতিল ও ভ্রান্ত এবং বাড়াবাড়ি পর্যায়ভুক্ত। সত্য ও সঠিক মাযহাব হলো জবর ও কদরের মধ্যম অভিমত। বিবেক-বুদ্ধি এ মধ্যম পন্থার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়টি অস্থির ও অক্ষম মানুষদেরকে আরো মুশকিল ও

---

এটি হলো এ মাসআলায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তবে আল্লাহ চাহে তো যথেষ্ট ও প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন, এ আশা পোষণ করি। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি পূতঃপবিত্র ও মহা জ্ঞানী।

এ আলোচনাটি আ'লা হযরত কৃত 'সালজুস সদর ওয়া ঈমানুল কদর' থেকে চয়নকৃত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

পেরেশানীর মধ্যে ফেলে দেয়। যারা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে এ মাসআলাকে বুঝতে চায়। তারা যুক্তির আশ্রয়ে বিবেক দ্বারা বিশ্বাসগত বিষয়াদি সমাধান করতে চায়। যে জিনিস বিবেক-বুদ্ধিতে বুঝে আসে না, তার প্রতি ঈমান আনায়ন করেনা। কিন্তু ঈমানদারদের শেষ ঠিকানা হলো আল্লাহর কালাম। যাতে সব কিছু বিদ্যমান। সব কিছু আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় হয়, তারপরও পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক বান্দার দিকে করা হয়।

**বান্দার কাজ**

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

"আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে।"[১২]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের ঐসব কাজকেও, যা তোমরা করো।"[১৩]

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আমলের সৃষ্টির সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হয়েছে। তবে আমল সম্পাদনের সম্পর্ক বান্দার দিকে করা হয়েছে। ঈমানী দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টি কথা সঠিক ও বিশুদ্ধ। এ কথা কতটুকু সত্য যে, আল্লাহ একটি জিনিসের স্রষ্টা এবং তা বাস্তবায়ন করা মানুষের দায়িত্বে। এ দলিল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ গভীর সমুদ্রের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

দ্বিতীয়ত একথাও জেনে রাখা আবশ্যক যে, শরীয়ত এবং আমর ও নাহীর সাব্যস্তকরণ ইখতিয়ারভুক্ত। এ কারণে তা ইখতিয়ারের যোগ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ মাসআলাকেও শরীয়ত প্রণেতা থেকে জানা গেছে। যখন উভয় বিষয় শরীয়তের পক্ষ থেকে জানা গেছে, তখন ঝগড়া বা

---

১২. আল-কুরআন, সূরা আনকবুত, আয়াত : ৪০

১৩. আল-কুরআন, সূরা সাফফাত, আয়াত : ৯৬

Bangladesh Ahlamane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallim)

বিতর্কের কোন সুযোগ থাকেনা। উভয়ের প্রতি ঈমান আনা একান্ত প্রয়োজন।

### কাযা ও কদরের প্রতি ঈমান

মধ্যম পন্থার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে এ মাসআলায় চিন্তা-ভাবনা করা এবং একে বিবেকের শক্তি দিয়ে জানার চেষ্টা করা অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার আলামত। কোন হাকীকত নির্ভরশীল নয়। আমাদের জন্য তো আমল করা আবশ্যক। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ভাল জানেন।

إِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مَيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

"আমল করো। প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কাজের জন্যে উপযোগী (সহজসাধ্য) যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

যদি শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে শ্রবণ করার পর সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং অন্তরে খটকা বিরাজ করে, তবে তার থেকে উত্তম কিছু এবং দ্বীন তালাশ করা উচিত। (আল্লাহর কাছে এর থেকে পানাহ চাই) ঈমানের হাকীকত তাতেই। যখন শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে শ্রবণ কর, তখন তা কবুল করার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করবে না, তবে যদি তুমি স্বীয় বিবেককে ঈমানের উপর অগ্রগণ্য বলে মনে করো, তবে তোমার ঈমান আকলের উপর তো কামেল হয়, শরীয়ত প্রণেতার উপর হয় না।

### হেদায়ত, ভ্রষ্টতা ও স্রষ্টার ইচ্ছা

আমরা এ মাসআলা (জবর ও কদর) সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে এ নীতির উপর চলতে চেয়েছিলাম। এ কারণে আমরা এ কিতাবকে খুবই ন্যায় ও মধ্যপন্থার করে লিখেছি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সময় লেখার সৌন্দর্য বর্জন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেন ভুল-ত্রুটি থেকে হেফাযত করেন।

وَاللهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা হেদায়ত করেন।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

মানুষের মধ্যে হেদায়ত ও ভ্রষ্টতা সৃষ্টিকারী তো আল্লাহ তা'আলা তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা হেদায়তের পথ দেখান। যাকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হেদায়তের পথ দেখাতে পারে না। আর তিনি যাকে হেদায়ত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। কুরআন ও হাদীস উভয় থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে। হ্যাঁ, কুরআন মজীদ হেদায়তের সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে করেছে। আর ভ্রষ্টতার সম্বন্ধ শয়তান বা মূর্তির দিকে করেছে। আমাদের উভয় সম্বন্ধের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখা আবশ্যক।

## হেদায়াতের অর্থ

হেদায়তের দু'টি অর্থ রয়েছে- ১. সঠিক রাস্তা দেখানো, ২. সঠিক রাস্তা দিয়ে মনযিলে মকছুদ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া। দ্বিতীয় অর্থটি আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে খাস। অন্য কারো অধিকারে নেই। তবে হেদায়াতের প্রথম অর্থ কুরআন মজীদ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কার্যকর হয়। উভয় সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তবে সঠিক পথে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছানো একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এ কারণেই اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ (আপনি হেদায়ত করতে পারবেন না) এবং اِنَّكَ لَتَهْدِيْ (আপনি হেদায়াত করতে পারবেন) উভয় বিশুদ্ধ। প্রথম অবস্থায় একথার নিষেধ করা হয়েছে যে, হে নবী! আপনি উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন না। দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁর হেদায়ত করাকে প্রমাণ করা হয়েছে। পথ দেখানো ও তাতে চালানোকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণে নবীজিকে হেদায়তের সবব (কারণ) এবং শয়তানকে ভ্রষ্টতার সবব (কারণ) বানানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেদায়ত দানকারী এবং তিনিই তাওফীক দানকারী।

## কবরের আযাব

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা অনুযায়ী কবরের আযাবকে বিশ্বাস করা আবশ্যক। কবর দ্বারা উদ্দেশ্য আলমে বরযখ। যা দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে সম্পর্কের কাজ দেয়। এ আযাব কাফির ও মু'মিনে ফাসিকের জন্য নির্ধারিত। এসব লোক আলমে বরযখ কঠিন আযাবে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অতিবাহিত করবে। আর আল্লাহর অনুগত নেক বান্দাগণ নেয়ামত লাভে ধন্য হবেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট নেয়ামতসমূহ যেভাবে ইচ্ছা পৌঁছাবেন।

মুনকির ও নাকীর দু'জন ফেরেশতার নাম। যারা খুবই শক্তিধর ও ভয়ংকর, কালো রঙের এবং নীল চোখ বিশিষ্ট। তারা কবরে আসবেন। প্রত্যেক মানুষকে তাদের রব, রাসূল এবং দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। যদি আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও শিক্ষার বরকতে তাদের প্রশ্নের উত্তর হক মোতাবেক হয়, তবে তার জন্যে নেয়ামতের দরজা খোলে দেয়া হবে এবং নতুন কনের মত সুখের স্বপ্নে সময় অতিবাহিত করবে। সেই সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবর তার জন্যে জান্নাতের একটি বাগানে পরিণত হবে। যদি তার উত্তর সঠিক না হয়, তবে তাকে কবরে শাস্তি সহ্য করতে হবে। তার কবর দোযখের গর্তে পরিণত করা হবে।

এ প্রসঙ্গে বহু আয়াত ও হাদীসে আলোচনা রয়েছে। আমাদের উপর এর প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য। কবরের আযাবের সমস্ত অবস্থা আল্লাহ তা'আলার ইলমের প্রতি সোপর্দ করে দেয়া উচিত। চাই অবস্থা আলমে বরযখের জীবন প্রসঙ্গে হোক বা রূহ প্রসঙ্গে হোক। এ অবস্থাকে যে রূপ আল্লাহ তা'আলা চান ও জানেন সেরূপই মেনে নিতে হবে।

প্রকৃত বিষয় এই যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে এ সব জিনিসের ব্যাপারে অবগত হওয়াই যথেষ্ট। তা গভীরভাবে জানা আবশ্যক নয়। কোন কোন আলেম বলেন, মুনকির-নাকির পাপীদের জন্যে ভয়ংকর ফেরেশতার আকৃতি ধারণ করে আগমন করবেন। পক্ষান্তরে নেক-বান্দাদের জন্যে মুবাশ্‌শির ও বাশীর নামক ফেরেশতা কবরে আসবেন। এ সব কথা নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্ত নয়। যদিও হাদীসে এর আলোচনা খুবই স্বল্প।

এসব আলেম এ কথা বলেছেন যে, যেহেতু ফেরেশতা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে কবরে জিজ্ঞেস করবেন, এদের কেউ উত্তর দানে অক্ষম হবে, আবার কেউ সঠিক জাবাব দেবে, সেহেতু এদের নাম মুনকির ও নাকির করে রাখা হয়েছে। কারণ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির নিকট এ উভয় ফেরেশতা প্রশ্ন নিয়ে পৌঁছবেন। যেহেতু প্রত্যেক মানুষের আমলনামায় দু'জন ফেরেশতা দায়িত্বশীলের ন্যায় থাকবেন। এ দু'জন বিভিন্ন স্থানে একই সময়

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mustofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

একই আকৃতি ধারণ করবেন। (অর্থাৎ তাদের আকৃতি প্রত্যেক স্থানে ও সর্বকালে প্রকাশ পাবে)।

খুলাসা ও বায্যাযী এর গ্রন্থকার স্বীয় ফতওয়ায় এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুনকির ও নাকিরের প্রশ্ন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর হবে না; বরং বাহ্যিক জীবন থেকে পৃথক হওয়ার পর প্রত্যেক অবস্থায় প্রশ্ন হবে। যখন মৃত ব্যক্তিকে কোন খাটে রাখা হয়, তখন তাকে সেখান থেকে স্থানান্তর করার নিয়তে অন্য স্থানে পৌঁছানো হয়। যদি কাউকে হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলে, তবে তার পেটেই প্রশ্ন করা হবে।

বিশুদ্ধ কথা এই যে, নবীদেরকে কবরে প্রশ্ন করা হবে না। যদি এদেরকে প্রশ্নও করা হয় তবে শুধু তাওহীদ ও উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এ প্রশ্ন কালেও সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখা হবে।

## মু'মিনদের শিশু সন্তানদেরকে প্রশ্ন করা

মু'মিনদের ছোট ছোট শিশু সন্তানদের কবরে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের অভিমত এই যে, তাদেরকে কবরে প্রশ্ন করা হবে। তবে ফেরেশতা এ সব প্রশ্নের সময় তাদেরকে তালকীন দিবেন যে, বলো, "اَللّٰهُ رَبِّي ، وَدِيْنِي اَلْإِسْلَامُ ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ" (আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী) অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি ইলহাম করবেন। যাতে তারা এসব প্রশ্নের এরূপ উত্তর দিতে পারেন। যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দোলনায় থেকে দিয়েছিলেন।

## মুশরিকদের শিশু সন্তানদের প্রশ্ন করা

মুশরিকদের শিশু সন্তানদের প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তিনি দলিলে দ্বন্দ্ব দেখে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এদের সাওয়াব ও শাস্তির ব্যাপারেও স্পষ্ট কোন অভিমত পোষণ করেননি। তবে কোন কোন আলেমের ধারণা হলো এসব শিশু দোযখে যাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, বেহেশতে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস- আল্লাহ তা'আলা কাউকে বিনা পাপে শাস্তি দেবেন না। ফলে শিশুগণ জিজ্ঞাসিত হবেন না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

জ্বিনদেরকেও কবরে জিজ্ঞেস করা হবে। কেননা এর অনেক দলিল পাওয়া যায়। ইমাম আবূ হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি মুসলমান জ্বিনদের সাওয়াবের অবস্থার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তবে কাফির জ্বিনদের শাস্তি হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। ইবনে আবদুল বার বলেন, নিশ্চিত কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হবে না, এদেরকে প্রশ্ন করা ছাড়াই শাস্তি দেয়া হবে। তবে মুনাফিকদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

হাদীসের কতিপয় ব্যাখ্যাকারী এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, যে সব মু'মিন শহীদ হয়েছেন বা আল্লাহর রাস্তায় কুরবান হয়েছেন কিংবা জুমআ ও বৃহস্পতিবার ওফাত পান কিংবা যে লোক রাতভর সূরা মুলক পাঠ করেন অথবা ইস্তেসকা (এক প্রকার রোগ) এবং দাস্ত রোগে মৃত্যুবরণ করে তারও কবরে প্রশ্ন করা হবে না। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে আবদুল বার এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, কবরের প্রশ্ন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য খাস। তাঁদের মতে আলমে বরযখে তাদের আযাব দ্রুত করার রহস্য হলো যাতে তাঁদের গুনাহ দ্রুত মাফ হয়ে যায়, আর এর ফলে তারা বিচার দিবসে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে হাশরের ময়দানে উঠতে পারে। এরূপ কথা শরহে আকীদাতুত তাহাবীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

**কবরের আযাব**

অধিকাংশ হাদীসে এসেছে যে, পাপীদের কবরে সত্তর অজগর এবং বিচ্ছু থাকবে। এদের বিষের তীব্রতা এরূপ হবে যে, যদি এদের এক দংশন পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হতো, তাহলে সকল বৃক্ষ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। মূল কথা হলো, এই সাপ ও বিচ্ছু মানুষের মন্দ গুণ, মন্দ আমল এবং দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টতার সমগ্র অবস্থা, যা কবরের জগতে সাপ ও বিচ্ছুতে পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। এই সত্তর সংখ্যার উল্লেখ সংখ্যাধিক্য বুঝানোর জন্যে। অথবা মৌলিক গুণের সংখ্যার প্রতি শরীয়ত প্রণেতা ইঙ্গিত করেছেন।

এ সব জিনিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে সত্যের সংবাদদাতা তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছেন, তা দুই পদ্ধতিতে বিভক্ত। একটি হলো, সাপ ও বিচ্ছুর অস্তিত্ব এবং এদের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallim)

মৃত ব্যক্তিকে দংশন করা বাস্তব সম্মত কাজ। তা এরূপ জিনিস যার অধিকাংশ অবস্থা প্রমাণিত। কিন্তু অনেক সময় আমরা তা চোখে দেখিনা। কেননা, এ দুনিয়ার চোখে আলমে মালাকুতের অবস্থা মানুষের দেখার ইখতিয়ার নেই। যে সব লোকের দৃষ্টি আলমে মালাকুতকে অবলোকন করে, তাদের কাছে এ সব জিনিস সুস্পষ্ট। কোন কোন নবী ও অলী হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে সাধারণ আকৃতিতে দেখেছেন। বিশেষ আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ দেখেন নি। এরূপ দেখা এবং সৃষ্টিকে দেখানো আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শন। চাই তা শারীরিক অবস্থায় হোক বা আত্মিক অবস্থায়। যদি কারো সামনে পাহাড়ও রেখে দেয়া হয় এবং সে চোখ খোলা রাখে আর আল্লাহ তা'আলা এ পাহাড়কে না দেখায়, তবে সে দেখতে পারে না। আর যদি তিনি দেখান তবে রূহও দেখতে পারে। এটি ঐ স্থান যেখানে ঈমানের পরীক্ষা, বিশ্বাসের শুদ্ধতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণের অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, এ কথার উপর বিশ্বাস করতে হবে যে, এ সব সাপ ও বিচ্ছুকে দেখা এরূপ যেমন স্বপ্নে দেখা যায়। কেননা, সাপ ও বিচ্ছু এবং এদের দংশন করা এবং তা দূর থেকে অনুভব করা শুধু শয়নকারীর অনুমানে হবে এবং তার উপর যা কিছু অতিবাহিত হয়, সে তা অনুভব করবে। যদিও অন্য কেউ এ অবস্থা অনুভব করতে না পারে। কিন্তু এ দ্বিতীয় পদ্ধতি দূর্বল ঈমানের আলামত। প্রথমটি পূর্ণ ঈমানের নিদর্শন।

## মৃত্যুর পরের জীবন

মৃতদেরকে কবর থেকে উঠানো এবং তাদেরকে পুনঃজীবন দান করা সত্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীস এ সংশ্লিষ্ট দলিলে পরিপূর্ণ। ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস এ মাসআলার উপরই নির্ভরশীল। যে সত্তা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন থেকে সমস্ত জিনিসকে জীবন দান করেছেন এবং লুকায়িত অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি পূনর্বার ও জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿٢٧﴾

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

"তিনি ঐ সত্তা যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন তারপর পুনরুত্থান করেন, আর এটি তার জন্য সহজ।"[১৪]

প্রকৃতপক্ষে মানবীয় জীবনের নিদর্শন অবশিষ্ট রাখা আবশ্যক। তাই মানবীয় বংশধারা 'عجب الذنب' (বিস্ময়কর) পদ্ধতিতে অবশিষ্ট রাখা হবে। যেভাবে মরুভূমিতে বৃষ্টির পর ঘাস জন্মায়। কিয়ামত দিবসে মানুষও কবরসমূহ থেকে উঠবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, বৃষ্টি আকাশ থেকে পতিত হয়। কিন্তু মৃতরা জমিন থেকে প্রকাশিত হবে। মানুষ ছাড়া সমস্ত জীব-জন্তু। যেমন- হিংস্র জন্তু, পাখি, ভূ-চর প্রাণী, কীট-পতঙ্গও প্রকাশিত হবে, যাতে একমাত্র মহা বিচারক পরস্পর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে পারেন।

মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সৃষ্টি একে অন্যের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। এমন কি শিং হীন বকরী ঐ বকরী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যে স্বীয় শিং দ্বারা অতিরঞ্জিত করেছে। এমনকি একটি ছোট পিপড়াও অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হবে। এরূপ প্রতিশোধ গ্রহণে কোন নির্দিষ্ট হবে না। তাই কোন কোন আলেম বলেন, এক শিশুও অন্য শিশু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। এ ধরনের কেসাস ও প্রতিশোধ গ্রহণের পর সমস্ত জীব-জন্তুকে নিঃশেষ করে দেয়া হবে। যেসব পশু মানুষের খাদ্যের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এদেরকে জান্নাতের মাটি বানিয়ে দেয়া হবে। পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের সূচনা শিঙ্গায় ফুৎকারের পর থেকে হবে। সর্বপ্রথম ফুৎকার কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জন্যে দেয়া হবে। যার ফলে আসমান ও জমিন বাসীর মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হবে এবং এভাবে ভয়ের সৃষ্টি হবে যে, অন্তরের স্থিরতা ও প্রশান্তি শেষ হয়ে যাবে। সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে।

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴿٨٧﴾

[১৪] আল-কুরআন, সূরা সাফফাত, আয়াত : ৭৯

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন জমিন ও আসমানের সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে যাদের আল্লাহ চান।"[১৫]

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴿٦٨﴾

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, জমিন ও আসমানের সব জিনিস শেষ হয়ে যাবে। তবে যাদের আল্লাহ চান।"[১৬]

দ্বিতীয়বার যখন ফুৎকার দেয়া হবে, তখন মৃতগণ কবর থেকে উঠবে এবং এদিক-ওদিক তাকাতে থাকবে। যেমন- এ আয়াতে বলা হয়েছে-

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾

"তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা দাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাবে।"[১৭]

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে;

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

"যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা কবর থেকে উঠে তাদের রবের দিকে যাবে।"[১৮]

উভয়ের ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান হবে। 'مَـــنْ فِـــي الــسَّمَاوَات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ' (আকাশে যা কিছু রয়েছে এবং জমিনে যা কিছু রয়েছে) এ আ'ম হুকুম দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, ফুৎকারের প্রভাব আসমান ও জমিনের সকল সৃষ্টির প্রতি সমপরিমাণ হবে। মানব, দানব ও ফেরেশতা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ্যই 'إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ' এর মধ্যে জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল, আযরাঈল, হুর, খারনা, আরশ বহনকারী ফেরেশতা এবং শহীদগণ অন্তর্ভুক্ত।

---

[১৫]. আল-কুরআন, সূরা নামল, আয়াত : ৮৭
[১৬]. আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৬৭
[১৭]. আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৬৮
[১৮]. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

**কিয়ামত কি?**

কখনো তো শিঙ্গায় ফুৎকারকে কিয়ামত বলা হয়। কেউ কেউ মৃত্যুর শুরু থেকে জান্নাতে প্রবেশের সমস্ত অবস্থাকে কিয়ামত বলে। প্রকৃতপক্ষে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, প্রতিদিনই এমন অবস্থা মানুষের মাঝে অতিবাহিত হয়। তারপরও মানুষ কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে গাফেল ও অমনোযোগী। হাদীস শরীফে রয়েছে, যখন সন্ধ্যা হয় এবং মানুষের মন চিন্তা ও ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সকল পশু, পাখী নিজ নিজ বাসায় ও আশ্রয়স্থলে এসে আশ্রয় নেই। রজনীতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যায়। তাদের উপর এক ধরনের মৃত্যু নেমে আসে। এ অবস্থা প্রথম ফুৎকারের নিদর্শন। তারপর সকল প্রাণী অনিচ্ছায় জাগ্রত হয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, এটি দ্বিতীয় ফুৎকারের নিদর্শন। তারপর হিসাব-নিকাশ করা হয়-

فَسُبْحَانَ الْقَادِرُ الَّذِيْ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ.

"ক্ষমতাধর আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন আর তাঁর নিকটই একত্রিত হতে হবে।"

**বিচারের পাল্লা**

বিচার দিবসে মানুষের আমল ও কাজ ওজন করা হবে। যদিও আল্লাহ মানুষের আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তারপর আমলসমূহ ওজন করার মধ্যে অনেক রহস্য ও হেকমত লুকায়িত আছে। একটি হেকমত এই যে, এ পদ্ধতিতে মানুষের সামনে আমলের হাকীকত হুবহু স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় হেকমত আল্লাহ তা'আলা কেউ জানেন না। তিনিই ভাল জানেন, আমাদের শুধু এ মীযান ও আমলের মীযানের অবস্থা জানা জরুরী নয়। শুধু তা মেনে নেয় ঈমানের জন্যে যথেষ্ট।

মীযানের ব্যাপারে একথা বিশ্লেষণে বলা যায় যে, তা প্রকৃত ওজন, তার রয়েছে দু'টি পাল্লা, একটি দন্ড (যা দ্বারা ওজন দেখা যাবে) এবং একটি কাঁটা। প্রতিটি পাল্লা প্রশস্ততায় আসমান-জমিনের চেয়ে অনেক বড়। হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি আসমান-জমিন এবং উভয়ের সকল জিনিস মীযানের এক পাল্লায় রেখে দেয়া হয়, তবে সংকুলান হবে। নেকীর পাল্লা আরশের ডান পার্শ্বে জান্নাতের দরজার সামনে থাকবে। পাপের পাল্লা আরশের বাম পার্শ্বে, দোযখের একেবারে সামনে থাকবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

কোন কোন আলেম বলেন, মীযান দ্বারা উদ্দেশ্য এমন জিনিস যার দ্বারা আমল পরিমাপ করা যায়। চাই পাল্লার আকৃতি বিশিষ্ট হোক বা অন্য আকৃতি বিশিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন ইনসাফকে প্রকাশ করা হবে। মীযান হলো এর উপমা। আলেমদের এ অভিমত হচ্ছে ব্যাখ্যা। অন্যথায় প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মীযানের অস্তিত্ব উপমা স্বরূপ নয়; বরং প্রকৃত। হাদীস শরীফে এর প্রমাণ রয়েছে। এর উপর ঈমান আনা উচিত। বিবেক-বুদ্ধির ধোকায় পড়া উচিত নয়। যে সব আমল পরিমাপ করা হবে, তার একটি অবস্থা এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এ নেক আমলকে নূরানী আকৃতিতে প্রকাশ করবেন এবং পাপসমূহকে অন্ধকার আকৃতিতে প্রকাশ করবেন। আর এভাবে ওজন করা হবে। আমলের সহীফাও ওজন করা হবে। সব দপ্তর মানুষের আমল অনুযায়ী হালকা ও ভারী করে দেয়া হবে। বতাকার হাদীস এ মাসআলাকে স্পষ্ট করে দেয়। বতাকা বলা হয় কাগজের ঐ টুকরাকে, যার মধ্যে মালের মূল্য তালিকা থাকে। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, যদি কারো নেকীর পাল্লা হালকা হয়, তাহলে তাতে 'لا الــه الاالله محمد رســول الله' লিখে দেয়া হয়। তখন ঐ পাল্লা ভারী হয়ে যায়। কোন কোন আলেম উভয় হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানে বলেন, আমল ও সহীফা উভয়ই পরিমাপ করা হবে। 'وَنَــضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ' (আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা দাঁড় করাবো) এখানে মিযান দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক উম্মত ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সকল আমলের জন্যে পাল্লা হবে। কোন জিনিস বা মানুষ এ ইনসাফের পাল্লার ব্যাপারে অনুমান করতে পারবে না। এ পাল্লার শ্রেষ্ঠত্ব এবং বহু অংশ থাকার ভিত্তিতে বহুবচনের শব্দ নেয়া হয়েছে।[১৯]

ঐ ব্যক্তির আমলের পাল্লা ন্যায়ের উপর রাখা, যার থেকে একটিও নেকী প্রকাশ পায়নি। অথবা ঐ ব্যক্তি যার থেকে একটি মন্দ কাজ প্রকাশ পায়নি। তা মন্দ প্রকাশ করা এবং মর্যাদা প্রকাশের জন্য হবে। কাফিরদের আমল পরিমাপের মধ্যেও রহস্য আছে। অন্যথায় তাদের কাছে নেকী

---

১৯. আল্লাহর বাণী 'فَأَمَّــا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ' অর্থাৎ যার আমলনামা ভারী হবে সে আরামের জীবন লাভ করবে। আর যার আমলনামা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এতে এরূপ সহীফাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অনুবাদক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কোথায়, যার ওজন করা হবে। হ্যাঁ, এটি সম্ভব যে, কোন কোন কাফিরের কোন কোন বিশেষ ভাল কাজ তাদের আযাব হালকা হওয়ার কারণ হবে। পরকালে পাল্লা ভারী বা হালকা হওয়া দুনিয়ার মত নয়। যে অংশ উপরে উঠে একে ভারী মনে করা হবে আর যে অংশ নীচে থাকে একে হালকা মনে করা হবে। কিন্তু বতাকার হাদীস এ কথা প্রত্যাখ্যান করে।

## আমলনামা

ঐ আমলনামা যার মধ্যে মানুষের পাপ ও পুণ্য লিপিবদ্ধ থাকে তা সত্য। মু'মিনদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। আর কাফিরদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। এ কথা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়েছে যে, মু'মিনদের আমলনামা তাদের ডান হাতে এবং কাফিরদের আমলনামা তাদের বাম হাতে পেছন দিক দিয়ে দেয়া হবে। তাদের বাম হাত পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হবে। কোন কোন কাফিরের বাম হাত বক্ষের পেছন থেকে সংযুক্ত করা হবে। এটি মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য করা হবে। যাতে মু'মিনদের প্রতি সম্মান এবং কাফিদের প্রতি অসম্মান অনুভূত হয়।

পাপী মু'মিনদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হবে এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। তবে তাদের পুরস্কার শাস্তি ভোগ করা এবং দোযখ থেকে বের হবার পর প্রাপ্ত হবে। কোন কোন আলেমের অভিমত এই যে, আমলনামা তো ডান হাতে দেয়া হবে কিন্তু তা পড়তে পারবে না। দোযখের শাস্তির পর পড়তে পারবে। কোন কোন আলেম বলেন, ডান বা বাম কোন হাতেই তাদের আমলনামা দেয়া হবে না; বরং তাদের সামনে রাখা হবে। কোন কোন আলেমের বিশ্লেষণমূলক কথা এই যে, আমলনামা না দিয়ে তাদেরকে পড়ে শুনানো হবে। সঠিক কথা হলো, তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলিল নেই। উপরোক্ত মতভেদ শুধু গবেষণা ও ইসতেম্বাতের উপর ভিত্তি করে। আমলের হিসাবও নিশ্চিত জিনিস। যেভাবে আমলনামা সত্য, তদ্রুপ এর হিসাবও সত্য।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## প্রশ্ন ও খোঁজ খবর

আল্লাহ তা'আলার স্বীয় বান্দাদের একথা জিজ্ঞেস করা যে, তারা কি কি নেক কাজ করেছে এবং কি কি খারাপ কাজ করেছে তা সত্য। ফেরেশতাদের থেকেও হিসাব নেয়া হবে। সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করা হবে যে, তিনি ওহীর আমানত নবীদের নিকট কিভাবে পৌঁছিয়েছেন। কোন কোন হাদীসে আছে যে, সর্বপ্রথম লওহে মাহফুযকে প্রশ্ন করা হবে। যখন তাকে হাজির করা হবে, তখন তা খোদার ভয়ে কাঁপতে থাকবে। একে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি আল্লাহর জ্ঞানকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছানোর সুস্পষ্টতার উপর তোমার কোন সাক্ষী আছে কি না। তিনি বলবে আমার সাক্ষী হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালাম। তখন হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালামকে হাযির করা হবে। সে আল্লাহর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। তারপর নবীদের আনা হবে এবং তাদেরকে ওহী পৌঁছে দেয়া এবং রিসালাতের আমানত আদায় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে। ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের প্রশ্ন করা হবে। মুয়ামালাতের মধ্যে সর্বপ্রথম রক্তের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। জালিমের নেকী মাজলুমকে দেয়া হবে। মাজলুমের পাপ জালেমকে দেয়া হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, দাঙ্গ (ছয় রতি ওজনের) বিনিময়ে সাতশত মাকবুল নামায দেয়া হবে। কোন কোন বর্ণনায় এতটুকু এসেছে যে, যদি এক ব্যক্তির নিকট সত্তর জন নবীর সাওয়াব থাকে এবং সে যদি অর্ধ দাঙ্গ (তিন রতি) পরিমাণ দেনা থাকে, তাহলে সব কিছু স্বীয় ঋণে দেয়ার পরও পাওনাদার রাযী না হলে জান্নাতে যেতে পারবে না।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন দিন আমাদের সামনে আসবে অথচ মানুষ জীবন-যাপন করে এবং আরাম-আয়েশে থেকে বলে যে, যা আমার কাছে আছে, অন্যের কাছে নেই। আমি যা জানি অন্যে তা জানে না। সাধারণ মানুষ আলস্যের শিকার। আলেমগণ আলোচনা ও তর্কবিতর্কে মত্ত। সুফীগণ গর্ব ও আত্মম্ভরিতার দাবী করে। প্রকৃত বিষয় হলো, তাদের কোন খবর নেই যে, পরকালে তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। তারা নিজেদের বেখবরীতে এতই গাফেল যে, তাদের কোন অনুমান নেই যে, তাদের সাথে কি করা হবে। কি কঠিন পরীক্ষার দিন সামনে আসছে। তারা সারাদিন

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wasallam)

কথা বলে কাটিয়ে দেয়। আখেরাত ও মৃত্যুর চিন্তা থেকে অনেক দূরে থাকে। 'إِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ' (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাব)

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এখন আল্লাহর রহমত তালাশ কর। যদি তিনি চান তবে দাবীদারদেরকে দূর থেকে জান্নাত দেখিয়ে সন্তুষ্ট করবেন। এবং বলবেন, একে কে ক্রয় করবে, সে স্বীকার করবে। হে আল্লাহ! একে কে ক্রয় করতে পারে, এ পরিমাণ ধন-সম্পদ কার কাছে আছে? আল্লাহ বলবেন, তুমি ক্রয় করতে পারবে। কারণ, এর মূল্য তোমার কাছে আছে। যদি নিজের হক আপন মুসলমান ভাইকে দান করো এবং তাকে ক্ষমা করে দাও, তবে তোমার জন্যই জান্নাত। করুণাময় আল্লাহর এ ঘোষণা শোনার পর সে নিজের হক দান করবে এবং জান্নাত লাভ করবে।

হাদীস শরীফেও এসেছে যে, কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করার সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নেক বান্দাদেরকে রহমতের পর্দায় ঢেকে রাখবেন এবং তাকে এভাবে প্রশ্ন করা হবে যেন অন্য কেউ না জানে। বলা হবে, দুনিয়ায় আমি যেভাবে তোমাদের গুণাহ পর্দায় আড়াল করে রেখেছিলাম অনুরূপভাবে আজ রহমত দ্বারা ক্ষমা করলাম। তাদের নেক কাজের আমলনামা তাদের হাতে দেয়া হবে। কাফির ও মুনাফিকদের অপমাণিত করা হবে এবং এ ঘোষণা করা হবে-

أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ، فَسُبْحَانَ ذِي الْعَدْلِ الْقَوِيِّ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

সাবধান! যালিমদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। ন্যায়পরায়ণ, শক্তিমান ও মহা করুণাময়ের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

যদিও তাঁর রহমত অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবেন, তবুও তার আদালতের ব্যাপারে ভয় হয়।

اگر در دہد یک صلائے کرم عزازیل گوید نصیبے کرم

যদি সে দয়া ও অনুগ্রহের যোগ্য হয় তখন আযাযীলও তার মাঝে ভালবেসে সাক্ষাৎ করবে।

এ কবিতার পর এ কবিতাও জেনে রাখা আবশ্যক।

بہ تہدید اگر بر کشد تیغ حکم بمانند کروبیاں صم وبکم

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ভীত হয়ে খোদায়ী বিধান তালাশ কর তাহলে বধির ও বোবাও কথা বলতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন;

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"সাবধান! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং পরকালে তারা চিন্তিত হবে না।"[২০]

অন্যত্র এসেছে,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"তিনি তার কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[২১]

অক্ষম, অস্থির নিরাশ্রয় ও উপায়হীনে তিনি ছাড়া কোন আশ্রয়দাতা নেই। আমাদের উভয় জিনিসের প্রতি ঈমান রাখা উচিত। মালিক ও বিচারক তিনিই।

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

"আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

**হাউযে কাউছার**

হাওযে কাউছারের অস্তিত্ব ও তা কায়েম হওয়া সত্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে কিয়ামত দিবসে হাউযে কাউসারের একচ্ছত্র ও স্বাধীন মালিক বানিয়েছেন। আল্লাহর বাণী,

إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴿١﴾

"আমি আপনাকে কাউছার দান করেছি।"[২২]

আয়াতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাউযে কাউসারের প্রশস্ততা এক মাসের সফরের রাস্তার সমান হবে। এর পানি দুধের চেয়ে

---

২০. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬২
২১. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩
২২. আল-কুরআন, সূরা আছর, আয়াত : ১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

সাদা, এর সুগন্ধি মৃগ নাভীর সুঘ্রাণ থেকে আরো উত্তম। তার পেয়ালাসমূহ আকাশের তারকার চেয়ে উজ্জ্বল হবে। এক বার পানি পান করার পর আর কখনো পানির পিপাসা অনুভূত হবে না। হাউযের প্রশস্ততা ও দীর্ঘতা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস এসেছে। সম্বোধিত ব্যক্তির আন্দায অনুযায়ী বলা হয়েছে। যেমন ইয়েমেনবাসীদেরকে বলা হয়েছে- হাউযে কাউসার ইয়েমেনের শহর শানয়া থেকে নিয়ে আদন পর্যন্ত হবে।

সিরিয়াবাসীদেরকে তার প্রশস্ততা প্রসঙ্গে বলেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে এর প্রশস্ততা ও দীর্ঘতা এমনভাবে বলা হয়েছে, যাতে সে অবগত হতে পারে।

কোন হাদীসে এর প্রশস্ততাকে সময়ের হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, হাওযের প্রশস্ততা এক মাসের দূরত্বের সমান হবে। এ সব বর্ণনা থেকে প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, হাউযে কাউসারের প্রশস্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা।

কোন কোন আলেম বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবীকে তাঁর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী হাউযে কাউসার দেয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দু'টি হাউয থাকবে। উভয়টির নাম হবে কাউসার।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হবে হাওযের পানি পরিবেশনকারী। যে তাঁর ভালবাসায় বিভোর ও তাঁর দর্শনের প্রত্যাশী হবেনা সে পানি পান করতে পারবে না।

এরূপ অনেক বর্ণনা রয়েছে যাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যার হৃদয়ে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভালবাসা নেই, হাউযে কাউসার থেকে সে এক ফোঁটা পানিও পাবে না।

## পুলসিরাত

পুলসিরাত সত্য। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দোযখের উপরে একটি রাস্তা তৈরী করবেন, যা চুলের চেয়ে সরু এবং তরবারীর চেয়ে তীক্ষ্ণ। সমগ্র সৃষ্টিকে এ পুল অতিক্রম করার হুকুম দেয়া হবে। জান্নাতীগণ তা পার হয়ে চলে যাবে এবং জান্নাতে পৌঁছে যাবে। কোন কোন মানুষ বিদ্যুৎ চমকের গতিতে পার হবেন। কেউ প্রবল বাতাসের ন্যায় অতিক্রম করবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে পার হবে। সারকথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি তার মর্যাদা অনুযায়ী পুল পার হবে। দুনিয়ায় দ্বীন ও ইনসাফের পথ এই পুলের উপমা। দোযখীদের পা কাঁপতে থাকবে এবং দোযখে পড়ে যাবে। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا'[২৩] (তোমাদের সকলকে তা অতিক্রম করতে হবে) এ আয়াত দ্বারা জানা যায় পুল অতিক্রম করা সকলের জন্য আ'ম তথা সার্বজনীন বিষয়। এমনকি নবী-রাসূলদের এবং স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও পুল অতিক্রম করতে হবে।

কোন কোন দরবেশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু.আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুল অতিক্রম করার এ রহস্য প্রকাশ করেছেন যে, তিনি স্বীয় কতিপয় পাপী উম্মতকে যারা দুর্ভাগ্যক্রমে দোযখে ধরা খাবে, তাদের জন্য সহানুভূতিশীল হবেন। এক বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আ'ম আয়াত থেকে খাস। তিনি দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবেন, যাতে সমস্ত উম্মত তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। তিনি যদি দোযখের পার্শ্ব দিয়ে যান, তবে মু'মিনদের জন্য তা ফুল বাগিচা হয়ে যাবে। একজন সাধারণ মু'মিন অতিক্রম করার সময় দোযখের আগুন বলবে,

جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِيْ.

"হে মু'মিন! দ্রুত অতিক্রম করো! তোমার ঈমানের নূর আমার শিখাকে নির্বাপিত করে দিচ্ছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি মুমিনদের নূরের নূর, তাঁর সামনে আগুনের কি অবস্থা হবে। তাঁর নূর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ললাটে উজ্জ্বল হয়ে কিভাবে আগুনকে বাগানে পরিণত করেছে। আর যখন সেই নূরে মুজাস্‌সাম মাধ্যম ছাড়া স্বয়ং তাশরীফ আনবেন তখন তার কি প্রভাব পড়বে।

---

২৩. আল-কুরআন, সূরা মরয়াম, আয়াত: ৭১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত

আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম, উম্মতের নেককারগণ, আলেমগণ এবং সম্মানিত ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট যাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তাঁরা পাপীদের ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্য। সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশের দরজা খোলে দেয়া হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে কি পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এ কথাও জানা যাবে যে, তিনি সেই বিশেষ দিবসের জন্যে কি পরিমাণ মর্যাদার মালিক। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ভয়-ভীতির কারণে হাশরের মাঠে অস্থির ও পেরেশান হবে এবং আকাঙ্খা করবে যে, কোন এরূপ সুপারিশকারী আছে যিনি তাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্তি দেবেন। এই চিন্তা ও পেরেশানী দূর করবেন। সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিকট যাবে এবং বলবে, আপনি মানবজাতির আদি পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন, জান্নাতে উত্তম স্থান দিয়েছেন, ফেরেশতাগণের সিজদার স্থান বানিয়েছেন। সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি এ বিপদের দিনে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, এ স্থানে দাঁড়ানো এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার সামনে কথা বলা আমার সাধ্যের বাইরে। আমি এখন পর্যন্ত গুন্দম খাওয়ার বা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার লজ্জায় মাথা উঠাতে পারছি না। আমি আল্লাহর নির্দেশের পরেও ভুল করেছি, তোমাদের এ কাজ হয়তো হযরত নূহ আলাইহিস সালাম করতে পারবে। মানুষ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নিকট যাবে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট যাওয়ার পরামর্শ দেবেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট পাঠাবেন, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট সুপারিশের জন্য প্রেরণ করবেন।

এ সব মর্যাদাবান রাসূলগণ নিজেদের ভুলের জন্য লজ্জিত হবেন। যা জীবনে তাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে। কেউই এ ভয়াবহ অবস্থায় সামনে যাওয়ার সাহস করবেনা। পরিশেষে সমগ্র সৃষ্টি খাতামুল আম্বিয়া, সাইয়্যেদুর

রাসূল, বিচার দিবসের সুপারিশকারী এবং ' لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ' (আপনার উসীলায় পূর্বাপর উম্মতের গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে) সম্বোধনে সম্মানিত; তাঁর নিকট আসবে এবং নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠবেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট আসবেন। ঐ প্রশংসনীয় স্থান যার অঙ্গীকার দুনিয়ায় করা হয়েছিল- ' عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ' (তিনি আপনাকে প্রশংসনীয় স্থান দান করবেন) তিনি ছাড়া এ স্থানে দাঁড়ানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি উঠে দাঁড়াবেন এবং সিজদায় পড়ে যাবেন। হুকুম হবে সিজদা থেকে মাথা উঠান, আপনি যা কিছু চান পূর্ণ করে দেয়া হবে, যা কিছু বলবেন তা মেনে নেয়া হবে। তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে স্বীয় পবিত্র জবানে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবেন এবং পাপীদের ক্ষমার জন্য সুপারিশ করবেন। তারপর আবার সিজদায় যাবেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন। তারপর তৃতীয়বার সিজদায় যাবেন, এবার ঐ সময় শির মুবারক উঠাবেন যখন সকল প্রকারের পাপীগণকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং কেউ অবশিষ্ট না থাকে। ঐ সকল লোক ছাড়া যাদের কুরআন মজীদে স্থায়ী জাহান্নামী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফির, মুশরিক ও অস্বীকারকারীগণ।

এ বিষয়ে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে সহীহ হাদীস উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক পাপীর কাছে সুপারিশের প্রয়োজন হবে। শুধু ঐ সব পাপীগণ রয়ে যাবে যারা অন্যান্য নবীদের উম্মতের খাস ব্যক্তি বা অন্যান্যদেরকে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার অনুমতি রয়েছে। আরো একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের পর কোন পাপী অবশিষ্ট থাকবে না। তবে ঐ সব লোক যাদের মধ্যে لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ ব্যতীত অনুপরিমাণও পুণ্য নেই, তারা সরাসরি পাপে মত্ত। তাদের জন্যও সুপারিশের অনুমতি চাইবেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুকুম হবে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

এরাও আমার বিশেষ লোক। এদের জন্য আমি স্বয়ং সুপারিশ করছি। এদেরকে দোযখের আগুণ থেকে বের করে দিচ্ছি।[২৪]

---

২৪. ইমাম আহমদ সহীহ সনদে মুসনাদ আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে এবং ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত আবূ মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, পাপীদের সুপারিশকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ شَطْرُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى أَتَرَوْنَهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَا وَلٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِيْنَ الْخَاطِئِيْنَ.

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুপারিশ ও অর্ধেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশের মধ্যে ইখতিয়ার দিয়েছে। আমি সুপারিশ গ্রহণ করেছি, কারণ, তা অতি ব্যাপক ও অতি ফলপ্রসূ। তোমরা কি একথা বুঝেছ যে, আমার সুপারিশ পবিত্র মুসলমানদের জন্য। না! বরং ঐ পাপীদের জন্য যারা পাপে মত্ত।"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম, বরকত বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের রব আল্লাহ তা'আলার জন্য।"

ইবনে আদী হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; " شَفَاعَتِي لِلْهَا لِكِيْنَ مِنْ أُمَّتِي" (আমার সুপারিশ আমার উম্মতের গুণাহের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত পাপীদের জন্য।) হে আমার সুপারিশকারী! আমরা আপনার জন্য উৎসর্গ। আপনার প্রতি দরূদ।

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকিম ও বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহিম সহীহ সনদে হযরত আনাস ইবনে মালিক এবং তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, হাকিম জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এবং তিবরানী মু'জামুল কবীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং খাতীবে বাগদাদী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ফারুক, হযরত কা'ব ইবনে আজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; "شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي" (আমার সুপারিশ আমার উম্মতের গুণাহে কবীরাকারীদের জন্য।)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْكَ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"আল্লাহর রহমত আপনার প্রতি বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব রব আল্লাহর জন্য।"

আবূ বকর আহমদ ইবনে আলী বাগদাদী হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; " شَفَاعَتِي لِأَهْلِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (SallaBaho Alayhi Wasallam)

"الذُّنُــوبِ مِــنْ أُمَّتِــي" আমার সুপারিশ আমার পাপী উম্মতের জন্য। আবূ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করেন; "وَ إِنْ زَنَـي وَ إِنْ سَرَقَ" যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে? তিনি ইরশাদ করেন; "وَ إِنْ زَنَي وَ إِنْ سَرَقَ عَلَي رَغْمِ أَنْفِ أَبِي دَرْدَاءِ" যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে, আবূ দারদার নাক ধূলা মিশ্রিত হোক।

তিবরানী ও বায়হাকী হযরত বুরাইদা এবং তিরমিযী মু'জামে আওসাতে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنِّي لأَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَكْثَرَ مِمَّا عَلَي وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ.

"ভূমিতে যত বৃক্ষ, পাথর ও ঢিলা রয়েছে আমি কিয়ামতের দিন এ সবের চেয়ে অধিক মানুষের জন্য সুপারিশ করবো।"

ইমাম বুখারী, মুসলিম, হাকিম ও বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, واللفظ لهذين (বাক্য শুধু উভয়ের)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন;

شَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ لِسَانُهُ قَلْبُهُ.

"আমার সুপারিশ প্রত্যেক কালেমায় বিশ্বাসীর জন্যে। যারা সত্য অন্তরে কালেমা পড়ে। যার যবান অন্তরের সাক্ষ্য দেয়।"

আহমদ তিবরানী ও বায্যার হযরত মায়ায ইবনে জাবাল এবং হযরত আবূ মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّهَا أَوْسَعُ لَهُمْ هِيَ لِمَنْ مَاتَ وَلاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

"সুপারিশ উম্মতের জন্য ব্যাপক (প্রশস্ত), প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যে যার পরিণতি ঈমানের উপর হয়েছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।"

তিবরানী মু'জামুল আওসাত হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنِّي آتِي جَهَنَّمَ ، فَأَضْرِبُ بَابَهَا ، فَيُفْتَحُ لِي ، فَأَدْخُلُهَا ، فَأَحْمَدُ اللهَ مَحَامِدَ مَا حَمِدَهُ أَحَدٌ قَبْلِي مِثْلُهُ ، وَلاَ يَحْمَدُهُ أَحَدٌ بَعْدِي ثُمَّ أَخْرَجُ مِنْهَا مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا.

"আমি জাহান্নামের দরজা খুলে প্রবেশ করবো। সেখানে আল্লাহর এরূপ প্রশংসা করবো, যেরূপ প্রশংসা আমার পূর্বে কেউ করেনি এবং আমার পরেও কেউ করবে না। তারপর দোযখ থেকে ঐসব লোকদেরকে বের করবো যারা খাঁটি নিয়তে لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ বলেছে।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

হাকিম সহীহ সনদে এবং তিবরানী ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يُوضَعُ لِلأَنْبِيَاءِ مَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى مِنْبَرِي لا أَجْلِسُ عَلَيْهِ أُقْيَمُ خَشْيَةَ أَنْ أَدْخُلَ الجَنَّةَ وَيَبْقَي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِيْ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا مُحَمَّدُ مَا تُرِيْدُ أَنْ أَصْنَعُ بِأُمَّتِكَ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ ، فَمَا أَزَالُ حَتَّي أَعْطَي قَدْ بُعْثِتُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَ حَتَّي مَالِكًا خَازِنُ النَّارِ ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا تَرَكْتُ لِلنَّارِ لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ بَقِيَّةٍ.

"নবীদের জন্যে স্বর্ণের আসন তৈরী করা হবে। তারা তাতে বসবেন। আমার আসন খালি থাকবে, আমি তাতে বসবো না। আমি আল্লাহর শিয়রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো, এ ভয়ে যে, আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, আর আমার উম্মত অবশিষ্ট থাকবে। আমি বলবো, হে আমার রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! তোমার কী ইচ্ছা, আমি তোমার উম্মতের সাথে কি আচরণ করবো? আরজ করবো, হে রব! তাদের হিসাব দ্রুত করুন। অতঃপর আমি সুপারিশ করতে থাকবো, এমনকি আমাকে তাদের মুক্ত করার অনুমতি দেয়া হবে, যাদেরকে দোযখে প্রেরণ করা হয়েছে। এমন কি দোযখের দারোগা মালেক আরজ করবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে মহান রবের ক্রোধ নামটি ছাড়েন নি।"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহিম হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমাম আহমদ হাসান সনদে, ইমাম বুখারী তারিখে, ইমাম বাযযার, তিবরানী, বায়হাকী ও আবূ নাঈম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং ইমাম আহমদ হাসান সনদে, ইমাম বাযযার জাইয়্যেদ সনদে, দারেমী, ইবনে শাইবা, আবূ ইয়ালা, আবূ নাঈম, বায়হাকী হযরত আবূ যার ও তিবরানী মু'জামে আওসাতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর সনদে এবং কাবীরে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ও আহমদ হাসান সনদে এবং ইবনে শাইবা ও তিবরানী হযরত আবূ মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

وَاللَّفْظُ لِجَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُعْطِيْتُ مَا لَمْ يُعْطِيْنَ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَي قَولِهِ ﷺ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে এমন কিছু দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি, তা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আলাইহি ওয়াসাল্লামেরর বাণী আমাকে শাফায়াত দান করা হয়েছে।" (এর শেষ পর্যন্ত আছে)

উপরোক্ত ছয়টি হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সুপারিশকারী হিসেবে সুনির্দিষ্ট হয়েছি, শাফায়াত বিশেষ করে আমাকেই দান করা হয়েছে। আমি ছাড়া অন্য কোন নবীর তা নসীব হয়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আবূ মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এ বিষয় রয়েছে, যা ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম রাহমতুল্লাহি আলাইহিম ও শায়খাইন রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً قَدْ دَعَا بِهَا وَسْتُجِيبَ لَهُ، وَهَذَا اللَّفْظُ لأَنَسٍ، وَلَفْظُ أَبِي سَعِيْدٍ، لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطِي دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا، وَلَفْظُ اِبْنُ عَبَّاسٍ، لَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَعْطِي لَهُ، رَجَعْنَا إِلَى لَفْظِ أَنَسٍ وَأَلْفَاظُ الْبَاقِيْنَ كَمِثْلِهِ مَعْنيً قَالَ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زَادَ أَبُو مُوسَي، جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

"প্রত্যেক নবীর যদিও হাজারো দোয়া কবুল হয়, কিন্তু একটি দোয়া বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। যা চাই চাইতে পারে। তা অবশ্যই তাকে দেয়া হবে। আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম সকলেই নিজ নিজ দোয়া দুনিয়ায় করেছেন। আমি আখেরাতের জন্য রেখেছি। তা'হলো আমার সুপারিশ। আমার উম্মতের জন্য কিয়ামতের দিন আমি সুপারিশ রেখে দিয়েছি। যে শিরক মুক্ত ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।"

اَللّٰهُـمَّ ارْزُقْـنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ آمِيْن আল্লাহু আকবার। হে পাপী উম্মত! তোমরা কি তোমাদের মালিক ও মাওলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অনুগ্রহ স্বীয় অবস্থায় দেখনি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে তিনটি প্রশ্ন করবেন; ১. যা ইচ্ছা প্রার্থনা করুন, তা প্রদান করা হবে। তিনি নিজের জন্য কোন প্রশ্ন করেননি। সবই তোমাদের কাজে ব্যয় করেন। ২. দ্বিতীয় প্রশ্ন পৃথিবীতে করেছেন তাও তোমাদের জন্য। ৩. তৃতীয় প্রশ্ন আখেরাতের জন্য রেখেছেন, যখন তিনি ছাড়া অন্য কোন মেহেরবান থাকবেনা। আল্লাহ তা'আলাও সত্য বলেছেন-

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

শপথ ঐ সত্তার যিনি তাঁকে দয়াময় করেছেন। মাতা তার প্রিয় সন্তানের প্রতি এ পরিমাণ স্নেহ ও অনুগ্রহশীল যে পরিমাণ অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের প্রতি। তিনি আমাদের দূর্বলতা, অক্ষমতা এবং হক সম্পর্কে ভাল করে জানেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার ও বংশের প্রতি এমন রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন, যা তাঁর জন্য যথার্থ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَي اٰلِهِ وَصَحْبِهِ قَدْرَ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِأُمَّتِهِ وَقَدْرَ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ بِهِ آمِينْ آمِينْ اِلٰهَ الحَقِّ آمِينْ.

"হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি রহমত, সালাম ও বরকত নাযিল করুন, তাঁর উম্মতের তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অনুযায়ী এবং তাঁর প্রতি আপনার দয়া অনুগ্রহ অনুযায়ী। আমিন, আমিন, হে সত্য রব! কবুল করুন।"

সুবহানাল্লাহ! উম্মতের কেউ কেউ তাঁর মহা অনুগ্রহের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, কেউ কেউ তাঁর সুপারিশের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, কেউ তার মনগড়া প্রশংসা করে, কেউ তাঁর মর্যাদাকে পরিবর্তন করে, মহব্বতের কাজকে বিদআত নাম দেয় আবার কেউ অতি সম্মান ও আদবকে শিরকের বিধান প্রয়োগ করে-

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

"আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব, শীঘ্রই যালেমরা জানবে, কোন দিকে তারা ফিরে যাচ্ছে। কোন সাহায্য ও শক্তি নেই, মহান আল্লাহর শক্তি ছাড়া।"

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তিনটি প্রশ্ন করার সুযোগ দান করেছেন। আমি দু'বার তো দুনিয়ায় আরজ করেছি,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي ، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ إِلَى يَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ.

"হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন এবং তৃতীয়টি ঐ দিনের জন্য বিলম্ব করেছি, যেদিন সমগ্র সৃষ্টি আমার দিকে মুখাপেক্ষী হবে, এমন কি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামও।"

ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাত্রে আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করেন, আপনি নবীদেরকে এই এই মর্যাদা ও ফযীলত দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

أُعْطِيْتُكَ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ (إِلَى قَوْلِهِ) خَبَأْتُ شَفَاعَتُكَ وَلَمْ أَخْبَاهَا لِنَبِيٍّ غَيْرُكَ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

এ দিবস হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিবস হবে। এ স্থান মাকামে মাহমুদ হবে। এ কথাও তাঁকে শোভা দান করবে। কারণ, তিনি আল্লাহর প্রকৃত মেহমান হবেন। অন্যান্যরা হবে অনাহুত অতিথি।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন;

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

"আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।"[২৫]

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হে প্রেমিক! হে প্রিয়! হে কাঙ্খিত! হে বিশেষ বান্দা! আমি আপনাকে এ পরিমাণ নেয়ামত দান করবো এবং এ পরিমাণ রহমত বর্ষণ করবো যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আপনার হৃদয়ের কোন আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকবে না। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

---

"আমি আপনাকে ঐ জিনিস দান করেছি যা সবচেয়ে উত্তম। আমি আপনার মধ্যে শাফায়াত গোপন করে রেখেছি, আপনি ছাড়া অন্য কাউকে শাফায়াতের ক্ষমতা দেইনি।"

হযরত আবূ শায়বাহ, তিরমিযী হাসান ও সহীহ সনদে এবং ইবনে মাজাহ ও হাকিম সহীহ সনদে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ

"কিয়ামতের দিন আমি নবীদের ইমাম এবং তাঁদের খতীব এবং তাঁদের সুপারিশকারী হবো। এটি কোন গর্বের ব্যাপার নয়।"

ইবনে মনি' হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম প্রমুখ চৌদ্দজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا.

"বিচার দিবসে আমার সুপারিশ সত্য। যে ব্যক্তি এর প্রতি ঈমান আনবে না, সে এর যোগ্য হবে না।"

নিঃস্ব অস্বীকারকারী যেন এ মুতাওয়াতির হাদীসকে দেখে এবং নিজের জীবনের উপর অনুগ্রহ পূর্বক বিশ্ব নবীর সুপারিশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (এ কথাগুলো 'ছেমাউল আরবাইন ফি শাফায়াতি সাইয়িদিল মাহবুবীন' থেকে চয়নকৃত)।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

২৫. আল-কুরআন, সূরা দোহা, আয়াত ৫

আলাইহি ওয়াসাল্লাম! প্রত্যেক ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করে, আমি আপনার সন্তুষ্টির আকাঙ্খী। তিনি বলবেন, আমি ঐ সময় পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবো না, যে পর্যন্ত আমার উম্মতের একজন গুণাহগারকেও ক্ষমা করে দেয়া না হয়।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴿٥٣﴾

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না, অবশ্যই আল্লাহ সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেবেন।"[২৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য খাস। কারণ, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতের ক্ষেত্রে বলেছেন; يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের কিছু গুণাহ ক্ষমা করে দেবেন।

নাহু শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী "مِنْ" শব্দটি "بَعْضٌ" বা আংশিক বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ بَعْضُ ذُنُوبِكُمْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সর্বদা তাদের সাথে থাকবে। তবে তাদের কোন কোন গুণাহের ব্যাপারে ইনসাফ প্রয়োগ করা হবে। প্রকৃত বিষয় এই যে, করুণাময় আল্লাহর করুণাই পাপীদের আশা ও সুসংবাদ দান করে। কারণ, মেহমান মেজবানের প্রিয় হয়। তাই মেহমানকে অনাকাঙ্খিত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

نومید نہ باشی گرت آں یار براند  گرت امروز برانت نہ کہ فردات نخواند

হতাশাগ্রস্ত হবে না, দুঃসময় ও বিপদের অবস্থায় বন্ধু জুটে যায়। আর বিপদ চিরস্থায়ী নয়, এক সময় তা দূর হয়।

তুমি তাঁর উম্মত হয়ে যাও। নিজেকে তাঁর নিকট সোপর্দ করে দাও। সকল বিপদাপদ সহজ হয়ে যাবে। এ বিপদ এ জন্যই যেহেতু এখন পর্যন্ত তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হলে কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না। হাজার গুণাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসের সামনে কিছুই নয়। যদি মানুষের হৃদয়ে ঈমানের আলো থাকে,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

[২৬] আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩

তবে পাপের অন্ধকার এ হৃদয়ে আসবে না। ঈমানের চিন্তা থাকলে অন্য কোন চিন্তা থাকে না।

সুফিয়ান সাওরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখা যেত যে তিনি সারা রাত কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দিতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করতো আপনি কাঁদছেন কেন? আনন্দিত হোন। আপনার ঘাড়ে তো পাপের বোঝা নেই। তিনি বলেন, পাপ যদি পাহাড়ের মতও এসে যায়, আল্লাহর রহমতের সামনে খড়ের ন্যায় ভেসে যায়। আমার কাঁদার কারণ হলো নিরাপদ ঈমান নিয়ে যেতে পারবো কি না।

ایماں چو سلامت بلب گور بریم　　　احسنت بریں چستی و چالاکی

নিরাপদ ঈমান কবরসহ সর্বত্র সহায়ক শক্তি হবে। যে ব্যক্তি নিরাপদ ও কামিল ঈমান নিজের মধ্যে অর্জন করতে পেরেছে, সেই সুফিকে বলা হবে তুমি ভাল কাজ করেছ এবং বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।

## শাফায়াতের স্থানসমূহ

শাফায়াত প্রসঙ্গে কতিপয় সূক্ষ্ম বিষয় এখন পর্যন্ত বর্ণনার অবকাশ রয়েছে। এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, শাফায়াতের বিভিন্ন স্থান রয়েছে। প্রথম ঘাট হলো- হাশরের ময়দান। এখানে খুবই ভীতিপ্রদ ও ভয়ানক অবস্থা হবে। মানুষেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুবই কষ্ট ও দুঃখ অনুভব করবে। এখানে এ কঠোরতা কমানোর জন্যে সুপারিশ করা হবে।

দ্বিতীয় ঘাট প্রশ্ন ও হিসাব পেশ করার সময় সুপারিশ করা হবে, যাতে হিসাব সহজ হয়, কঠিন হিসাব না হয়। হাদীস শরীফে এসেছে-

مَنْ نُوقِشَ فِي الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ.

"যার পূর্ণাঙ্গ হিসাব নেয়া হবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে।"[২৭]

তৃতীয়ত আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় সুপারিশ করা হবে, যাতে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়।

চতুর্থত দোযখের আগুন থেকে বের করার সময় সুপারিশ করা হবে। যাতে ক্ষমার পরিমাণ বেশি হয়।

[২৭]. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৪৯, পৃষ্ঠা : ২২৫, হাদিস : ২৩০৬৯

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

পঞ্চমত বেহেশতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে এবং বেশি সাওয়াব দেয়ার জন্যেও সুপারিশ করা হবে। যেমন, কোন পাপীকে বাদশাহের সামনে আনা হলে তখন বাদশাহের সামনে দাঁড়ালে তার ভয় বৃদ্ধি পায়। দরবারে বাদশাহের নৈকট্যশীল কেউ সুপারিশ করলো। তখন বাদশাহ হুকুম দিলেন এ আসামীকে বসিয়ে দাও এবং হালকাভাবে প্রশ্ন করো। তারপর কেউ উঠে সুপারিশ করলো। বাদশাহ তখন হুকুম করলেন, তার থেকে হিসাব নেবে না। যদি একান্ত নিতে হয়, তবে খুবই বিনয়ের সাথে কথা বলবে। কোন সময় এরূপ হয় যে, গুণাহগার বলে প্রমাণিত হওয়ার পর জেলখানায় প্রেরণের ঘোষণা দেয়া হয়, কিন্তু সুপারিশের কারণে ফেরত দেয়া হয়। কখনো জেলে প্রেরণ ও আযাবের পর দীর্ঘ বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। কোন সময় এরূপ হয় যে, জেল থেকে বের করার গুণ দান করা হয়। ফলে প্রত্যেক পাপীর এ আশা করা উচিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উচ্চাসন ও নৈকট্যশীল মর্যাদার কারণে প্রত্যেক প্রকারের সুপারিশ করা তাঁর জন্যে বৈধ। কোন সুফি বলেছেন,

نصیب ماست بہشت اے خدا شناس. بروکہ مستحق کرامت گناہ گار انند

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উচ্চাসনের কারণে পাপীকে সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে নিতে পারবেন। তিনি মর্যাদার অধিকারী হওয়ার ফলে গুণাহগারকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ সমগ্র উম্মতের জন্য আ'ম (ব্যাপক); বরং সমগ্র সৃষ্টির জন্য এ সুপারিশ করা হবে। বিশেষ করে মদীনাবাসীদের জন্যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠকারীর জন্যে এ সুপারিশ খাস করা হবে।

বিজ্ঞ আলেমগণ শাফায়াতের হাকীকত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলার করুণার নূরের জলক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। তাঁর বিপরীতে এবং কাছে যত হৃদয় আছে সমস্ত হৃদয়ে তার প্রতিচ্ছবি পড়ে। যেমনিভাবে পানিতে সূর্য রশ্মির প্রতিচ্ছবি পড়ে। এ প্রতিচ্ছবির ফলে পানিতে যে চমক সৃষ্টি হয়, তার প্রতিচ্ছবি দেয়ালে পড়ে, তাহলে পানির উপরিভাগের বিপরীতে হয়। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ের দিকে মানুষের হৃদয় ধাবিত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

হওয়া, তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করার দ্বারা অর্জিত হয়। এ প্রতিচ্ছবি অর্জনের সব চেয়ে দৃঢ় মাধ্যম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুকরণ ও অনুসরণ করা। অনুকরণ যে পরিমাণ মজবুত হবে, সে পরিমাণ প্রতিচ্ছবি পতিত হবে।

কিন্তু শাফায়াতের স্তর কয়েকটি। গুণাহ মাফের জন্যে ঈমান পূর্ণ হওয়া শাফায়াতের জিম্মাদারী। এ হিসাবে অধিক পরিমাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ প্রভাবিত জিনিস।

## বেহেশত ও দোযখ

বেহেশত ও দোযখের বিবরণ যেভাবে কুরআন ও হাদীসে এসেছে তা সত্য। বেহেশত ও দোযখ প্রসঙ্গে বিভিন্ন আলেমের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলেন, জান্নাত আকাশে হবে। হয়তো চতুর্থ আকাশে হবে অথবা সপ্তম আকাশে। কিন্তু দোযখ জমীনের নীচে হবে। এক উক্তির ভিত্তিতে দোযখ আকাশে হবে।

একদল আলেম এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নস (দলীল) নেই। এ স্থানের ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। 'শরহে মাকাসিদে' লিখিত আছে যে, বেহেশত ও দোযখের স্থান প্রসঙ্গে কোন অকাট্য নস নেই। তবে অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, বেহেশত সপ্তম আকাশে আরশের নীচে হবে। আর দোযখ সপ্তম জমিনের নীচে হবে। কঠিন ব্যাপার হলো কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ ﴿١٣٣﴾

"বেহেশতের প্রশস্ততা আসমান-জমিনের প্রশস্ততার সমান।"[২৮]

যখন বেহেশতের প্রশস্ততা এ বিশ্বের সমান হয়, তাহলে আসমান অথবা জমিনের স্থান নির্দিষ্ট করা কিভাবে শুদ্ধ হবে। এর উত্তর মুফাস্‌সিরগণ এভাবে দিয়েছেন যে, বেহেশতের প্রশস্ত যখন আসমান ও জমিনের সমান হবে, আসমান ও জমিন পরস্পর মিলে আছে, তবে ব্যাপার তা নয়। সকল ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো, যেহেতু মানবীয় বিবেকের দৃষ্টিতে আসমান ও জমিনের চেয়ে প্রশস্ত কোন জিনিস নেই, সেহেতু জান্নাতের প্রশস্ততার আধিক্য বর্ণনা করার জন্যে জমিন ও আসমানের উপমা পেশ করা হয়েছে। তার সীমা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

২৮. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩

নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, জান্নাতের প্রশস্ততা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। জান্নাতের একটি ছোট ঘরও আসমান-জমিনের প্রশস্ততার সমান এবং বড় হবে।

## আ'রাফ

আ'রাফ ঐ জায়গাকে বলা হয়, যা বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে। তাতে বেহেশতের শান্তিও থাকবে না এবং দোযখের কঠিন বিপদও থাকবে না। আ'রাফ এর অস্তিত্ব সহীহ বর্ণনা ও অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের শিশু সন্তানদেরকে এবং যাদের জীবনে ওহী নাযিল হয়নি (অর্থাৎ নবী আসেনি), তাদেরকে সেখানে রাখা হবে। ইমাম সাবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত হলো, আ'রাফের অস্তিত্ব হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি, আলেমগণও এ প্রসঙ্গে কিছু বলেননি।

কুরআন মজীদের এ আয়াত-

وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّۢا بِسِيمَىٰهُمْ ﴿٤٦﴾

"আর আ'রাফে কিছু লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণের সাহায্যে চিনে নেবে।"[২৯]

এর দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের দেয়াল ও উচ্চতার প্রতি ইঙ্গিত যা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থাকবে। আর রিজাল দ্বারা নবীগণ, শহীদগণ, নেককার আলেমগণ এবং ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য। জান্নাতী ও জাহান্নামী তাদের ললাটের চিহ্ন দ্বারা চিনা যাবে।

তারপর জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে বলা হবে-

وَهُمَا مَخْلُوْقَتَانِ مَوْجُوْدَتَانَ.

"উভয় সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এখনও বিদ্যমান।"

এরূপ নয় যে, কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করা হবে। হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালামের ঘটনা জান্নাত কায়েম হওয়া ও এর অস্তিত্বের মজবুত দলিল।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

[২৯]. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৪৬

بَاقِيَانِ وَلاَيَفْتَنَانِ وَلاَ يَفْنِي اَهْلُهَا.

"বেহেশত ও দোযখ, বেহেশতবাসী ও দোযখবাসী সর্বদা জীবিত থাকবে এবং চিরকাল থাকবে।"

যখন সকল মানুষ একবার মৃত্যুবরণ করবে তারপর জীবিত হয়ে স্থায়ী জীবন লাভ করবে। বেহেশতে ও দোযখে কারো মৃত্যু হবে না। এভাবে বলেছেন,

وَخَلَقْتُكُمْ لاَبَدٍ.

"আমি তোমাদেরকে চিরকালের জন্য সৃষ্টি করেছি।"

**কিয়ামত প্রসঙ্গে**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত প্রসঙ্গে যতগুলো অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা সবই সত্য। যে সব কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে বলেছেন, তা সবই সত্য। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া, তওবার দরজা বন্ধ হওয়া, দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাওয়া, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশ থেকে অবতরণ করা, শিঙ্গায় ফুৎকার করা, তা ছাড়া আরো অনেক কিয়ামতের আলামত রয়েছে। এমন কি জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সকল বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সংবাদ সত্য। আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জিনিস আলোচনা করেছি। হাদীসের কিতাবসমূহে এ প্রসঙ্গে সবকিছুর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

**আন্তরিক ঈমান ও ঈমানের সত্যায়ন**

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে আন্তরিকভাবে দৃঢ় বিশ্বাস করার নাম ঈমান। উভয় জিনিসকে মুখে স্বীকার করাও আবশ্যক। অন্তরে বিশ্বাস করা ঈমানের হাকীকত। মুখে সত্যায়ন করা ঈমানের আলামত। কেননা মুখ হলো অন্তরের ভাষ্যকার। মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া অন্তরের অবস্থা জানা যায় না। বাহ্যিক বিধান চালু করা মুখেরই কাজ। যদি কোন মানুষ বোবা হয়, অথবা কাউকে কুফরীর শব্দ উচ্চারণে বাধ্য করে, কিন্তু তার অন্তরে ঈমান রয়েছে, তবে আন্তরিক বিশ্বাসের পরেও মৌখিক স্বীকৃতির সুযোগ না থাকে, এর পূর্বে

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wasallam)

মৃত্যু আসলে মৌখিক স্বীকৃতি বর্জনের ফলে অসুবিধা হবে না, কারণ এ অবস্থায় মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের জন্য শর্ত নয়।

আহলে হাদীসের মতে ঈমান আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া অর্জিত হয় না। আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের ক্ষেত্রে একই কথা। ঈমান এ অবস্থাকে বলা হয় যে, সততার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, বিধানসমূহের প্রতি আমল করতে হবে এবং মুখে ঘোষণা করতে হবে। এ তিনটি ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত বিশেষ কোন মতভেদ নেই।

পূর্ণ ঈমান উহাকে বলা হয় যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, ঈমান আমল ছাড়া অসম্পূর্ণ। তবে মূল ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাস। ঈমান এরূপ বৃক্ষের মত বলে জানা উচিত, যার কাণ্ড হলো তাসদীক বা বিশ্বাস, আমল ও আনুগত্য হলো এ তাসদীকের ফলাফল। যে বৃক্ষের ঢাল, পাতা, ফুল, পাপড়ি ইত্যাদি থাকে না এটি গাছ বলার যোগ্য হয় না। প্রকৃতপক্ষে গাছ উহাকে বলা হয়, যার পাতা, ডাল, ফুল, ফল ইত্যাদি রয়েছে। তদ্রূপ ঈমানে কামেল উহাকে বলা হয়, যা নেক আমলের পত্র পল্লবে সুশোভিত হয়। আমল ছাড়া ঈমান নাকেস বা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ ঈমানকেও ঈমানই বলা হয়। কুরআন মজীদের অনেক জায়গায় ঈমানের সাথে আমলে সালেহকে (ভালকাজ) মিলানো হয়েছে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ﴿٢٧٧﴾

"অবশ্যই যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করতে থাকে।"[৩০]

এ আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, মূল ঈমান হলো তাসদীক, আমলে সালেহ (নেক কাজ) হলো পৃথক জিনিস। যদি ঈমানকে পূর্ণকারী এই উপাদান হয়, এ উদাহরণ জেনে রাখা উচিত, অমুকের নিকট এ জিনিসও আছে, ঐ জিনিসও আছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তার কাছে উভয় জিনিস আছে। তবে উভয়টি পৃথক পৃথক। উভয়কে এক বলা ঠিক নয়, যে উভয়কে একত্রিত করবে সে ভুলের মধ্যে আছে।

---

[৩০]. আল-কুরআন. সূরা বাকারা আয়াত : ২৭৭

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

এ কথাও জেনে নেয়া উচিত যে, শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে জানার নাম ঈমান নয়; বরং অন্তরে তা সত্যায়ন করাও আবশ্যক। কেননা জানা এক জিনিস, বিশ্বাস অন্য জিনিস।

তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারা উদ্দেশ্য মেনে নেয়া ও কবুল করা। একে ফারসী ভাষায়- "গিরুবিদান" বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে অন্তর রং কবুল করার দ্বারা রঙ্গিন হয় এবং বিশ্বাসের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়। ইলম শুধু জানাকে বলা হয়। সমস্ত কাফির বিশেষ করে আরবের ইহুদীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী হিসেবে জানত এবং এমনভাবে চিনত যেমন নিজের সন্তানকে চিনে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী-

يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴿١٤٦﴾

"তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপভাবে চিনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে।"[৩১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্মের সংবাদ, তাঁর আকৃতি, চরিত্র, আচার-আচরণ, গুণাবলী, নাম-নিশানা, জন্মের স্থান ইহুদীদের কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তাদের মুখে জারি ছিল। অনেক ইহুদী এ প্রতীক্ষায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে উঠে এসে মদীনা শরীফে বসতি স্থাপন করে নিজের জীবন কাটিয়ে দেয় এবং মৃত্যুর পূর্বে সন্তানদেরকে এ অসিয়ত করে যায় যে, যদি শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটে, তবে আমার সালাম পৌঁছাবে। আমার ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে। সারকথা হলো ইহুদীদের চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে অধিক জ্ঞাত অন্য কোন সম্প্রদায় ছিল না। কিন্তু যখন নবুয়তের সূর্য উদিত হয়, তখন ইহুদীদের ভাগ্যে লিখিত অকল্যাণ তাদের বিবেকের উপর পর্দা করে দেয় এবং হিংসা-বিদ্বেষের ফলে প্রকৃত অবস্থা লাভ করতে পারেনি; বরং কুফরী ও অস্বীকৃতির গর্তে নিমজ্জিত হয় এবং মুক্তির সকল পথ থেকে বঞ্চিত হয়।

এ থেকে এ কথাও উদ্ভাসিত হয়ে যায় যে, জ্ঞান ও বিবেক আল্লাহর অনুগ্রহ ও হেদায়াত ছাড়া কাজে আসবে না।

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴿١٤﴾

[৩১]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৬

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

"তারা অন্যায়ভাবে অস্বীকার করেছে, প্রতারণা ও হিংসার ফলে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেছিল।"[৩২]

فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ.

"আমরা ঐ ইলম থেকে পানাহ চাই, যে ইলম কোন উপকারে আসে না এবং ঐ অন্তর থেকে যা আল্লাহকে ভয় করে না।"

علمے کہ راہ حق نماید جہالت است۔

যে জ্ঞান সঠিক পথ প্রদর্শন করে না, তা মুর্খতা।

وَهُوَ لَايَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ.

"ঈমানে হ্রাস বৃদ্ধি নেই।"

যখন এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ঈমানের হাকীকত আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বিতীয় নাম। আন্তরিক বিশ্বাস তো একই হয়ে থাকে। তাতে সংখ্যার দখল নেই। তাই ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কেননা কম-বেশী হওয়া একটি সংখ্যা, যাতে আধিক্য ও সংখ্যা পাওয়া যায়। যদি তাসদীকসহ আমলকেও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে আমলে কম-বেশীর প্রভাব ঈমানে পতিত হওয়াকে মেনে নিতে হবে। যেহেতু তাসদীক এরূপ নয়, সেহেতু এ কথাও হবেনা। ইমাম আবূ হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন; وَلَا يَـزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ (ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না)। নিঃসন্দেহে তা সঠিক। প্রকৃত পক্ষে এটি এদিকে ইশারা যে, আমল ঈমানের অংশ নয়। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাযহাব।

## ঈমান ও ইসলাম

ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস। তবে বাহ্যিক ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য আন্তরিক বিশ্বাস। আর অবস্থা আড়াল। ইসলাম বাহ্যিক আমলের অনুকরণ এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বিতীয় নাম। আল্লাহ তা'আলার বাণী-

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا ﴿١٤﴾

[৩২]. আল-কুরআন, সূরা নামল, আয়াত: ১৪

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

"বেদুইগণ বলেছে, আমরা ঈমান এনেছি, হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা ঈমান আননি (অর্থাৎ অন্তর দিকে বিশ্বাস করোনি) তবে এ কথা বলো যে, আমরা মুসলমান হয়েছি।"[৩৩] বাহ্যিক বিশ্বাস হচ্ছে আহকামের আনুগত্য করা।

এ হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মু'মিন মুসলমান এবং প্রত্যেক মুসলমান মু'মিন। তাকে কোন প্রকারের বৈপরীত্য নেই।

## ইনশা আল্লাহ শব্দে ঈমানের স্বীকৃতি

আলেমগণ এ মাসআলায় মতভেদ করেছেন যে, কারো কথা "আমি ইনশা আল্লাহ মু'মিন" কথাটি বিশুদ্ধ কিনা। হানাফী আলেমগণ এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহির অনুসারী আলেমগণ বলেন, এরূপ বলা জায়েয। উভয় ক্ষেত্রে কারো মতভেদ নেই। যদি ইনশা আল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য কোন প্রকারের সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়, তবে হানাফীদের কথা শুদ্ধ। যদি আল্লাহ তা'আলার নাম বরকত হিসেবে উল্লেখ করে তবে শাফেয়ীদের কথা শুদ্ধ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রতারণা এবং সন্দেহ মন থেকে দূর করতে হবে। কেননা সন্দেহ ও দ্বিধা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

أُولَـٰئِكَ يُؤْمِنُونَ حَقًّا (তারা সত্যিকারভাবে বিশ্বাসী) দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য। সন্দেহ ব্যতীত ঈমানের স্বীকৃতি দান করা হবে। সারকথা হলো কোন কোন ক্ষেত্রে 'ইনশা আল্লাহ' শব্দ বলা শুদ্ধ। তবে উত্তম এই যে, 'ইনশা আল্লাহ' এরূপ ক্ষেত্রে বলা যাবে না, যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা না হয়।

## বাধ্যকৃত ঈমান

اِيْمَانُ الْبَاْسِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ (কঠিন অবস্থায় ঈম্যান গ্রহণীয় নয়) বা'স মূলত কঠিন ও আযাবকে বলা হয়। এখানে উদ্দেশ্য ঐ আযাব ও কাঠিন্য যা মৃত্যুর যন্ত্রণা ও পরকালের ভয়ংকর অবস্থা দেখার সময় সৃষ্টি হয়। হাদীসে ধারাবাহিকভাবে একথা এসেছে যে, মৃত্যুর সময় প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে স্বীয় পরবর্তী অবস্থা দৃশ্য হয়। মু'মিন তার চোখে বেহেশত আর কাফির দোযখ দেখতে পায়। যদি কাফের এ অবস্থায় ঈমান আনে, তবে তার ঈমান

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

৩৩. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৪

গ্রহণীয় হবে না। কেননা, ঈমান তো মানুষের অদৃশ্যে এবং ইচ্ছায় আনতে হয়। তাতে মানুষের ইচ্ছা, নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ নির্দেশের আনুগত্যের বড় দখল রয়েছে। তবে এ অবস্থায় ঈমান আনাকে অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা বলা হয় না। বরং বিপদের সময়ে ঈমান হবে। কিয়ামতের দিন সকল কাফির প্রার্থনা করবে-

رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا فَٱرۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

"হে আল্লাহ! আমরা দেখেছি, শুনেছি এবং বিশ্বাস করছি, যা কিছু আপনার নবীগণ দুনিয়ায় সংবাদ দিয়েছেন এবং আপনি কিতাবে লিখেছেন, তা সত্য ছিল। আমাদেরকে একবার পৃথিবীতে পাঠান, যাতে আমরা ঈমান আনতে পারি, ভাল কাজ করতে পারি এবং পুণ্যের অধিকারী হতে পারি।"[৩৪]

সমস্ত আহলে হক এ মাসআলায় একমত যে, কঠিন অবস্থার ঈমান গৃহীত নয়। হাদীস শরীফে এসেছে-

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ تُغَرْغِرْ.

"আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা ঐ সময় পর্যন্ত কবুল করবেন যতক্ষণ গরগরা না এসে যায়।"

গরগরা মৃত্যুর অবস্থা, সাকরাতের কঠিন অবস্থা এবং আত্মার হলকে কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। কুরআন মজিদে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে-

فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا ﴿٨٥﴾

"কঠিন অবস্থা ও আযাব দেখার সময়ের ঈমান তাদেরকে কোন উপকার দেবে না।"[৩৫]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে-

وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ﴿١٨﴾

[৩৪] আল-কুরআন, সূরা সেজদাহ, আয়াত : ১২
[৩৫] আল-কুরআন, সূরা গাফির, আয়াত : ৮৫

Digitized by Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

"ঐ সব লোকের তাওবা কবুল হবে না, যারা গুণাহ করে, এমনকি যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলে আমি এখন তাওবা করছি।"[৩৬]

এ আয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণ আরো স্পষ্ট হয়েছে। প্রথম আয়াতে এ সম্ভাবনা রয়েছে কঠিন অবস্থা দেখা দ্বারা কিয়ামতের নিদর্শন উদ্দেশ্য। যেমন- পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য উঠা। কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতকে এ অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, মৃত্যুর ভয়ে তাওবা করা এবং ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন উপরে আলোচনা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর ভয়ে গুণাহ থেকে তাওবাও গ্রহণযোগ্য নয়। ফিকাহবিদদেরও এ আকীদা-বিশ্বাস। তবে অধিকাংশ আশয়ারী আলেমগণ মৃত্যুর রোগ বা মৃত্যুর ভয়কালীন তাওবাকে গৃহীত বলে মনে করেন। তবে কঠিন অবস্থার ঈমান সকলের ঐক্যমতে গৃহীত নয়।

## ঈমান ও কঠিন অবস্থার তাওবা

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, এ কথার উপর উম্মতের ইজমা যে, ফিরাআউনের ঈমান, যা ডুবে মরার সময় এনেছিল তা কবুল হয়নি। কারণ ডুবে মরার সময় জীবন বিপদাপন্ন ছিল, এ বিপদকালে ঈমান যথাযথ হয় না। উম্মতের সমস্ত আলেম, মুজতাহিদ, মাশায়েখ ও উম্মতের আনুগত্যশীলদের এটি ঐক্যমত। শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব ক্ষেত্রে ঈমান আনা নিন্দনীয়। কুরআন মজীদে এ কথা আরো স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ, ফিরাআউন কাফির ছিল, মন্দ লোক ছিল এবং জাহান্নামী ছিল।

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

"আমি পরবর্তী ও পূর্ববর্তীদের জন্য উপদেশ বানিয়েছি।"[৩৭]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

يُقَدِّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا وَرَدَهُمُ النَّارُ.

যে ব্যক্তি আরবি ভাষা জানে, সে জ্ঞাত যে, يُقَدِّمُ قَوْمَهُ এর অর্থ সে স্বীয় গোত্রসহ জাহান্নামে যাবে। সে স্বীয় গোত্রের ইমাম ও নেতা হবে।

---

[৩৬]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১৮
[৩৭]. আল-কুরআন, সূরা নাযিয়াত, আয়াত : ২৬

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallim)

হাদীস শরীফে জাহেলী যুগের কবি সম্রাট ইমরুল কায়সের নিন্দায় বলা হয়েছে;

يُقَدِّمُ الشُّعَرَاءُ اِلَي النَّارِ.

"সে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের নেতৃত্ব দেবে।"

অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

"ফিরাআউন স্বীয় সৈন্যদের সাথে অহংকার করেছে, জমিনে অন্যায় ধারণা করেছে যে, তার সৈন্যবাহিনী খুবই শক্তিশালী। তার একথা জানা ছিল না যে, তার ধন-সম্পদ ও প্রতাপ ঐ মহা শক্তিধর আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার দিকেই ফিরে যেতে হবে। কাফেরগণ ভুল ধারণা করেছিল যে, তাদেরকে আমার কাছে ফিরে যেতে হবে না।"[৩৮]

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

"আমি তাকে এবং তার বাহিনীকে পাকড়াও করেছি এবং তাদেরকে নীল নদীর ঢেউয়ে সোপর্দ করেছি। অতঃপর দেখ, যালিমদের পরিণতি কি হয়েছে।"[৩৯]

আরো বলেছেন-

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

[৩৮] আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ৩৯
[৩৯] আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ৪০

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

"আমি ফিরাআউন ও তার বাহিনীকে দোযখীদের ইমাম ও নেতা বানিয়েছি। তারা দোযখের দিকে আহবান করে। তাদেরকে কিয়ামতের দিন সাহায্য করা হবে না। বরং তারা বিতাড়িত ও পরিত্যক্ত হবে।"[৪০]

وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

"আমি এ দুনিয়ায় তাদের জন্য লা'নত নির্দিষ্ট করেছি এবং তার বাহিনী লাঞ্ছিত হবে।"[৪১]

কুরআন মজীদের এ সব আয়াত দ্বারা ফিরাআউনের অবস্থা ও পরিণতি ভালভাবে জানা গেছে। যদি সে মুসলমান ও পবিত্র হয়ে মারা যেত, তাহলে কুরআন মজীদে এ কথা বলা হত না। যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, তার এ যুলুম ও অবাধ্যতা দুনিয়ার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তারপরও আমরা কুরআনের এ কথার সামনে "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ" (কিয়ামতের দিন ফিরাআউন ও তার বাহিনী লাঞ্ছিত হবে) আমাদের মানতে হবে যে, বিপদের সময় তার ঈমান কবুল হয়নি। বিবেক-বুদ্ধি অকাট্যভাবে এ কথা মেনে নেয় না যে, ফিরাআউন আল্লাহর নিকট সত্য ও সঠিক মু'মিন। তার জীবনের কোন ভাল দিক পাওয়া যায় না, তার পরকাল ভাল হওয়ারও কোথাও আলোচনা পাওয়া যায় না। এভাবে যে, আমার অমুক বান্দা আজীবন খারাপ কাজে লিপ্ত ছিল, পরিশেষে আমার দয়া ও অনুগ্রহে ভাল হয়ে গেছে। সর্বত্র ফিরাআউনের শুধু নিন্দাই পাওয়া যায়, ভর্ৎসনার শব্দ পাওয়া যায়। তার ঈমান আনা বা ইসলাম গ্রহণ করার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। এ আয়াতের ব্যাপারেও চিন্তা করা উচিত।

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

[৪০]. আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ৪১
[৪১]. আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ৪২

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

"এমনকি যখন ফেরআউন ডুবতে লাগল, তখন বলতে লাগল, আমি ঈমান এনেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আমার কোন মা'বুদ নেই, যেমন বনী ইসরাঈল স্বীয় মা'বুদ বানিয়েছে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।"[৪২]

এ আয়াতের পূর্বাপর চিন্তা করলে জানা যায় যে, সেই যালেম আজীবন অহংকার ও বাড়াবাড়ির মধ্যে ডুবে ছিল। মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম তার ও তার বাহিনীর শাস্তির আবেদন করেছিলেন। যখন সে জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে এবং আল্লাহর আযাবকে নিজের চোখের সামনে দেখছে, তখন মৌখিকভাবে ইসলামের কথা স্বীকার করেছে। হুকুম হয়েছে যে, এ সময় ঈমান আনা কোন কাজে আসবে না। ইখতিয়ার হাত থেকে চলে গেছে। তোমার কুফর-ফাসাদ কোথায় গেছে, আজ আমি দুনিয়াতেও তোমাকে লাঞ্ছিত করবো। তোমার লাশ নদী থেকে উঠিয়ে বিশ্ববাসীর উপহাসের ক্ষেত্রে পরিণত করবো, যাতে মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বেআদবীর পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে। আখেরাতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে।

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ ﴿٢٦﴾

"আল্লাহ তা'আলা ফিরাআউনকে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবে পাকড়াও করেছেন, এতে ভয়কারীদের জন্য উপদেশ রয়েছে।"[৪৩]

## হযরত আসিয়া আলাইহাস সালাম

এ ধারণা যে, হযরত আসিয়া আলাইহিস সালাম (ফিরাআউনের স্ত্রী) হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন; قُـرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ (এ শিশু আমার ও তোমার চোখ শীতল করবে, একে হত্যা করো না)।

এটি ছিল হযরত আসিয়া আলাইহাস সালামের কেবল ধারণা ও খেয়াল। এ ঘটনায় আল্লাহ তা'আলার এ হেকমত ছিল যে, মুসা আলাইহিস

[৪২]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯০
[৪৩]. আল-কুরআন, সূরা নাযিয়াত, আয়াত : ২৫-২৬

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

সালাম যেন যালিমদের হাত থেকে মুক্তি পান এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হন। কেননা, ফেরাউন তখন পুরুষ সন্তানকে জীবিত থাকতে দেয়নি। হযরত আসিয়া তাঁকে বাঁচানোর একটি তদবীর করেছে। হযরত আসিয়া আলাইহিস সালামের এ দুরদর্শিতা ও ইলহাম হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নবী হওয়ার কথা জানতে পেরেছে।

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴿٨﴾

"জন্মের পর ফিরাআউনের বংশধর হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নিয়েছে, যাতে তাদের সাথে শত্রুতা করতে না পারে।"[৪৪]

এ শত্রুতা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ শত্রুতা যা মূল বিষয়ে হয়ে থাকে। যদি ফিরাআউন মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করতো, তবে এ শত্রুতা স্থায়ী হতো না।

কুরআন মজীদ ছাড়া হাদীস শরীফেও ফিরাআউনের নিন্দা পাওয়া যায়। সকল উম্মতের ইজমা এ কথার উপর যে, সাহাবা ও তাবেয়ীন, মুজতাহিদগণ, মুতাকাদ্দিমিন ও মুতায়াখখিরীনের মাশায়েখগণ থেকে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, সে কাফির হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে। যদি তার পরিণতি ভাল হতো তাহলে তার কুফরী ও অবাধ্যতার কথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় পরিচিত হতো না।

### ফিরআউন ও আবূ জাহেল

যখন বদর যুদ্ধে অভিশপ্ত ফিরাআউন নিহত হয়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَاتَ فِرْعَونُ هَذِهِ الأُمَّةِ.

"এ উম্মতের ফিরাআউন মৃত্যুবরণ করেছে।"

যদি ফিরাআউন পবিত্র হতো, তাহলে তার সাথে নিশ্চিত জাহান্নামী আবূ জাহেলকে তুলনা করতেন না। যদি এ সন্দেহ করা হয় যে, এ উপমা কুফরী ও অহংকারের ভিত্তিতে, যা তার জীবনে প্রকাশ পেয়েছে। তাহলে এর উত্তর হলো, শরীয়তে কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, ঈমান আনার এবং

[৪৪]. আল-কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত : ৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্বের কুফর ও অবাধ্যতার সাথে তুলনা করা হয়। কেননা, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল পাপকে দূরীভূত করে দেয়। কুরাইশদের অনেক বড় বড় নেতা যারা জীবনের বড় অংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতার বিনষ্ট করে দিয়েছে, ঈমান আনয়নের পর তারা দুনিয়া থেকে ঈমানী সম্পদ নিয়ে কবরে গিয়েছে। শরীয়তে তাদের জীবনকালের ব্যাপারে নিন্দা বা কুৎসা পাওয়া যায় না।

কুরআন মজীদ বিশেষভাবে ফিরাআউনের কাজ-কর্মকে অপছন্দ পেশ করেছে। মাশায়েখদের কেউই তাকে মু'মিন বলেন নি। শুধু শায়খ মুহীউদ্দিন আরাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব "ফুসুসুল হিকম" এ মু'মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার এ ধারণা যদি কঠিন অবস্থা ঈমান কবুল হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়, তবে তার একথা ইজমার পরিপন্থী হবে। আর যদি তিনি এ ধারণা করেন যে, ফিরাআউনের অবস্থা কঠিন হয়নি, তবে তাও শুদ্ধ নয়। কেননা, নদীতে ডুবে মরা এবং মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়াও কষ্ট ছাড়া বাধ্য হবার অবস্থা আর কী হবে। যখন ইজমার মাধ্যমে ফিরাআউনের কাফির হওয়া প্রমাণিত এবং বিপদের মুহূর্তে ঈমান আনা অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত হলো তখন ফিরাআউন নিশ্চিত কাফির। স্বয়ং শায়খ ইবনুল আরাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি "ফতুহাতে মক্কীয়া" এর মধ্যে ফিরাআউনের নিন্দা বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে কট্টর কাফির বলেছেন। তিনি বলেছেন, দোযখে বিভিন্ন স্তর থাকবে, কোনটি কোনটির চেয়ে ভয়াবহ। একটি অংশ অবাধ্য ও প্রতারক মানুষদের জন্য। যেমন- ফেরাউন প্রমুখ। কারণ সে কট্টর কাফির।

তবে 'ফুসুসে' এ ভাষ্যের বিপরীত রয়েছে। কোন কোন আলেম বলেন, ফুসুসে কুরআনের আয়াত "حَتَّـــى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ" (এমন কি যখন ডুবার উপক্রম হয়ে যায়, তখন সে বলে আমি ঈমান এনেছি)'কে প্রমাণ নির্ধারণ করেছে। তবে বিশ্লেষণমূলক ও নির্ভরযোগ্য খেয়াল ইবনে আরাবীর নিকটও উহাই যা "ফতুহাতে মক্কীয়াতে" রয়েছে।

## ইবনে আরাবী ও ফিরআউনের ঈমান

যদি ইবনে আরাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মতে ফিরাআউনের ঈমান সঠিক হয়, তবে উম্মতে রাসূলের সকল আলেমের চিন্তাধারার বিপরীত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

কিভাবে তাকে ঈমানদার বলা যাবে। শরীয়তের দলিল ও প্রমাণাদিতে ইজমা তো অকাট্য দলিল।

সর্বদা আমরা অস্থির যে, এ মুয়ামালায় কি ফায়সালা করা হয়। এটি তো হতে পারে না যে, শায়খ ইবনে আরাবী অমনোযোগী হয়ে কপটতার আশ্রয় নিয়ে উম্মতের ইজমাকে মেনে নিয়েছেন। এটিও হতে পারেনা যে, সমস্ত আলেমদের বিপরীত আল্লামা ইবনে আরাবীর একটি কথাকে মেনে নেয়া যাবে। বর্তমান যুগের কিছু দুষ্ট লোকের ন্যায় ইসলামের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গিয়ে ফিরাআউনকে মু'মিন বলে মেনে নেয়া যায়। نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخَلَلِ وَالزَّلَلِ (আমরা ভুল ও পদস্খলন থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি)।

নবীগণ ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কেউ ভুল থেকে মুক্ত নয়। কারো গবেষণায় ভুল হলেও ক্ষতি কী? মাযহাবের ইমাম, ধর্মীয় নেতা, সমগ্র বিশ্ব যাদের অনুসরণ করে, তাদের থেকেও দ্বীনি মাসআলাতে কোন কোন স্থানে ভুল প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ ভুলকে ইজতেহাদী গলতী বা গবেষণামূলক ভুল বলা হয়। যদি শায়খ ইবনে আরাবীর এক মাসআলায় ইজতেহাদী ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। আমাদের চিন্তা হচ্ছে উম্মতের ইজমার বিপরীত এক ব্যক্তির কথাকে কিভাবে মেনে নেয়া যায়? যদি এ আকীদা শুদ্ধ হয় যে, সমগ্র উম্মতের মধ্যে একজনও সত্য কথা বলতে পারে, তবে তার জন্যও জোরালো দলিলের প্রয়োজন। শুধু তাকলীদ ও অনুসরণ উদ্দেশ্য হলে অন্যান্য গবেষকদের অনুসরণ ও তাকলীদের ব্যাপারেও দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। তাদের ব্যাপারে ভিন্ন দৃষ্টি থাকা উচিত নয়।

যদি এ কথা বলা যায় যে, হযরত শায়খ ইবনে আরাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি একজন উচ্চস্তরের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, হাকীকত ও সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তার পক্ষে শরয়ী মাসআলায় ভুল করা অসম্ভব। তিনি যে সিদ্ধান্ত কায়েম করেছেন, কম-বেশী ছাড়া তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। তাহলে এটি তো একটি স্বতন্ত্র কথা।

শায়খ ইবনে আরাবীর হাকীকত ও দক্ষতা স্বীয় স্থানে সঠিক। অন্য কারো এ স্থানে পদচারণের অধিকার নেই। তবে এটি চিন্তালব্ধ ফিকহের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

মাসআলা। এতে বিশুদ্ধ কিয়াস ও দলীল থাকা প্রয়োজন। এটি সর্বজন গৃহীত কথা যে, মানুষ ভুলে অভ্যস্ত। নবীগণ ছাড়া কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়। সর্বশেষ তিনি 'ফতুহাতে' বলেছেন এবং তার সমস্ত অনুসারী এ কথাকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন মজীদে কোন আয়াত স্থায়ী আযাবের ব্যাপারে নাযিল হয়নি। আমরা বলি দোযখে প্রবেশ করাও তো স্থায়ী আযাব ভোগ করা। দোযখে সর্বদা থাকাও তার মতে স্থায়ী আযাব হবে না। অথচ কুরআন মজীদে স্থায়ী আযাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। অনেক জায়গায় এসেছে-

১. ﴿وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ 'তারা সর্বদা আযাবে থাকবে।'

২. সূরা ফুরকানে এসেছে- ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ 'সর্বদা আযাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।'

৩. সূরা আলিফ লাম সিজদায় বলেছে- ﴿وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْخُلْدِ﴾ 'তোমরা স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।'

৪. সূরা যুখরূপে রয়েছে- ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ 'অবশ্যই পাপীগণ সর্বদা দোযখে শাস্তিতে থাকবে।'

শায়খ মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবীর ইলম ও পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী শাস্তির প্রবক্তা না হওয়া শায়খের ভুল ছাড়া আর কি হতে পারে।

সারকথা এই যে, বিশ্বাস সংক্রান্ত মাসআলায় দুর্বল কথা ধরে আমাদের জমহুর থেকে পৃথক হওয়া উচিত হবে না; বরং মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা উচিত। বিশেষ করে যেসব মাসআলায় সমস্ত উম্মত একমত, সে সব ক্ষেত্রে পৃথক হওয়া যাবে না। তবে আদব ও আখলাকের ক্ষেত্রে মাশায়েখদের অনুসরণ করতে হবে এবং সকলের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখতে হবে। এ চেষ্টা থাকা উচিত যে, এদের কথাকে উলামা ও মুজতাহিদদের অনুকুল করা। সাধনা ও ইবাদতে পূর্ণ মাত্রায় তাদের পদাংক অনুসরণ করা উচিত। যদি যোগ্যতা পরিপূর্ণ হয়, নিয়ত সঠিক হয় এবং প্রচেষ্টা শক্তিশালী হয়, তাহলে অবস্থাদি ও নূরসমূহ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

এমনিতেই প্রকাশ হয়ে যাবে। তাতে কোন রকমের বানোয়াট ও অনুসরণের প্রয়োজন নেই।

**শায়খ ইবনে হাজর মক্কীর অভিমত**

শায়খ ইবনে হাজর মক্কী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব 'যাওয়াজির' এর মধ্যে বলেছেন যে, আল্লাহর তা'আলার এ বাণীর ভিত্তিতে ' فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ' (যেমন যখন তারা আমার আযাব দেখবে, তখন তাদের ঈমান কোন ফায়দা দেবে না) সমস্ত আলেম ও মুজতাহিদগণ ফিরআউনের কাফির হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। যদিও কারো মতে আল্লাহ প্রতি ঈমান আনা গ্রহণীয় হয়। তবুও ইজমা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেননা শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং রাসূলকে না মানা ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। যদি আমরা মেনেও নেই যে, ফেরাউন আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনেনি তবে এরূপ ঈমান তার কোন কাজে আসবে না। যদি কোন কাফিরও ' أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসলমানগণ যার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলে, তারপরও যতক্ষণ পর্যন্ত ' أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ ' (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল) না বলে ততক্ষণ মু'মিন হবে না।

কেউ কেউ বলেন, ফেরাআউনের যাদুবিদগণও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনেনি। তাদের ঈমান কিভাবে গৃহীত হলো। কারণ যাদুবিদগণ বলেছে-

ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٢﴾

"আমরা বিশ্ব রবের প্রতি ঈমান এনেছি। যিনি মুসা ও হারুনের রব।"[৪৫]

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alaihi Wasallim)

৪৫. আল-কুরআন, সূরা আরা'ফ, আয়াত : ১২১-১২২

এখানে ঈমানের সম্পর্ক মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামের রবের দিকে করে, তাদের প্রতিও ঈমান আনা হয়েছে। ফেরাআউন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দিকে সম্বন্ধ করেনি। সে বলেছে- ' اَلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل ' আমি ঈমান এনেছি, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে।

একথাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যাদুবিদগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। আর মূসার মু'জিযার উপর। রাসূলের মু'জিযার প্রতি ঈমান আনা মূলতঃ রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। যাদুবিদগণ স্পষ্টভাবে মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছে। কিন্তু ফেরাউনের হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনার কথা ইঙ্গিতেও পাওয়া যায় না। সে বনী ইসরাঈলের কথা স্বীকার করেছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে বিশ্বাস করেনি। ফলে সে কাফিরই থাকবে।

যদি এ কথা বলা হয় যে, কতেক সুফী লিখেছেন যে, শাস্তি দেখার সময় ঈমান আনাও ফলপ্রসু হবে। তাহলে ফিরাআউনের কুফরের উপর ইজমার দাবী কিভাবে গৃহীত হবে। এর উত্তর এই যে, প্রথমত সুফীদের এরূপ লিখাই ভুল। যদি কোন কোন মুজতাহিদ-সূফী এরূপ লিখে থাকেন তা গ্রহণযোগ্য। তবে ইজমায়ে উম্মতের সামনে ফিরাআউনের ঈমান আনার বিষয়কে পেশ করা হবে। কারণ ফেরাআউন কেবল বিপদের মুহূর্তে ঈমান আনার কারণেই কুফরীর দিকে ফিরে যায়নি; বরং সে কঠিন সময়ে ও বিপদের মুহূর্তে ও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনা পছন্দ করেনি।

যদি একথা বলা যায় যে, ইবনে আরাবী বিপদ ও শাস্তি দেখার সময়ের ঈমান সহীহ বলে মনে করেন। আর তিনি ফেরাউনের ঈমানকে এ ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। এর উত্তর এই যে, এ কথা ইবনে আরাবী থেকে সাব্যস্ত নয়। এ মাসয়ালা ইবনে আরাবীর ফয়সালা মেনে নেয়া যায় না। কেননা, নবীগণ ব্যতীত কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এ সকল আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, শাস্তি দেখার সময়ের ঈমান গৃহীত নয়। আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান থাকার পর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চিন্তা করা যায় না। ইমামগণ, সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদগণ হাদীস ও ইজমার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এখন একথা সাব্যস্ত হয়েছে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যে, শাস্তি দেখার সময়কালীন ঈমান বিশুদ্ধ নয়, তখনও ফিরাআউনের ঈমান না আনা প্রমাণিত। আর যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, শাস্তি দেখার সময়ের ঈমান শুদ্ধ। তখনও ফিরাআউনের ঈমান মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামের উপর ছিল না। ফলে শুধু আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

## কবীরা গুনাহের ফলে ঈমান রহিত হয় না

কবীরা গুনাহ বান্দাকে ঈমান থেকে বের করে দেয়না। আমরা উপরে আলোচনা করেছি যে, ঈমানের মূল হলো আন্তরিক বিশ্বাস। আমল মূল ঈমানের হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে নেক আমল ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। বরং ঈমান অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। কোন জিনিস অপূর্ণাঙ্গ হওয়া, তাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে না। তবে তাকে পূর্ণতার স্তর থেকে নিচে নামিয়ে দেয়। এ থেকে এ কথাও সামনে এসে যায় যে, কবীরা গুনাহ মু'মিনকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করে না। তবে পূর্ণ ঈমান থাকেনা। পাপাচার মানুষকে কাফেরে পরিণত করেনা। তবে পাপী বানিয়ে দেয়। অতএব একথা স্বীকার করতে হবে যে, মু'মিন দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের মু'মিন যারা সম্পূর্ণ আনুগত্যশীল, এদেরকে মু'মিনে কামিল বলা হয়। আরেক ধরনের মু'মিন যারা পাপাচারে লিপ্ত। এদেরকে মু'মিনে নাকিস বলে। পাপীকে কুরআন মাজীদ মু'মিন বলে সম্বোধন করেছে। তার উপর ইসলামের সকল বিধান কার্যকরী হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ পাপী ফাসিকদের জানাযার নামায পড়েছেন। তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতেন এবং তাদের জন্য দোয়া ইস্তিগফার করতেন। এতে প্রতীয়মান হয়, পাপীরা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না।

## কবীরা গুনাহ ও সগীরা গুনাহ

গুনাহ দু'প্রকার। কবীরা ও সগীরা। কবীরা গুনাহ উহাকে বলা হয়, যা নিশ্চিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং এর উপর নিয়মানুযায়ী শাস্তির ধমক এসেছে। কবীরাগুনাহ হলো- ১. অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ২. ব্যাভিচার করা, ৩. নেককার বিবাহিতা নারীকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া, ৪. কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৫. সমকামিতা করা, ৬. যাদু করা ৭. ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা ৮. মুসলমান

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

পিতা-মাতাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া ৯. মক্কা শরীফের হেরেম শরীফে অন্যায় কাজ করা। ১০. সুদ খাওয়া ১১. চুরি করা ১২. মদ ইত্যাদি নেশা দ্রব্য সেবন করা ১৩. শুকরের গোশত ভক্ষণ করা, ১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ১৫. বিনা কারণে সত্য সাক্ষ্য গোপন করা ১৬. বিনা কারণে রমযানের রোযা না রাখা ১৭. নামায না পড়া, ১৮. ওয়াক্ত ছাড়া নামায পড়া ১৯. যাকাত না দেয়া ২০. মিথ্যা কসম খাওয়া, ২১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ২২. মাপে কম দেয়া, ২৩. অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সাথে ঝগড়া করা ২৪. সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দান থেকে বিরত থাকা ২৫. কুরআন মজীদ শিখে ভুলে যাওয়া, ২৬. কোন জীবিত প্রাণীকে দাহ করা ২৭. স্বামীর নাফরমানী করা ২৮. পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি যুলুম ও শত্রুতা করা ২৯. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়ার ভিত্তি রাখা ৩০. আলেম ও হাফেজদেরকে অবমাননা করা ৩১. আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার ব্যাপারে নিরাশ হওয়া ৩২. আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে নির্ভয় হওয়া।

উপরিউক্ত সবগুলো কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। মাওলানা জালালুদ্দীন দাওয়ানী রুইয়ানী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত রুইয়ানী ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র ছিলেন।

কোন কোন আলেম কবীরা গুনাহের ব্যাপারে বিস্তারিত আরো কিছু বর্ণনা করেছেন। তবে কবীরা গুনাহ জানার কায়দা হলো শরীয়তে যে ব্যাপারে ধমক এসেছে, এ কাজ করাকে কবীরা গুনাহ বলে। যা এরূপ নয় তাকে সগীরা গুনাহ বলে। যেহেতু সগীরা গুনাহের মধ্যে এত কঠোরতা নেই, সেহেতু এ থেকে বেঁচে থাকাও কষ্টকর। পছন্দনীয় কথা হলো সগীরা গুনাহের ফলে তাকওয়ার ক্ষতি হয়না এ শর্তে যে, এর অভ্যস্ত যেন না হয়ে পড়ে। কবীরা গুনাহ যদিও ঈমানে দুর্বলতা ও ক্ষতিসাধন করে, তবে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় না।

### খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের দলীল

খারেজী সম্প্রদায়ের মতে কবীরা গুনাহ নয়; বরং সগীরা গুনাহকারীকেও কাফির বলা হয়। এ মাযহাব যেহেতু স্বয়ং বাতিল সেহেতু তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলেন, কবীরা গুনাহকারী মু'মিন থাকে না এবং একে কাফিরও বলা হয় না। এটি প্রথম মাসয়ালা যা ইসলামে সমস্ত

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

মুসলমানের ইজমার পরিপন্থী। মু'তাযিলা এমন একটি দল যারা ইসলামে ছিদ্রান্বেষণ করেছে, তারা বিবেকের অনুসরণকারী। বাহ্যিক নসকেও তারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বিশ্বাসী। তাদের মাযহাব বাতিল, ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে দুটি গুণে বিভক্ত করেছেন। হয়তো মুসলমান নতুবা কাফির। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ﴿٢﴾

"তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের একদল কাফির অপর দল মুমিন।"[৪৬]

এ দু'শ্রেণীর ছাড়া, তৃতীয় কোন শ্রেণী নেই।

প্রকৃতপক্ষে এ সব লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাকে সত্যায়ন করার মর্যাদা ও স্তরের বিশুদ্ধ পরিমাণ বিশ্বাস করেনি। ঈমানের শক্তি ও নূরের সামনে সমস্ত গুনাহ হাকীকত শূন্য হয়ে যায়। যেমনিভাবে কুফরের অবস্থায় নেকীসমূহ কোন ফায়দা দান করে না। এভাবে মন্দও ঈমানী শক্তির সামনে কিছুই নয়। কোন প্রকারের ক্ষতি করতে পারে না। হ্যাঁ, পূর্ণ ঈমানে নিশ্চিত পার্থক্য এসে যায়।

যদি হালকা মনে করে, গুনাহ করে, হারামকে হালাল জেনে গুনাহকে কিছুই মনে করে না। তবে এটি কুফরী এবং আন্তরিক বিশ্বাসের পরিপন্থী। কিন্তু যে ব্যক্তি হারামকে হারাম এবং হালালকে হালাল মনে করে, কিন্তু মানবীয় চাহিদায় গুনাহ করে ও নফসের শিকার হয়ে যায়, তবে সে কাফির হয় না। কেননা তাসদীকে কালবী (আন্তরিক বিশ্বাস) যা ঈমানের মূল, তা অন্তরে বিদ্যমান। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই মু'মিন। যদিও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাফরমান। যে ব্যক্তি অন্তরের কথা মান্য করে না। বিশেষ করে এমন সময় যখন আযাবের ভয় ও ক্ষমার আশাও তাওবার ইচ্ছা হয়। এ বিবেচনা সত্ত্বেও প্রতারিত না হওয়া চায়। কেননা, পাপের ময়লা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও ঈমানের আলোকে এ ভাবে দূর করে দেয় যে, নাম নিশানা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। অন্তর কালো হয়ে যায়। কুফরীর একেবারে নিকটবর্তী হয়ে যায়।

[৪৬]. আল-কুরআন, সূরা তাগাবুন, আয়াত : ২

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যখন মানুষ পাপে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার কুফর থেকে বেচে থাকা মুশকিল হয়ে যায়।

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন মানুষ গুনাহ করে তখন অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি তাওবা করে, তবে ঐ দাগ দুর হয়ে যায়। অন্যথায় দাগ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি সমস্ত অন্তর কালো হয়ে যায়। তারপর অন্তর ঈমানী কথা এবং সত্যের বাণী শ্রবণ করেনা। ختم ও طبع এর অর্থ এটাই। যা কুরআন কুরআন মজীদ বর্ণনা করেছে-

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَي قُلُوبِهِمْ ، وَطَبَعَ اللهُ عَلَي قُلُوبِهِمْ ، وَخَتَمَ اللهُ عَلَي قُلُوبِهِمْ.

এ তিনটি আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে এরূপ নয় যা তাদের ধারণা, দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে অন্তরের রং পরিবর্তন করা হয়, তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে মোহর মারা হয়।

## পাপের প্রভাব

গুনাহ যদিও মু'মিনকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করে না, তবে কুফরীর আশংকা থেকে রক্ষা করতে পারে না। নিরাপত্তা এ কথার উপর যে, পার্থিব জিনিস প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে। এটি তিন প্রকারের সতর্কতার মাধ্যমে লাভ হয়। ১. প্রথমত এ পরিমান খানা খাওয়া যা ক্ষুধা নিবারণ করে। ২. দ্বিতীয় এপরিমাণ কাপড় পরিধান করা যা সতর ঢাকার যথেষ্ট ৩, থাকার জন্য রূপ গৃহ হওয়া যা শীত ও গ্রীষ্মকালে আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব অবস্থায় নির্দিষ্ট সীমা থেকে বের হয়ে বৈধতার ময়দানে কদম রাখা এবং প্রশান্তির প্রশস্ত দরজা খোলা সন্দেহ ও অপছন্দ পর্যন্ত পৌছে দেয়। ধীরে ধীরে মানুষ হারাম কাজ করা থেকেও বিরত থাকে না। এমনকি ইসলামের সীমা রেখাও শেষ হয়ে যায়। এর সামনে হচ্ছে কুফরীর উপত্যকা। সারকথা হলো, পূর্ণতা ও ত্রুটির উন্নতি ও অবনতির এ দুটিপথ বিদ্যমান। ঈমানের উন্নতি ও পূর্ণতা এ কথা থেকে হয় যে, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফলসমূহ আদায় করা হবে। মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর কায়েম থাকবে। পদস্খলন ঐ সময় থেকে শুরু হয়, যখন মানুষ সন্দেহ ও হারামে পতিত হয়। ঈমানের নিরাপত্তা ও হাকীকত তো ভয় ও আশার মধ্যে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## কবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়

কবীরা গুনাহকারী মু'মিন স্থায়ী জাহান্নামী হবেনা। চাই সে তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করুক। কেননা, মানুষ কবীরা গুনাহ করার কারণে কাফির হয় না। কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, স্থায়ী দোযখ তো দ্বীনকে অস্বীকারকারী এবং কাফিরদের জন্যে। সুতরাং পাপী ও কবীরা গুনাহকারী সর্বদা দোযখে থাকবেনা। যদি সে তাওবা করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তাহলে যতদিন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তাকে দোযখে রাখবেন, তারপর ক্ষমা করে দিবেন ও বেহেশতে প্রবেশ করাবেন এবং স্থায়ীভাবে বেহেশতে স্থান দেবেন।

ইমাম হাকীম তিরমিযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি নাওয়াদিরুল উসূল নামক গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন পাপী তো শুধু এক মুহূর্তের জন্য দোযখে অবস্থান করবে। কেউ এক দিন, কেউ এক বৎসর, কেউ এর চেয়ে বেশী সময়ের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে দুনিয়ার বয়সের বেশি সময় কোন মু'মিন দোযখে অবস্থান করবেনা। এ সময় সাত হাজার বৎসর।

অনুরুপভাবে অপর এক বর্ণনা ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে শাহীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন।

## মুশরিক চির জাহান্নামী

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴿٤٨﴾

"অবশ্য আল্লাহ শিরক ক্ষমা করবেন না, শিরক ছাড়া অন্যগুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।"[৪৭]

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুশরিক ও কাফিরকে আদৌ ক্ষমা করা হবে না। অবশিষ্ট কবীরা ও সগীরা গুনাহকারী তাওবা করুক বা না করুক যখন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করে দেবেন।

৪৭. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৪৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ.

"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং যা ইচ্ছা হুকুম করেন।"

সার কথা মানুষ দু প্রকারের হয়ে থাকে। মুমিন ও কাফির। মুমিনদের মধ্যে অনুগত ও পাপী উভয় শ্রেণীর লোক আছে। পাপীদের মধ্যে তাওবাকারী ও তাওবা থেকে বঞ্চিত লোক আছে। কাফির তো ঐক্যমত অনুযায়ী জাহান্নামে যাবে। অনুগত মুমিন ও তাওবাকারী পাপী সকলের ঐক্যমতে জান্নাতে যাবে। এখন ঐ পাপী যারা স্বীয় পাপের জন্য তাওবা করেনি, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যতদিন ইচ্ছা দোযখে রাখবেন এবং আযাব দেবেন। পাপের পরিমাণ সময় দোযখে অবস্থান করার পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে তার এ মুক্তি সুপারিশ সহ বা সুপারিশ ছাড়া হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত।

**শাস্তি ও ক্ষমা**

আল্লাহর বাণী 'فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ' অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।[৪৮]

পাপ ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারে অগণিত হাদীস হয়েছে। একটি হাদিস প্রশ্ন করার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নিজের সামনে দাড় করাবেন। তার আমলনামা তার হাতে দেবেন। যখন বান্দা দেখবে যে, আমলনামায় গুনাহ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু পরক্ষণে আমলনামার পাতা পুণ্যে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যা সকল সৃষ্টি দেখে ঈর্ষা করবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে হুকুম করবেন, হে বান্দা দুনিয়ায় আমি তোমার পাপের উপর পর্দা করে দিয়ে ছিলাম, আজ ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন তুমি বেহেশতে যাও এবং সেখানে সর্বদা থাকো। আল্লাহ তা'আলার এ হুকুম তার ব্যাপক দয়ার নির্দশন স্বরূপ। বিবেক-বুদ্ধি তা জানতে অক্ষম। আকল বা বিবেকের এ ইখতিয়ারও নেই যে, আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের হুকুমের সামনে জিজ্ঞেস করে যে, কাফিরকে কেন ক্ষমা করে দেয়া হলো? তাকে কেন আগে ক্ষমা করা হলো? একে কেন পরে ক্ষমা করা হলো?

---

৪৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৪

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ.

"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, যা ইচ্ছা হুকুম করেন।"

এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, তার হুকুম অঙ্গীকারের পরিপন্থী হয় না। ধমকের বিপরীত হওয়া সম্ভব। দাতাদের অভ্যাস হলো দয়া ও অনুগ্রহের যে অঙ্গীকার করেন তা পূরণ করেন-

اَلْكَرِيْمُ إِذَا وَعَدَ وَفَا.

"দাতা যখন অঙ্গীকার করেন তা পূর্ণ করেন।"

আল্লাহ যখন তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির ভয় দেখান তখন তা হয় ধমক। তা ক্ষমা করে দেয়া ও দাতার মর্যাদার একটি নিদর্শন। কোন কোন আলিম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গীকার ও ধমক উভয়ের বিপরীত কোন কাজ করেন না। অন্যথায় তার ধমকমূলক সংবাদসমূহ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। অথচ তাঁর সত্তা তো মিথ্যা থেকে পবিত্র। সংবাদ দেয়া সম্ভাব্য বিষয়। এর উত্তর এটা যে, ধমকের সংবাদসমূহে এটা সম্ভব যে, তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার কাম্য অনুযায়ী কামনার শর্ত উহ্য রয়েছে। যদিও তা স্পষ্ট করা হয়নি। আর অঙ্গীকার যেমন হওয়ার ছিল অনুরূপ হবে। ঐ সব আয়াত ও হাদীস যাতে ইচ্ছার বর্ণনা রয়েছে তাতে তাকদীর ইচ্ছার কারণ হবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, ধমকের সংবাদসমূহ দ্বারা শাস্তির যোগ্য হওয়া উদ্দেশ্য। তা কার্যত সংঘটিত হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কোন সময় ধমক কার্যকরী হওয়াও উদ্দেশ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে সংবাদ উদ্দেশ্য নয়, এ সব অবস্থায় মিথ্যা সংঘটিত হয় না।

## সগীরা গুনাহ এর শাস্তি

ছোট গুনাহ করার কারণেও শাস্তি হতে পারে। কেননা, কুফর ছাড়া অন্যান্য ছোট-বড় পাপের কারণে পাকড়াও হওয়া ও শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সগীরাও গুনাহ, তাই সগীরা গুনাহ এর কারণে শাস্তি দেয়া ও পাকড়াও করা জায়েয।

## আল্লাহর রাসূল

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে থেকে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছেন। রাসূল মানুষদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং দোযখের ভয় দেখান।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার কাজে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ স্বয়ং কর্তা এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি যা চান স্বীয় ইচ্ছা ও ক্ষমতায় করেন। তাঁর কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় না এবং কোন জিনিসের ব্যাপারে বাধ্য ও আদিষ্ট নয়। বিবেক তাঁর উপর হুকুম চালাতে পারে না, বরং তিনি স্বয়ং আদিষ্ট। তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ ঐ সব জিনিস যার দ্বারা বিশ্বের স্থায়ীত্ব ও মানবজীবনের অস্তিত্ব এবং যে সব কাজে দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের কল্যাণ ও সংশোধন নিহিত সে সব কাজ স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞা দ্বারা বাস্তবায়ন করেন। তিনিই তার যামিন ও দায়িত্বশীল। রিযিক দেয়া, স্বীয় বান্দাদের হেদায়তের জন্য নবী প্রেরণ ইত্যাদি কাজ করা তাঁর দায়িত্ব নয়, কিন্তু তিনি মহানুভব অভ্যাসের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করেন।

যেহেতু সাধারণ মানুষ তাঁর পাক দরবার থেকে সঠিক পথে হুবহু দান লাভ করার যোগ্যতা রাখে না এবং ফেরেশতা জগত পর্যন্ত পৌঁছাও খুবই কষ্টকর সেহেতু তিনি স্বীয় বান্দাদের কতিপয় কে সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে স্বীয় সত্তা, গুণাবলী ও আমলের মা'রিফত দান করেছেন। যে সব বিষয়ে মানুষের কল্যাণ রয়েছে তা এদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা পৃথিবীতে এ জন্যে এসেছেন, যাতে বান্দাদেরকে তাঁর দিকে আহবান করতে পারেন এবং হেদায়তের রাস্তা দেখাতে পারেন। তাছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতে যে সব জিনিসের প্রয়োজন সে ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয়ত এই যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। একে নেক লোকদের আবাসস্থল বানিয়েছেন। তিনি দোযখ সৃষ্টি করেছেন এবং একে পাপীদের শাস্তির কেন্দ্র বানিয়েছেন।

এখন এমন ভাল কাজ যা মানুষকে বেহেশতে নিয়ে যাবে অথবা ঐ সব কাজ, যার ফলে দোযখ নির্দিষ্ট হয়ে যায় তা বিবেক দ্বারা বুঝা যায় না। এ কারণে নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি সৃষ্টিকে বলতে পারেন যে, অমুক অমুক কাজের দ্বারা কল্যাণ অর্জিত হয় এবং অমুক অমুক মন্দকাজ ক্ষতি ও ধ্বংসের পথপ্রদর্শন করে। এর ফলে সৃষ্টির নিকট কোন ধরনের দলিল বা ওযর অবশিষ্ট থাকে নি। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন-

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴿١٦٥﴾

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

"যাতে মানুষের নিকট রাসূলদের আগমনের পর কোন হুজ্জত বা ওযর না থাকে।"[৪৯]

আরো ইরশাদ করেন,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[৫০]

বাস্তবে সকল জ্ঞানের উৎস ও মূল চাই যমীন সংক্রান্ত হোক বা আসমান সংক্রান্ত তা নবীদের দানের ফসল। ইলমের উৎস তো আসমানী ওহী। সমস্ত আলেম ও পণ্ডিতগণ এর থেকেই ইলম অর্জন করেন। সকলেই এ উৎস থেকে পানি পান করেছেন। এটি সম্ভব যে, কিয়াস ও গবেষণার মাধ্যমে সমস্ত আলেম অনেক কথা বৃদ্ধি করেছেন। মানুষের প্রশান্তির জন্যে তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। তবে এ সব জিনিস ওহী সংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা ও তাফসীর।

যদি এ ধারণা জন্মে যে, কোন কোন জ্ঞান তো শরীয়তের পরিপন্থী। এর কারণ কী? আমাদের মতে এর উত্তর এই যে, কুদরতের নীতিমালা হচ্ছে, পূর্ববর্তী শরীয়ত রহিত হবে। সময় অনুযায়ী বিধান পরিবর্তন হবে। যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, কোন কোন ব্যক্তি তো পূর্বের দ্বীনের উপর কায়েম থাকে এবং নতুন প্রেরিত নবীর অনুসরণের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে। এভাবে সে পরিবর্তিত অবস্থার চাহিদা থেকে বঞ্চিত থাকে। কেউ কেউ পরিবর্তন পরিবর্ধন করে কিছু জিনিস নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে। একটি দল এরূপ হয় যে, তারা নিজেদের বিবেকের বাড়াবাড়িতে ভ্রান্ত সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণাকে কার্যে এনে আলোচনা ও ঝগড়া বিবাদের দরজা উন্মুক্ত করেছে। এক দল তো এভাবে বলতে থাকে যে, দুনিয়ার পণ্ডিতগণ স্বীয় সাধনা ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে কারো সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। তারা অন্য কারো মধ্যস্থতার প্রয়োজন অনুভব করেনি। এ সব লোকের এ ধারণা বড়ই ভুল এবং সত্য জ্ঞান থেকে অনেক দূরে।

---

৪৯. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১৬৫

৫০. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallim)

মূলত জ্ঞানার্জনের একটি মাধ্যম হলো শিক্ষক। উদ্দেশ্য বেশির চেয়ে বেশি অর্জন করা তো স্বীয় বুঝ শক্তি ও গবেষণার ফল হয়। হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- 'إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ' অর্থাৎ জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়, আর সহিষ্ণুতা সহিষ্ণু হওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়।[৫১]

## নবীদের মু'জিযা ও আল্লাহ তা'আলার সমর্থন

আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে মু'জিযা ও নিদর্শন দিয়ে সাহায্য ও শক্তিশালী করেছেন। এ সব জিনিসের মাধ্যমে বিশ্বাস ও ঈমানের দৌলত অর্জিত হয়। যেহেতু প্রত্যেক দাবীর পেছনে দলিল রয়েছে। নবীগণ যখন দাবী করেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর দূত, তখন মু'জিযাসমূহ তাঁর দাবীর দলিল হয়।

## মু'জিযা কী?

মু'জিযা ঐ অভ্যাস বর্হিভূত কাজকে বলা হয়, যা নবুয়তের দাবীদার থেকে প্রকাশ পায় ও তাঁর দাবীকে শক্তিশালী করে। নবী ছাড়া অন্য কারো থেকে এরূপ মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। خارق عادت (অভ্যাস বহির্ভূত) এর অর্থ হলো বাহ্যিক উপকরণ ছাড়া এরূপ কাজ নবীর হাতে প্রকাশ পাওয়া যা আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে অক্ষম।

মহা প্রজ্ঞাময় সত্তা পার্থিব সকল বিষয় উপকরণের উপর নির্ভরশীল করে রাখেন। সাধারণ নিয়ম এই যে, উপকরণ ছাড়া কোন কাজ সম্পাদিত হয় না। একে অভ্যাস বলা হয়। কোন কোন সময় তিনি স্বীয় কুদরতে এ অভ্যাসকে ভঙ্গ করে দেন। কোন বাহ্যিক কারণ ছাড়াই স্বীয় রাসূলের হস্ত পূর্ণ করে দেন। যাতে এ জিনিস তাঁর রিসালাতের ইঙ্গিত হয়ে যায়। কারণ মু'জিযা আল্লাহর কাজ, রাসূলের নয়। কেননা সাধারণ নিয়মকে ভঙ্গ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মু'জিযা নবীর সত্যতার নিশ্চিত প্রমাণ। মু'জিযা দেখেই নবীর সত্যতার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে। আত্মা তা সত্যায়ন করতে বাধ্য হয়ে যায়। তখন অস্বীকারের শক্তি না থাকা আত্মার মৌলিক ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

৫১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, فصل فيما بلغنا عن الصحابة ১৬/২৩৬

নবুয়তের দাবী করা অসাধারণ ও বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন ব্যাপার। ফলে এ দাবী সাব্যস্ত ও প্রমাণ করার জন্যে দলিলও এরূপ মজবুত ও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। মু'জিযা আল্লাহ ক্ষমতা ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ। তাঁর শক্তি ও দাপটের সামনে কারো পথ চলে না, ক্ষমতা হাত থেকে বেরিয়ে যায়। এর বিপরীত বিবেক প্রসূত ও নস ভিত্তিক দলিলসমূহ যেন নগণ্য ধারণার রশিতে যা আবদ্ধ করা হয়, এতে শত্রুকে অপবাদ দেয়া এবং একে নীরব রাখা বড়ই মুশকিল হয়। ঝগড়া বিবাদের রাস্তা এর ফলে বন্ধ হয় না। এ কারণেই ইলমে কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের দলিলসমূহ নিশ্চিত ফলাফল প্রদানের ক্ষেত্রে অক্ষম হয়।

যদি মু'জিযা দেখার পরেও কোন মানুষ অস্বীকার করে ও কাফির থাকে, তবে এটি তাদের সৃষ্টিগত ও আদি দুর্ভাগ্য এবং আন্তরিক বৈরিতা ছাড়া আর কি হতে পারে?

## প্রথম নবী ও শেষ নবী

নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁদের সর্বশেষ তথা খাতামুন নবীইন হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'وَلَكِـــنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَـــاتَمَ النَّبِـــيِّينَ'[৫২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম্বরীর মাধ্যমে দ্বীনকে পূর্ণ করা এবং মাকারিমে আখলাক তথা সৎচরিত্রকে পূর্ণতা দান করা উদ্দেশ্য। যখন এ উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে এবং চরিত্র পূর্ণ হয়েছে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে অন্য কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফাগণ এবং উম্মতের আলেমগণই তখন ইসলামের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রচার প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য তারাই যথেষ্ট।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

৫২. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ৪০

**নবীদের সংখ্যা**

উত্তম হলো নবীদের সংখ্যা নির্ধারণ না করা। কোন কোন হাদীসে যদিও নবীদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴿١٦٤﴾

"নবী-রাসূলদের মধ্যে কতকের অবস্থা আপনার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে আর কতকের অবস্থা আপনার নিকট বর্ণনা করা হয়নি।"[৫৩]

যেহেতু কুরআন মাজীদে সংখ্যা বর্ণনা করা হয়নি সেহেতু তা গোপন রাখাই ভাল।

**যুলকারনাইনের নবুয়ত**

কোন কোন আলেম যুলকারনাইনকে নবী বলে মনে করেন। তবে অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম বাদশাহ ছিলেন। আমাদের মতে এটিই বিশুদ্ধ কথা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুরও এ অভিমত।

কোন কোন আলেম তাঁকে ফেরেশতা বলে লিখেছেন। এ অভিমতটি কিয়াস থেকে অনেক দূরে। ঐতিহাসিকগণ তাঁর নামের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। প্রসিদ্ধ মতে তার নাম ইসকান্দার। কোন কোন ঐতিহাসিক তার নাম আবদুল্লাহ, মারযাবান, মারাযাবী এবং হারমান লিখেছেন। তা ছাড়া আরো নাম কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

তিনি দার্শনিক সিকান্দার রুমীর পুত্র ছিলেন। হযরত খিযির আলাইহিস সালামের সঙ্গী ছিলেন। তিনি আবে-হায়াতের উৎস অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু তা পাননি। ইসকান্দার নামে আরেকজন গ্রীক ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি ইউনান ইয়াফাস এর পুত্র হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নাতীর আওলাদ ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন এরিষ্টটল।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

৫৩. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১৬৪

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, যুলকারনাইন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যামানায় আভির্ভূত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পরে আভির্ভূত হয়েছেন। হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত ইবনুল হক লিখেছেন যে, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পরে আভির্ভূত হয়েছিলেন।

বলা হয়ে থাকে যে, চার ব্যক্তি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়া বিজয় করেছিলেন। তাদের দুজন মুসলমান এবং দুজন কাফির। মুসলমানদের মধ্যে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম ও যুলকারনাইন আর কাফিরদের মধ্যে নমরুদ ও বুখতেনসর। শেষ যুগে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামও ভূপৃষ্টের বাদশাহ হবেন।

সিকান্দারের নাম যুলকারনাইন নাম কারণের ব্যাপারেও আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেন।

ওহাব ইবনে মুনাবিবহ বলেন, তিনি দু'ক্বরণ ভূখন্ডের বাদশাহ ছিলেন। অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অথবা রুম ও পারস্য কিংবা রুম ও তুর্কীর। তাই তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়। হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাঁর দু'টি যুলফি ছিল বিধায় তাকে যুলকারনাইন বলা হয়। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তার মাথার মধ্যে দুটি শিং ছিল তাই যুলকারনাইন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তার মাথায় গরুর শিং এর ন্যায় দুটি শিং ছিল। একটি উক্তি এরূপও রয়েছে যে, তিনি দু'শতাব্দী রাজত্ব করেছিলেন, তাই তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি যুদ্ধে তার মাথায় দু'টি আঘাত পেয়েছিলেন। তাই তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র হযরত ইবনে কুরের নিকট লোকেরা যুলকারনাইন প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না, তিনি একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে তাঁর মাথার ডানপার্শ্বে ক্ষত হয়ে গিয়ে ছিল। যার ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন, তারপর তাকে পুনরায় জীবিত করেন। তারপর বামপার্শ্বে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করেন। এরপর থেকে তার নাম যুলকারনাইন হয়ে যায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কেউ কেউ বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, সূর্য পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন এবং তাঁর উভয় পার্শ্বের মালিক হয়ে গিয়েছেন। এ জন্যে তাঁর নাম যুলকারনাইন হয়ে যায়।

## হযরত লুকমান আলাইহিস সালামের নবুয়ত

তিনি হযরত আয়ুব আলাইহিস সালামের মামাতো বা খালাতো ভাই ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তিনি নবী ছিলেন। তবে সহীহ কথা এই যে, তিনি একজন ওলী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জীবনে এক হাজার নবীর খেদমত করেছেন এবং তাঁদের ছাত্র ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। বাদশাহ ছিলেন না। তিনি হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন এবং বকরী চরাতেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। প্রজ্ঞা, আমল ও বীরত্ব দানে ধন্য করেছিলেন। স্বীয় কিতাব কুরআন মাজীদে সুনাদরভাবে তাঁর আলোচনা করেছেন।

## হযরত খিযির আলাইহিস সালাম

হযরত খিযির আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে এ বর্ণনা সম্পূর্ণ শুদ্ধ যে, তিনি দীর্ঘ হায়াত প্রাপ্ত নবী। ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টির চোখের তিনি আড়ালে আছেন। আবে হায়াতে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন। কোন কোন আলিম তাঁকে শুধু ওলী বলে মনে করেন। কেউ কেউ তাঁকে ফেরেশতা বলে ধারণা করেন। তাঁদের ধারণা ভুল। অধিকাংশ জ্ঞানীদের অভিমত এই যে, তিনি এখনো জীবিত, যতদিন পৃথিবীতে কুরআন মাজীদ বিদ্যমান থাকবে ততদিন তাঁর মৃত্যু আসবেনা।

হাফেয ইবনে হাজার রাহমতুল্লাহি আলাইহি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, خضر এর خ অক্ষরে যবর এবং ض অক্ষরেও যবর অথবা خ অক্ষরে জের এবং ض অক্ষরে সাকিন উভয়ভাবে পড়া যায়। নাম বলইয়া বিন মুলকান। কেউ কেউ বলেন, তিনি ফিরাআউনের পুত্র ছিলেন, তবে এ কথা খুবই আশ্চর্য ও দুর্লভ কথা। কেউ কেউ বলেন, তিনি মালেক এর পুত্র ইলিয়াস আলাইহিস সালামের ভাই ছিলেন। কারো মতে তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামের ঔরশজাত সন্তান ছিলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

সুফী মাশায়েখ ও জমহুর আলেমের মতে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম জীবিত। মুহাদ্দিসগণের একদল যেমন ইমাম বুখারী, ইবনে মুবারক, ইবনে আরাবী, ইবনে জাওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ হযরত খিযির আলাইহিস সালাম জীবিত থাকার কথা অস্বীকার করেন। তাঁদের সামনে ঐ হাদীস যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাতের নিকটবর্তী সময় বলেছেন, ভূপৃষ্ঠে কোন প্রাণী একশত বৎসরের বেশি জীবিত থাকবে না। তবে এ হাদীসের অর্থে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে।

হযরত খিযির আলাইহিস সালামের সাক্ষাত ওলীদের নিকট একটি প্রসিদ্ধ কথা। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহবীদের নিকট সমবেদনার জন্য এসেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَوْ كَانَ خِضْرُ حَيًّا لَزَارَكَ.

"যদি খিযির জীবিত থাকতো তবে আমি তার সাথে দেখা করতাম।"

এটি খিযির আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাতের পূর্বের কথা। এধরনের সাক্ষাত অভ্যাসগত। হযরত খিযির আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। কোন কোন মাশায়েখ হযরত খিযির আলাইহিস সালাম থেকে হাদীস শুনেছেন।

## নারীদের নবুয়ত

হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম, হযরত আসিয়া আলাইহাস সালাম, হযরত সারাহ আলাইহাস সালাম, হযরত হাজেরা আলাইহাস সালাম, হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মাতার নবুয়তের ব্যাপারে একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তবে সহীহ কথা এই যে, নবুয়ত পুরুষদের জন্য খাস। কুরআন মাজীদে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم ﴿١٠٩﴾

"আমি আপনার পূর্বে যত রাসুল প্রেরণ করেছি, তারা পুরুষই ছিলেন, তাদের নিকট ওহী এসেছে।"[৫৪]

যদিও কুরআন মাজীদে উল্লিখিত নারীদের প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁদের আলোচনা নবীদের সাথে এসেছে। কিন্তু এর ফলে এঁদের নবী হওয়া সাব্যস্ত হয় না। ওহী দ্বারা এ ক্ষেত্রে ইলহাম ও অবগতি উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহর বাণী- 'وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ' অর্থাৎ তোমার রব মৌমাছির প্রতি ওহী নাযিল করেছেন। নবীদের সাথে এ সব পুণ্যবতী নারীদের আলোচনা করা হয়েছে তাদের সফলতা ও মর্যাদা প্রমাণের জন্যে।

## নবীগণ পাপমুক্ত হওয়া

সমস্ত নবী পাপ থেকে মুক্ত, সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিধান পৌছানোর দায়িত্বশীল। তাঁরা স্বীয় নবুয়তের পদ থেকে আদৌ বরখাস্ত হননি। নবীগণ যা কিছু বলেছেন, সর্বদা সত্য বলেছেন, তাঁরা যা কিছু এনেছেন তা স্বীয় রবের পক্ষ থেকে এনেছেন। তাঁরা আদেশ-নিষেধের বিধান হুবহু পূর্ণ করেছেন। তাঁরা গুনাহ থেকে মুক্ত ছিলেন। তাদের দাবি মু'জিযা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাঁরা যা কিছু বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলেছেন, 'مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ' অর্থাৎ রাসূলের দায়িত্ব পয়গাম্বরীর হক পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। যদি তাঁরা মিথ্যা বলেন, তাহলে তাঁদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি নবী নিজেই পাপ করেন, তাহলে সৃষ্টি তাঁকে ঘৃণা করবে। উপদেশ ও দিক নির্দেশনার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং নবীগণ মিথ্যা ও কবীরা গুনাহ থেকে পুতঃপবিত্র। তাঁদের থেকে ইচ্ছাকৃত কোন গুনাহ প্রকাশ পায়নি এবং ভুলেও প্রকাশ পায় নি। সগীরা গুনাহ তাঁদের থেকে আমভাবে প্রকাশ পায়নি। যদিও কোন কোন আলেম ভুলক্রমে কবিরা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সগীরা প্রকাশ পাওয়া বৈধ বলেছেন। কিন্তু ঐ গুনাহ যা মানুষ সাধারণত ঘৃণা করে বা তাঁদের মর্যাদার হানি ঘটায় এসব গুনাহ কখনো তাঁদের থেকে প্রকাশ পায় না। তাঁরা বিন্দু পরিমাণ চুরির দায়েও অভিযুক্ত হননি। কোন

[৫৪]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৯

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

অতিনিকৃষ্ট জিনিসের প্রতিও তাঁদের নিয়ত খারাপ হয়নি। তারা লেনদেনে এক রতি পরিমাণও কম-বেশি হওয়া বৈধ মনে করেন না।

**নবীদের স্খলন**

অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নবীগণ থেকে সাধারণত বা ভুলক্রমে কবীরা ও সগীরা গুনাহ প্রকাশ পায়নি। এরূপ কথাও তাঁদের থেকে প্রকাশ পায়নি যা তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ পদ ও উচ্চ মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে।

মদীনার কোন কোন আলেম, মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ 'কাসীদায়ে ইমালা'র ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন যে, নবীগণ শরীয়ত পৌঁছানোর ব্যাপারে এবং রিসালাত সংক্রান্ত বিষয়াদি আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণও শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। তাছাড়া কিছু ছোটখাটো লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁদের থেকে ভুল প্রকাশিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। সুতরাং সিজদার অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, নবীগণ থেকে যেসব ভুল বা পদস্খলন হয়েছে, এ সবের কোনটি তো শুদ্ধ আবার কোনটি ভুল। এর ব্যাখ্যা কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। এর বাহ্যিক অবস্থার প্রতি বিশ্বাস না করা চাই।

**নবীদের স্থায়ী জীবনলাভ**

নবীগণ কখনো বরখাস্ত হননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে রিসালাতের যে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন তা তাঁদের থেকে কখনও ছিনিয়ে নেয়া হয়না। রিসালাত মৃত্যুর পরও কায়েম ও জারী থাকে; বরং আমরা তো এতটুকু বলবো যে, নবীদের মৃত্যু হয় না। বরং চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

তাঁদের জন্যে একটিই মৃত্যু। তা একবার সংঘটিত হবে। তারপর তাঁদের আত্মা তাঁদের শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যে জীবন তাঁদেরকে দুনিয়ায় দেয়া হয়েছে, ঐ জীবন তাঁদের আলমে বরযখে হবে। নবীদের জীবন শহীদদের জীবন থেকে পূর্ণাঙ্গ। কারণ শহীদদের জীবন উহ্য ও আড়াল হয়।

**শরীয়ত ও নবুয়ত**

কোন নবীর শরীয়ত রহিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাঁর নবুয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর ওলীগণ বরখাস্ত হওয়ার ভয়ে এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

শুভ পরিণতির জন্যে সর্বদা শঙ্কার মধ্যে থাকেন। যদি তার পরিণতি ঈমানের সাথে হয়, তাহলে ওলী। তাঁর মৃত্যু ঘুমিয়ে থাকার ন্যায় হয়।

## কবর থেকে সাহায্য কামনা

কবর থেকে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মতে নবীগণ ছাড়া সমস্ত মানুষের কবরের যিয়ারত শুধু উপদেশ গ্রহণ ও মৃত্যুর স্মরণ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। কবর যিয়ারত দ্বারা মৃতদেরও ফায়দা অর্জিত হয়। তাদের জন্য ইসতিগফার করা উপকারী আমল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বকী'র কবরসমূহের যিয়ারত করার জন্য যাওয়া মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[৫৫]

---

[৫৫]. প্রকৃত সাহায্য প্রার্থনার হাকীকত হলো একে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অমুখাপেক্ষী মনে করা যে, আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া সে নিজে নিজেই কর্ম সম্পদান করতে সক্ষম। আল্লাহ ছাড়া কাউকে এরূপ ক্ষমতাধর মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের মতে শিরক। আদৌ কোন মুসলমান গাইরুল্লাহ থেকে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে না। বরং ফয়েয লাভের মাধ্যম ও প্রয়োজন পুরুণের ওসিলা মনে করে। আর তা অকাট্য সত্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন-

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

"তোমরা আল্লাহর দিকে ওসীলা তালাশ করো।"

এ অর্থে অন্যের থেকে সাহায্য চাওয়া 'وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' আয়াতে সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধের পরিপন্থী নয়। যেভাবে প্রকৃত অস্তিত্ব স্বয়ং আল্লাহর সত্তা ছাড়া কারো থেকে সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস। তবে তার সবব অন্য কারো কাছে থাকা শিরক নয়। যতক্ষণ তা প্রকৃত অস্তিত্ব বলে উদ্দেশ্য না করা হয়। 'حَقَائِقُ الأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ' (বস্তুর হাকীকত সাব্যস্ত)

প্রথম আকীদা আহলে ইসলাম তথা মুসলমানদের। অনুরূপ ইলমে হাকীকী যে, অন্যের প্রদত্ত ছাড়া স্বীয় সত্তা থেকে হওয়া, তালীমে হাকীকী যে, স্বয়ং সত্তা বিনা প্রয়োজনে অন্যকে ইলমদান তা আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস। তারপর অন্যকে আলেম বলা বা অন্য কারো কাছ থেকে থেকে ইলম তালাশ করা শিরক হয় না। যতক্ষণ তা দ্বারা মূল অর্থ উদ্দেশ্য না হয়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বান্দাদেরকে عليم এবং علماء বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে 'يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ' (এ নবী এদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন।) এ অবস্থা সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে যে, এর হাকীকত আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস। মাধ্যম বা ওসিলা হিসেবে অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallam)

বৈধ; বরং তা গাইরুল্লাহর সাথে খাস। আল্লাহ তা'আলা মাধ্যম হওয়া থেকে পবিত্র। তাঁর বড় কে যে, সে তাঁর দিকে মাধ্যম হবে? তিনি প্রকৃতপক্ষে ও একমাত্র প্রয়োজন পূরণকারী। তিনি ব্যতীত প্রয়োজন পূরণকারী আর কে আছে যে, যে মাঝখানে মাধ্যম হবে?

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন এক বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলো। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী করতে চাই। আর আল্লাহকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সুপারিশকারী বানাতে চাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়ই রাগ হন এবং দীর্ঘক্ষণ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পাঠ করে বলেন, 'وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ' (হে মূর্খ, আল্লাহকে কারো নিকট সুপারিশ করবেন না। তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।) এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ হযরত জুবাইর ইবনে মুতায়িম থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুসলমানগণ এ ধরনের সাহায্য নবী ওলীদের থেকে কামনা করেছেন। আর আল্লাহকে কারো কাছে সুপারিশকারী করা তা আল্লাহ তা'আলার শানে বে-আদবী। সত্য কথা হলো, সাহায্যের এ অর্থের প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাওয়া কুফর। রূপক অর্থে অন্য কারো কাছে চাওয়া আল্লাহ এ তাঁর রাসূলের শানের খেলাপ হয় না। ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। 'وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' এর উপরে ভিত্তি করে সর্বপ্রকার সাহায্য কামনাকে আল্লাহর সাথে খাস করা নির্বোদ্ধিতা।

একজন বুদ্ধিহীন লোক বলেছিল,

وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے — جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے

তা কি? যা আল্লাহর কাছে চাওয়া যায় না; বরং তোমরা চাও ওলীদের কাছে। অর্থাৎ চাইতে হবে আল্লাহর কাছে, ওলীদের কাছে নয়। গাইরুল্লাহর কাছে চাওয়া শিরক। (হ্যাঁ, রূপক অর্থে চাওয়া বৈধ।) ফকীর বলেছি-

توسل کر نہیں سکتے خدا سے — اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

আল্লাহর কাছে আমরা ওসীলা মনে করি না। আমরা তা চাই ওলীদের নিকট।

অর্থাৎ এটি বৈধ নয় যে, আল্লাহ তা'আলাকে মাধ্যম বানিয়ে ওলীদের কাছে চাইব; ওলীদেরকে মাধ্যম বা উসীলা করে আল্লাহর দরবারে চাইবো, তাঁরা যেন আল্লাহর দরবারে আমার প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম বা উসীলা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

"যদি নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুমকারীগণ আপনার নিকট আসে এবং তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় এবং রাসূল তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ তা'আলাকে ক্ষমাশীল ও মেহেরবান পাবে।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

এখানে আল্লাহ কি নিজে ক্ষমা করতে পারেন না। তারপরও কেন বলেছেন, হে নবী যদি আপনার নিকট হাজির হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আমাদের কথা হলো যা কুরআন মাজীদ বলেছে। কিন্তু ওহাবীগণ বুঝেন না যে, আল্লাহ তা'আলার ইনসাফ যদি 'وَإِيَّـاكَ نَسْتَعِينُ' এর মধ্যে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য হতো তাহলে নবী, ওলীদের কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক হতো। এটি কি গাইরুল্লাহর কাছে চাওয়া? সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তু ওহাবীদের নিকট আল্লাহ। অথবা আয়াতে খাস করে তাদের নাম নেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে শিরক, অন্যদের সাথে জায়েয। নাহী যখন সাধারণভাবে হাদীসের দ্বারা খাস এবং অপর কিছু দ্বারা শিরক মনে করা হয়, তাহলে কিভাবে গাইরুল্লাহ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়। সর্বদিক দিয়েতো শিরক হয়। কারণ মানুষ বা জড় পদার্থ, জীবিত বা মৃত্যু, যাত বা সিফাত, কর্ম বা অবস্থা সবই গাইরুল্লাহ এর অন্তর্ভুক্ত। কি জাবাব দেয়া যাবে এ আয়াতের, 'وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةَ' (ধৈর্য্য ও নামাযের কাছে সাহায্য চাও।) ধৈর্য্য ও নামায কি খোদা। যার সাহায্য চাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। অপর আয়াতে বলা হয়েছে, 'وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى' (তোমার ভাল ও খোদাভীতিতে অন্যের সাহায্য করো।) যদি গাইরুল্লাহ থেকে সাহায্য চাওয়া অবৈধ ও অসম্ভব হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের অর্থ কি? যদি সম্ভব হয়, তবে যার থেকে সাহায্য পাওয়া যায় তার থেকে সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে দোষের কী? অগণিত হাদীস শরীফে স্পষ্ট হুকুম দেয়া হয়েছে যে, সকালের ইবাদত থেকে সাহায্য কামনা কর, সন্ধ্যায় থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর। শেষ রাতে যে ইবাদত কর তার থেকে সাহায্য চাও, ইলম লিখা থেকে সাহায্য কামনা কর, সাহারী খাওয়া থেকে সাহায্য চাও, দুপুরে শয়ন থেকে সাহায্য চাও, সদকা থেকে সাহায্য চাও, নারীদের ঘরে তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা থেকে সাহায্য চাও। অভাবীদের অভাব পূরণ করে সাহায্য চাও। এ সব জিনিস কি ওহাবীদের খোদা যে, এদের থেকে সাহায্য চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এ হাদীস জানা না থাকলে আমার থেকে শ্রবণ করুন।

(٢) رَوَيَ الْبُخَارِيُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

১. ইমাম বুখারী ও নাসায়ী হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সকালের ইবাদত থেকে, সন্ধ্যায় ইবাদত থেকে এবং রাতের কিছু অংশের ইবাদত থেকে সাহায্য গ্রহণ কর।

(٣) وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

২. ইমাম তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(٤) وَالحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ عَلَى حِفْظِكَ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইলম লিখার মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণ কর।

(٥) رَوَي اِبْنُ مَاجَةَ وَالحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ.

৪. ইমাম ইবনে মাজাহ, হাকিম ও তিরবানী কাবীর ও বায়হাকী গ্রন্থে শুয়াবুল ঈমানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা দিনে রোযা রাখতে সাহারী খাওয়ার মাধ্যমে এবং কিয়ামুল লাইলের জন্য কাইলুলার মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণ কর।

(٦) وَرَوَي الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَعِيْنُوْا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

৫. আল্লামা দাইলামী মুসনাদে ফেরদাউসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমরা সদকা করার মাধ্যমে যিরিকের উপর সাহায্য গ্রহণ কর।

(٧) رَوَي اِبْنُ عَدِي فِي الْكَامِلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ إِذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَأَحْسَنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الخُرُوجُ.

৬. ইবনে আদী কামিল গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নারীদের উপর তাদেরকে গৃহে বস্ত্র দিয়ে সাহায্য গ্রহণ কর। কেননা, যখন তাদের কারো বস্ত্র বেশি হয় এবং তার সৌন্দর্য কে আরো সুন্দর করে, তখন বের হওয়াকে অবাক করে।

(٨) اَلطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيْ وِأَبُو نَعِيْمٍ فِي الْحُلْيَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ.

৭. এ হাদীসটি ইমাম তিরবানী কারীর গ্রন্থে, উকাইলী, ইবনে আদী ও আবূ নাঈম হুলিয়া গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী শুয়াবে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

(٩) وَالْخَطِيْبُ عَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ ﷺ.

৮. খতীব হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

(٩) وَالْخَلْعِيُّ فِي فَوَائِدِهِ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي الْمُرْتَضِي ﷺ.

৯. খালয়ী স্বীয় ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

(٢١) وَالْخَرَائِطِيُّ فِي إِعْتِلاَلِ الْقُلُوبِ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوقِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِسْتَعِيْنُوْا عَلَى أَنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ.

১০. খরায়িতী ইতিলালুল কুলুবে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, প্রয়োজন পূরণের পর তা গোপন রাখার মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণ কর।

এ দশটি হাদীসে তো কর্ম থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে। বিশটি হাদীস রয়েছে যাতে ব্যক্তি থেকে সাহায্য নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে পূর্ণ ত্রিশটি হাদীস হলো।

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ সহীহ সনদে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ.

"আমি কোন মুশরিকের কাছে সাহায্য চাই না।"

যদি মুসলমান থেকে সাহায্য চাওয়াও অবৈধ হয়, তাহলে মুশরিককে খাস করা হলো কেন? এ কারণে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় বিশ্বস্ত খ্রীষ্টান দাস অসীককে বলেন,

أَسْلِمْ أَسْتَعِنْ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"মুসলমান হয়ে যাও, আমি তোমার মাধ্যমে মুসলমানদের আমানতের উপর সাহায্য গ্রহণ করব।"

ইমাম বুখারী তারিখে হাবীহ ইবনে ইয়াসাফ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِالْمُشْرِكِيْنَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ.

"আমরা মুশরিকদের থেকে মুশরিকদের উপর সাহায্য গ্রহণ করি না।"

ইমাম আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান নাসাঈতে রয়েছে, আরবের কতিপয় গোত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রা'আল, যাকওয়ান, আসিয়া ও বনু লাহইয়ান গোত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে মুসলমান হল এবং তাদের গোত্রের জন্য সাহায্য চাইল। নবীজি তাদেরকে সাহায্য করলেন।

সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মু'জামে কবীর তারবানীতে রাবীয়া ইবনে কা'ব আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, যা চাওয়ার চাও, আমি তোমাকে প্রদান করবো। আরজ করলেন, আমি জান্নাতে আপানার সাথে থাকতে চাই, আরো কোন বলার থাকলে হুযূর ফরমালেন, আমার নিজের উপর অধিক সিজদার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।

قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ. وَلَفْظُ الطَّبْرَانِي فَقَالَ يَوْمًا يَا رَبِيْعَةَ سَلْنِيْ فَأُعْطِيْكَ رَجَعْنَا إِلَى لَفْظِ مُسْلِمٍ قَالَ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافِقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

আল্লাহর প্রশংসা এই মহান ও সহীহ হাদিসটি সর্বদিক দিয়ে ওহাবীদের চূড়ান্ত উত্তর হয়েছে। সাহাবী রাসূলকে বললেন, আমাকে সাহায্য করুন। একে সাহায্য চাওয়া বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করে বলে سل (চাও) বলে কি চাইতে বলেছেন। ওহাবীদের উপর কত বড় পাহাড় এর ফলে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক প্রকারের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তাঁরই ইখতিয়ার ও ক্ষমাতাধীন। যখন তিনি শর্তহীনভাবে বলেছেন, চাও কি চাওয়ার আছে।

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ হাদীসের নীচে বলেছেন, প্রশ্নটি সাধারণ হলে সাধারণ ও বিশেষ প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে এক হয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু মহা সম্মানী সেহেতু তিনি সকল প্রত্যাশীকে সহায়তা দান করতে পারেন। কবির ভাষায়-

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার দান এ ধরার সর্বত্র বিদ্যামান। আপনার জ্ঞানের পরশে লওহ, কলম সুরভিত।

মোল্লা আলী কারী মিরকাতে বলেছেন-

وَيُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْأَمْرُ بِالسُّؤَالِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَكَّنَهُ مِنْ إِعْطَاءِ كُلِّ مَا أَرَادَ مِنْ خَزَائِنِ الْحَقِّ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাওয়ার যে সাধারণ হুকুম দিয়েছেন, এর ফলে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ধনভাণ্ডার থেকে যা কিছু চান তা প্রদান করা হবে।"

তারপর লিখেছেন-

وَذَكَرَ اِبْنُ سَبَعٍ فِي خَصَائِصِهِ وَغَيْرِهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَقْطَعَهُ أَرْضَ الْجَنَّةِ يُعْطِي مِنْهَا مَا شَاءَ لِمَنْ يَشَاءُ.

"ইমাম ইবনে সাবা' প্রমুখ আলেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, বেহেশতের যমীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে জায়গীর দেয়া হয়েছে যে এর মধ্যে যা যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন।"

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রাহমতুল্লাহি আলাইহি জাওহার মুনতাযিমে বলেছেন-

أَنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الَّذِيْ جَعَلَ خَزَائِنُ كَرَمِهِ وَمَوَائِدِ نِعَمِهِ طَوْعَ يَدَيْهِ وَتَحْتَ إِرَادَتِهِ يُعْطِي مِنْهَا مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ.

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ তাঁর ধন ভাণ্ডার থেকে স্বীয় নেয়ামতের এক অংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হস্তে দান করেন। যাতে তিনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করতে পারেন।"

তারপর এ হাদীসে ওহাবীদের ওপর সবচেয়ে বড় বিপদ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জান্নাতে থাকতে চান। 'أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ' (আমি জান্নাতে আপনার সাথীত্ব লাভ করতে চাই।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أُطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ.

"কল্যাণকর জিনিস চাও, নেক চেহারার নিকট।"

আরেক বর্ণনায় আছে,

أُطْلُبُوا الْخَيْرَ وَالْحَوَائِجَ مِنْ حِسَانِ الْوُجُوهِ.

"নেক ও প্রয়োজনীয় জিনিস ভাল লোকের নিকট চাও।"

আরেক বর্ণনায় আছে,

أُطْلُبُوْا الْحَاجَاتَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ.

"প্রয়োজনীয় জিনিস ভাল লোকের নিকট চাও।"

আরেক বর্ণনায় আসছে,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

إِذَا ابْتَغَيْتُمْ الْمَعْرُوفَ فَاطْلُبُوا عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ.

"যখন ভাল কিছু কামনা কর, তখন উত্তম ব্যক্তির কাছে চাও।"

আরেক রেওয়ায়তে আসছে,

إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَاجَاتَ فَاطْلُبُوا عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ.

"যখন প্রয়োজনীয় কিছু চাও, তখন সুন্দর চেহারা ব্যক্তির নিকট চাও।"

আরেক বর্ণনায় আছে,

فَإِنْ قَضَي حَاجَتَكَ قَضَاهَا بِوَجْهِ طَلَقٍ وَإِنْ رَدَكَ رَدَّكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ.

"সুন্দর চেহারা ব্যক্তি যদি তোমার প্রয়োজন পূরণ করে তবে তিনি দান করলে অনেক দান করবে। আর প্রত্যাখ্যান করলে প্রশস্ত ললাটে ফেরত দেবে।"

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ ইমাম বুখারী তারিখে, আবূ বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া কাযায়ে হাজাতে, আবূ ইয়ালা তার মুসনাদে, তিরবানী কবীরে, ওকাইলী, ইবনে আদী বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে ও ইবনে আসাকীর প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা অথবা হযরত হাসসান ইবনে সাবেত আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

قَدْ سَمِعْنَا نَبِيَّنَا قَالَ قَولاً هُوَ لَمَنْ يَطْلُبُ الحَوَائِجَ رَاحَةٌ

إِغْتَدُوْا وَأُطْلُبُوا الحَوَائِجَ مِمَّنْ زَيَّنَ اللهُ وَجْهَهُ بِصَبَاحَةٍ

"নিশ্চয় আমরা আমাদের নবীকে একটি কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি প্রয়োজনীয় জিনিস প্রত্যেশীদের জন্য প্রশান্তি। তিনি ইরশাদ করেন, সকাল যাপন করো এবং ঐ ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন পূরণের সাহায্য চাও, যার চেহারা আল্লাহ তা'আলা বাদামী রঙ্গে রঙ্গিন করেছেন।" ইবনে আসকারী তা বর্ণনা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন-

أُطْلُبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرُّحَمَاءِ ؛ تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ فَإِنَّ فِيْهِمْ رَحْمَتِيْ.

"করুণাময় অন্তরের অধিকারী উম্মতের নিকট করুণা চাও, তাদের ছায়ায় অবস্থান করবে। কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে আমার রহমত।"

আরেক বর্ণনায় আসছে,

أُطْلُبُوْا الحَوَائِجَ إِلَى ذَوِى الرَّحْمَةِ مِنْ أُمَّتِى تُرْزَقُوْا وَتَنْجَحُوْا

"তোমার নিজের প্রয়োজন পূরণ করার সাহায্য আমার দয়ালু উম্মতের কাছে চাও। যিরিক পাবে, উদ্দেশ্য সফল হবে।"

আরেক রেওয়ায়তে আছে,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

قَالَ ﷺ يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : اُطْلُبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرُّحَمَاءِ ؛ تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ فَإِنَّ فِيْهِمْ رَحْمَتِيْ.

" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার দয়াবান বান্দার কাছে অনুগ্রহ চাও, তাদের আশ্রয়ে বসবাস করবে, আমার দয়া তাদের মধ্যে রেখে দিয়েছি।

হাদিসগুলো হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اُطْلُبُوا الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الرُّحَمَاءِ ؛ تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ

"আমার দয়াবান উম্মত থেকে ভাল কিছু প্রত্যাশা করো, তবে তাদের ছায়ায় ভালভাবে বসবাস করতে পারবে।"

হদিসটি হাকেম আল-মুসতাদরকে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

إِذَا ضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ غَوْثًا وَ هُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ : يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيْثُونِي يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيْثُونِي فَإِنَّ لله تَعَالَى عِبَادًا لاَ يَرَاهُمْ.

"যখনতোমাদের কারো কোন জিনিস হারিয়ে যায় অথবা কেউ রাস্তা ভুলে যায় এবং সাহায্য চায় এবং এরূপ জায়গায় অবস্থান করে যেখানে কোন সমবেদনাকারী নেই, তখন তার এভাবে ডাকা উচিত, হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাকে সাহায্য কর। কারণ আল্লাহর কিছু বান্দা আছে তারা তাদেরকে দেখে না।"

হাদিসটি ইমাম তিরবানী উতবা ইবনে গাযওয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন জংগলে জন্তু হাত ছাড়া হয়ে যায়, তখন 'يَـا عِبَادَ اللهِ أَحْبِسُوْا' বলে ডাকবে। অর্থাৎ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! একে আটক করো।

এ হাদীসটি ইবনে সুন্নী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এভাবে আওয়াজ দেবে, 'أَعِيْنُونِي يَا عِبَادَ اللهِ' হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা সাহায্য করো।

এ হাদীসটি ইবনে আবূ শাইবাহ ও বাযযার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম আল্লামা মুজতাহিদ তকীউল মিল্লাতে ওয়াদ্দীন আলী ইবনে আবদুল কাফী কৃত 'শেফাউস সিক্বাম', ইমাম আবূ যকরিয়া নববী কৃত 'কিতাবুল আযকার' এবং এহইয়াউল উলূম ইত্যাদিতে রউদ্বর রিয়াহীন, খোলাসাতুল মাফাখির, নশরুল মাহাসীন

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

ইত্যাদি কৃত আরেফ বিল্লাহ ফকীহ মুহাক্কিক আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইয়াফেয়ী, হিসনে হাসীন কৃত ইমাম শমসুদ্দীন আবূল খাইর ইবনে জযরী, মাদখাল কৃত ইমাম ইবনুলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদরী মক্কী, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া ওয়া মানহে মুহাম্মদিয়া কৃত ইমাম আহমদ কুস্তলানী, আফজালুল কুরা লেকুরায়ে উম্মিল কুরা, জওহর মুনাজ্জাম, ওয়া ওকুদুল জামান ইত্যাদি গ্রন্থ কৃত ইমাম ইবনে হাজর মক্কী, মীযান কৃত ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী, হিরজেয সমীন কৃত মোল্লা আলী কারী, মাজমাউ বাহারিল আনওয়ার কৃত আল্লামা তাহের ফতীনী, লুমআতুত তানকীহ, আশিয়্যাতুল সুলুমআত, জযবুল কুলুব, মাজমাউল বারাকাত, মাদারিজুন নুযুয়্যাত ইত্যাদি কৃত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, ফতোয়া- এ খাইরিয়া কৃত আল্লামা খাইরুল মিল্লাত ওয়াদিন রমলী, মারাকিউল ফালাহ কৃত আল্লামা হাসান ওয়াঈ শারনাবালাঈ, মাতালিউল মুসিররাত কৃত আল্লামা ফাসী, শরহে মাওয়াহিব কৃত আল্লামা যুরকানী, নসীমুর রিয়ায কৃত আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফাজী ইত্যাদি সম্মানিত ও বুযর্গ ওলামায়ে কেরাম কৃত রচনাবলী যে সবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনায় এস্তেমদাদ (সাহায্য চাওয়া) ও এ'আনত (সাহায্য করা) এর বৈধতার বর্ণনায় আসমান-জমিন ভরপুর।

আল্লামা ফজলে রসূল কুদ্দেসা সিররুহু কৃত 'তাসহীহুল মাসাঈল, সাইফুল জব্বার, বাওয়ারেকে মুহাম্মদিয়া ইত্যাদি গ্রন্থাবলীও দেখুন। এ সব তো উর্দু ফার্সী ভাষায় লিখিত সহজ বিশেষত তোমাদের মাযহাবেই রচিত। আর আল্লাহর ফজলে বার বার ছাপা হয়ে ঈমানদারদের ক্বলবে প্রশান্তি দান করছে। বিশেষ করে 'ফুয়ুযে আরওয়াহ কুদুস' দেখুন। যাতে ওয়ালি উল্লাহ খান্দানের প্রিয় আর নিকৃষ্ট ওহাবীদেরকে নিঃশেষকারী শত শত বাণীসমূহ বর্ণিত আছে। সুফীগণের বাণী, কর্ম, অবস্থা, আমল ইত্যাদির বিবরণে তা ভরপুর, সেই পুণ্যময় দর্শন প্রসঙ্গে কি বলবো। চক্ষুতে ঈমানের আয়না লাগিয়ে হযরত শায়খে মুহাক্কিক আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর 'মিশকাত শরীফের' তরজমা দেখুন। এ মাসআলায় হযরাত আউলিয়ায়ে কেরামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন-

"কশফের অধিকারী মাশায়েখদের কাছ থেকে কামেল রূহ সমূহ থেকে সাহায্য চাওয়া ও উপকৃত হওয়া প্রসঙ্গে যা বর্ণিত আছে, তা অগণিত এবং তাঁদের কিতাব ও পুস্তকে যা কিছু বর্ণিত আছে তা উল্লেখ করার দরকার নেই। সম্ভবত অস্বীকারকারীদের এ সবের অনুভূতি নেই। আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন।"

আল্লাহু আকবর। অধম অস্বীকারকারীদের দুর্ভাগ্য এতদূর পৌঁছেছে যে, বড় বড় আউলিয়া কেরামের উক্তি থেকে উপকৃত হবার কোন আশা তাদের নেই। বাস্তবেও এরূপ। এমনিতে না মানলে পরীক্ষা করে দেখ। এ সকল হাজার হাজার বাণী থেকে পরীক্ষামূলকভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর সৈয়্যদুল আউলিয়া ইমামুল আসফিয়া কুতুবুল আকতাব মারজাউল আবদাল নিজামে তারকত বাহরে হাকীকত গাউসুনা ও গিয়াসুনা হযরত সৈয়দ আবূ মুহাম্মদ আবদুল কাদের হাসানী হোসাইনী জীলানী'র বাণী শুনুন। তাঁর এ বাণী শুধু মুখে বলার দ্বারা প্রসিদ্ধ তা নয়। বরং আকাবির আইম্মায়ে কেরাম যেমন ইমাম [illegible] ইমাম আবূল হাসান নুরুদ্দিন

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আলী ইবনে জরীর লখমী শাতনুনী, তারপর শায়খুল ফোকাহা আলেমে রব্বানী সৈয়্যদুনা ইমাম আবদুল্লাহ বিন আসআদ ইয়াফেয়ী শাফেয়ী মক্কী, তারপর ফকীহে আকমল শায়খুল হারম মোল্লা আলী কারী হানাফী ও অসংখ্য কেরামতের অধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ আবূল মা'আলী, তারপর শায়খ মুহাক্কিক আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমগণ তাঁদের বিখ্যাত রচনাবলীতে যেমন- বাহজাতুল আসরার শরীফ, খোলাসাতুল মাফাখির, নুযহাতুল খাতিবিল ফাতির, তোহফায়ে কাদেরীয়া, আখবারুল আখইয়ার, যুযদাতুল আ'সার ইত্যাদিতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর পুরনূর গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন;

مِنِ اسْتَغَاثَ بِي فِي كُرْبَةٍ كُشِفَ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِي بِإِسْمِيْ فِي شِدَّةٍ فُرِّجَتْ عَنْهُ، مَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللهِ فِي حَاجَةٍ قَضَيْتُ حَاجَتَهُ، وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَؤُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةُ الإِخْلَاصِ إِحْدَي عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَي رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ إِحْدَي عَشْرَةَ مَرَّةً وَيَذْكُرُهُ ثُمَّ يَخْطُوا إِلَي جِهَةِ الْعِرَاقِ إِحْدَي عَشْرَةَ خَطْوَةً وَيَذْكُرُ إِسْمِيْ وَيَذْكُرُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تَقْضِي بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَي.

"যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় আমার কাছে ফরিয়াদ করে, তা দূর হয়ে যাবে। কোন কঠিন অবস্থায় আমার নাম নিয়ে ডাক দেবে, সে কাঠিন্য দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোন হাজত পেশ করার সময় আমাকে উসীলা বানাবে, সে হাজত পূর্ণ হবে। যে দু'রাকাত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগারবার সূরা এখলাস পাঠ করবে তারপর সালাম ফিরিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এগারবার দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। হুযুর আকদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করবে। তারপর বাগদাদ শরীফের দিকে এগার কদম যাবে এবং আমার নাম নেবে এবং স্বীয় হাজত পেশ করবে, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর হুকুমে সেই হাজত পূর্ণ হবে।"

يَقُولُ الْعَبْدُ صَدَّقْتَ يَا سَيِّدِيْ يَا مَوْلَائِيْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْكَ وَعَنْ كُلِّ مَنْ كَانَ لَكَ وَمِنْكَ فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعَلَكَ وَارِثُ أَبِيْكَ الْمُرْسِلِ رَحْمَةً وَمَوْلَي النِّعْمَةِ وَصَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَي أَبِيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَي كُلِّ مَنِ انْتَمَي إِلَيْكَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَشَرَفَ وَكَرَمَ آمِيْن يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

হযরত আবূল মা'আলী রহমত এর বর্ণনায় قَضَيْتُ ، كَشَفْتُ ، فَرَّجْتُ (উত্তম পুরুষ) এর শব্দ রয়েছে। তিনি এর অর্থ এভাবে করেছেন,

"ওমর বায্যাজ (রহঃ) বলেন, আমি শায়খ আবদুল কাদের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি বিপদে আমার কাছে সাহায্য চাইবে আমি তা দূর করব, যে ব্যক্তি

Bangladesh Anjuman-e-Ashiqane Mustafa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

কাঠিন্যের সময় আমার নাম নিয়ে ডাক দেবে فَرَّجْتُ عَنْهُ 'আমি তা দূর করে দিই। যে ব্যক্তি হাজতের সময় আমার অসীলা নেবে, قَضَيْتُ لَهُ আমি তা পূরণ করে দিই।

মোল্লা আলী কারী এ বর্ণনার পর বলেছেন-

وَقَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ مِرَارًا أَفْصَحُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

'নিশ্চয় এটা তা বহুবার পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি শায়খের উপর সঠিক পাওয়া গেছে।'

ইমাম আল্লামা আবূল হাসান আলী বিন আবদুল কাফী সবকী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'মুস্তাতাবে শিফাউস সিকাম' استمداد ও اعانت (সাহায্য চাওয়া ও সাহায্য করা) কে অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে ইরশাদ করছেন,

لَيْسَ الْمُرَادُ نِسْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الخَلْقِ وَالإِسْتِقْلَالِ بِالأَفْعَالِ هَذَا إِلاَّ يَقْصِدُهُ مُسْلِمٌ فَصَرَفَ الْكَلاَمَ إِلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْ بَابِ التَّلْبِيْسِ فِي الدِّيْنِ وَالتَّشْوِيْشِ عَلَى عَوَامِ الْمُوَحِّدِيْنَ.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ এটা নয় যে, হুযুরকে খালেক (স্রষ্টা) এবং স্বাধীন কর্মকারক স্থির করা হয়। এটা তো কোন মুসলমান মনে করে না। কাজেই এ অর্থের দিকে নিয়ে সাহায্য চাওয়া থেকে নিষেধ করা দ্বীনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ও সাধারণ মুসলমানদেরকে পেরেশান করার শামিল।"

صَدَقْتَ يَا سَيِّدِيْ جَزَاكَ اللهُ عَنِ الإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا. آمين

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী 'ইফাদাতে নিসাব জওহরে মুনাজ্জাম' গ্রন্থে বহু হাদিস দ্বারা সাহায্য চাওয়াকে সাব্যস্ত করে ফরমাচ্ছেন-

فَالتَّوَجُّهُ وَالإِسْتِغَاثَةُ بِهِ ﷺ وَبِغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُمَا مَعْنَي فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِيْنَ غَيْرُ ذَلِكَ وَلاَ يَقْصُدُ بِهِمَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ سِوَاهُ فَمَنْ لَمْ يَنْشَرِحْ صَدْرُهُ لِذَلِكَ فَلْيَبْكِ عَلَى نَفْسِهِ نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ وَالْمُسْتَغَاثُ بِهِ فِي الْحَقِيْقَةِ هُوَ اللهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَغِيْثِ فَهُوَ سُبْحَنَهُ مُسْتَغَاثٌ بِهِ وَالْغَوثُ مِنْهُ خَلْقًا وَإِيْجَادًا وَالنَّبِيُّ ﷺ مُسْتَغَاثٌ بِهِ وَالْغَوثُ سَبَبًا وَكَسْبًا.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা হুযুর ব্যতীত আম্বিয়া ও আউলিয়াদের প্রতি মনোনিবেশ এবং তাঁদের কাছে ফরিয়াদের এ অর্থই মুসলমানদের অন্তরে বিদ্যমান। এটা ব্যতীত কোন মুসলমান অন্য অর্থ বুঝে না। যার অন্তর তা কবুল করে না, সে নিজের অবস্থার জন্য ক্রন্দন করুক। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, প্রকৃত পক্ষে ফরিয়াদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ও এ ফরিয়াদকারীর মধ্যে উসীলা ও মাধ্যম। ফরিয়াদ তো আল্লাহর কাছেই, তার ফরিয়াদ এরূপ যে, উদ্দেশ্যকে সৃষ্টি করবে এবং হুযুরের কাছে ফরিয়াদ হচ্ছে- তিনি হাজত পূরণের সবব (কারণ) এবং স্বীয় রহমতের প্রকাশ করবেন, যাতে তার হাজত পূরণ হয়।"

ঈমানের সাথে বলুন যে, তাঁরা হচ্ছেন এমন আলেম যাঁদের প্রতি তোমরা এস্তেআনত (সাহায্য চাওয়া) এর অপবাদ দিয়ে থাক। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে ওহাবীদের কাছে লজ্জা বলতে মোটেই নেই।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন-

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

بے حیا باش وہرچہ خواہی کن۔

অর্থ- "যখন তুমি নির্লজ্জ হবে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।"

শাহ ওয়ালিউল্লাহ 'হাম্আত' এ লেখেছেন-

"যদি আজ কোন ব্যক্তির সাথে বিশেষ বুযর্গের রূহের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সেখান থেকে ফয়েয অর্জন করে, তখন সে এ থেকে বাইরে নয় যে, তার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিংবা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বা হযরত গাউসে আজমের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।"

শাহ আবদুল আযীয তাফসীরে আযীযীতে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহবূবিয়াতের শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

"তাঁর মর্যাদা এমন মর্যাদা, যা কোন মানুষকে দান করা হয়নি। কিন্তু তাঁর অসীলায় তাঁর উম্মতের কোন কোন আউলিয়া এমন মর্যাদা লাভ করেছেন যে, তাঁরা সমগ্র সৃষ্টির সম্মান ও অন্তরের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়েছেন। যেমন- গাউসে আযম জিলানী ও শায়খুল মাশায়েখ নেজামুদ্দীন আউলিয়া কুদ্দিসাল্লাহু সিররুহুমা।"

কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী 'সাইফুল মসলুল' এ লেখেন-

"ফয়েয ও বরকত এর ভাণ্ডার সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির উপর নাযিল হয় এবং তা থেকে বন্টিত হয়ে যুগের সকল আউলিয়ার কাছে পৌঁছে থাকে। কোন ওলী তার মাধ্যম ব্যতীত ফয়েয প্রাপ্ত হয় না। সৈয়্যদ গাউসুস সাকালাইন মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এ মহান পদটি হযরত হাসান আসকরী আলাইহিস্সালাম এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। যখন হযরত গাউসুস্ সাক্বালাইন জন্মগ্রহণ করেন এ মুবারক পদমর্যাদা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। ইমাম মুহাম্মদ মাহদী'র প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত এ পদমর্যাদা গাউসুস সাকালাইনের রূহের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। সুতরাং তাঁর উক্তি أَخِيْ قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ এবং وَخَلِيْلِيْ كَانَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ এ অর্থের প্রকাশ করে।" (সংক্ষেপিত)

একদিকে এসব দলীল তো বিদ্যমান আছে। স্বয়ং মিয়া ইসমাঈল দেহলভী সিরাতে মুস্তাকীম এ স্বীয় পীরের অবস্থা লেখেছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

সুফীগণ বলেন, কোন কোন ওলীর ক্ষমতা ও কার্য ক্ষমতা আলমে বরযখেও অবশিষ্ট থাকে। তাঁদের পবিত্র আত্মা থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করা হয়। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, যে সব মনীষী পার্থিব জীবনে বরকত দান করতেন তারা মৃত্যুর পরও ওসীলা হবার ও বরকতদানের যোগ্যতা রাখেন। কেননা ওফাতের পর আত্মার অবশিষ্ট থাকা হাদীসও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত। জীবদ্দশায় ও ওফাতের পর উভয় অবস্থায় আত্মা কাজ করে। শরীরের কাজের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর প্রকৃত কার্যসম্পাদনকারী তো আল্লাহ তা'আলাই।

## বেলায়তের অর্থ

বেলায়তের অর্থ ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহর মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং বাকাবিল্লাহ তথা আল্লাহর মধ্যে অবশিষ্ট থাকা। এটি ওফাতের পর আরো পূর্ণতা লাভ করে এবং শক্তিশালী হয়। উম্মুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ও বিশ্লেষকগণের মতে এ কথা প্রমাণিত যে, যিয়ারতকারীদের আত্মা কবরবাসীর আত্মা থেকে আলো ও রহস্যের প্রতিচ্ছবি লাভ করে। যেমন এক আয়নার সামনে আরেকটি আয়না রাখলে যে অবস্থা হয়। এতে

---

"তাঁর পুণ্য রূহ হযরত গাউসুস্ সাকালাইন ও খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দীর প্রতি ধাবিত।"
উক্ত কিতাবে আরও আছে-
"যে ব্যক্তি তরীকায়ে কাদেরীয়ায় বাইয়াত করার ইচ্ছা করে এবং হযরত গাউসুল আযম পর্যন্ত তার ই'তেকাদ পৌছে। অর্থাৎ সে নিজেকে তাঁর গোলামদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতে পারে।"
সেই ইসমাঈল দেহলভী তার 'যুবদাতুন নাসায়েহ' এ লেখেন:
"যদি কোন ব্যক্তি ঘরে বকরী মোটাতাজা করে যাতে তাতে ভাল গোশত হয়। তা যবেহ করে তাতে হযরত গাউসুল আযম রাদিয়াল্লাহুর নামে ফাতেহা দিয়ে ভক্ষণ করে। এতে কোন অসুবিধা নেই।"
ঈমানের সাথে বলো গাউসুল আজমের অর্থ এটাই যে, "সবচেয়ে বড় ফরিয়াদ কবুলকারী", না কি অন্য কিছু?
আল্লাহকে এক বিশ্বাস করে বলো- "গাউসুস্ সাকালাইন" এ অর্থ যে, "জ্বিন ও মানুষের ফরিয়াদ কবুলকারী।" না কি অন্য কোন অর্থ?
ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রচিত "বরকাতুল এমদাদ লে আহলিল এসতেমদাদ" গ্রন্থ হতে সংক্ষেপিত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

প্রতিচ্ছবি পড়ে। আল্লাহর ওলীগণের মেছালী শরীর হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে সাহায্য প্রত্যাশীকে সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করে তার নিকট কোন দলিল প্রমাণ নেই।

## চারজন ওলী কবরে জীবিত

মাশায়েখের একজন বুযর্গ বলেন, আমি ওলীদের চারজন এমন বুযর্গকে দেখেছি, যারা নিজেদের কবরেও কার্য সম্পাদন করেছেন। তাঁদের এ ক্ষমতা তাদের জীবদ্দশার অবস্থা থেকে কোন অংশে কম ছিল না। একজন খাজা মারুফ কারখী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আরেকজন হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু। অপর দুজন বুযুর্গের নামও বলা হয়েছে। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণার জিনিস। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করলে আমি এ প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করবো। আংশিক আলোচনা আমি আমার কিতাব 'জযবুল কুলূব ইলা দিয়ারুল মাহবুব' এর মধ্যে করেছি।

## শ্রেষ্ঠ নবী

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত বাহ্যিক মু'জিযা ও পরিপূর্ণ নিদর্শনসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত। যার বর্ণনা তাওয়াতুরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে। প্রত্যেক নবীর মু'জিযা এক দুটি উদ্দেশ্যের জন্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা সমস্ত উদ্দেশ্যের জন্য নবুয়তের দলিল হয়ে এসেছে। এ থেকে এটিও সাব্যস্ত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমতা সমস্ত বিশ্বের সমস্ত অংশে ছিল। জমীন,আসমান, ফেরেশতা জগত এক কথায় পূর্ববর্তী নবীদের যে মর্যাদার ও শ্রেষ্ঠত্ব পবিত্র সত্তার দরবারে এককভাবে অর্জিত হয়েছিল আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সামগ্রিকভাবে পূর্ণমাত্রায় এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া গিয়েছে।

آنچہ خوباں ہم دارند تو تنہا داری

সমস্ত সৌন্দর্য আল্লাহ তা'আলা একা তাঁকে প্রদান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ.

"আমি আদম সন্তানের সর্দার। এ জন্যে আমার গর্ব নেই।"[৫৬]

ওলদে আদম এবং বনী আদমের শব্দ জিন্স আদমের অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং আদম আলাইহিস সালামও এতে অন্তর্ভুক্ত। অপর হাদীসে বলা হয়েছে,

آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي.

"আদম আলাইহিস সালাম এবং তিনি ছাড়া সকলেই আমার পতাকার নীচে থাকবে।"[৫৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তারপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হযরত নূহ আলাইহিস সালামের স্থান। এ পাঁচজনকে 'উলুল আযম' বলে মনে করা হয় এবং সমস্ত নবী-রাসূলের মধ্যে সম্মানিত বলে গণ্য করা হয়। আল্লাহ তা'আলার পথে এ নবীদের অবদান ও প্রচেষ্টা অনেক বেশি।

## কুরআন একটি মু'জিযা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হলো কুরআন মাজীদ। আল্লাহ তা'আলার গুণও কাদীম বা অবিনশ্বর। তার কালাম বা বাণীও অবিনশ্বর। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা সংরক্ষিত থাকবে। অন্যান্য মু'জিযা প্রকাশ পায় এবং চলে যায়। কিন্তু কুরআন মাজীদ স্থায়ী মু'জিযা। কাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তা প্রাণময় ও অক্ষুন্ন থাকবে এবং প্রত্যেক যুগে পর্যবেক্ষণে ভূমিকা রাখবে। কুরআন মাজীদ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার উপর এটি অনেক বড় প্রমাণ যে ঐ কুরাইশদের সামনে যারা সমগ্র আরবে ফাসাহাত ও বালাগাগাত শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন এবং মহানবী ও ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ শত্রু ছিলেন, তাদের সামনে এ ঘোষণা করেন,

---

[৫৬]. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/৭৫

[৫৭]. বায্যার : আল-মুসনাদ, ২/২৮৪

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ﴿٢٣﴾

"যদি তোমরা এ কথার ব্যাপারে যা আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছি, কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করো, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা বানিয়ে আন।"[৫৮]

এখন পর্যন্ত এ কুরআন প্রসঙ্গে কারো কোন উত্তর আসেনি। অথচ তখন আরবি ভাষা ফাসাহাত ও বালাগাতে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা ছিলেন ফাসাহাতের ইমাম। তারা স্বীয় ফাসাহাতের দাপটে গোটা বিশ্বকে আশ্চর্য করে রেখেছিল। আরব বিশ্বের সাহিত্যের এ প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীবকে ফাসাহাত ও বালাগাত সমৃদ্ধ কি এক অলৌকিক গ্রন্থ দিয়ে প্রেরণ করেন। কেননা, অন্যান্য নবীগণকে ও নিজ নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ বিষয়কে নতজানু করার মত মু'জিযা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের যুগে মানুষ যাদু দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতো। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গিয়ে ছিল। সুতরাং তাদেরকে ঐ রূপ মু'জিযাই প্রদান করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আভিভার্বের যুগে যেহেতু ফাসাহাত ও বালাগাতের চর্চা সর্বাধিক হতো সেহেতু কুরআন মাজীদকে বালাগাত ও বালাগাতের সমৃদ্ধ এবং অলংকার শাস্ত্রে অতুলনীয় করেছেন।

চিন্তার বিষয় যে, ঐ যে ভাষায় তারা কথা বলতো কোন কিছু বুঝতো ভাল মন্দ, ছোট বড়, উন্নত অনুন্নত সব কিছু জানতো বুঝতো, এ ভাষায় কুরআন উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের আয়াতের সামনে তারা নিজেদের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও অপরাগতার কথা স্বীকার করেছে। সমগ্র আরব জাতি কুরআনের মোকাবেলায় একটি আয়াতও পেশ করতে পারেনি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

[৫৮]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩

## কুরআনের মু'জিযা

যখন কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম আয়াত, 'اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ' (পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন) নাযিল হয়েছে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তা কা'বা শরীফের গিলাফে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তখন কা'বার আরব পণ্ডিতদের নিয়ম ছিল যে, যে বাক্যকে ফাসাহাতের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মনে করা হবে তা অধিক প্রচার-প্রসার এবং অপরাপর জ্ঞানীদেরকে অবহিত করার জন্যে কা'বা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হত। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তা দেখতে পারে। যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তারা বাক্যের ধরণ ও পদ্ধতিগত বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে হতবাক হয়ে যায়। তারা প্রকাশ্যে বলে উঠে, এটি কোন মানুষের কথা নয়, মানুষ এরূপ বাক্য রচনা করতে সামর্থ রাখেনা।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একটি দল বলে যে, কুরআন মাজীদের ন্যায় বাক্য রচনা করতে তারা সক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাণীর সামনে তাদের শক্তিকে দূর্বল এবং সাহসকে ভীত করে দিয়েছিলেন। যাতে তারা এর মোকাবিলা করতে না পারে। তাদের মুখে মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে তারা একটি আয়াতেরও মোকাবিলা করতে পারেনি এবং এ ময়দানে পরাভূত হয়েছে।

মু'তাযিলাদের এ অভিযোগের যদিও কোন মূল্য নেই, তবুও তা কুরআন মাজীদের ইজায যে, তারা এমন বাক্য রচনা করার শক্তি সামর্থ রাখা সত্ত্বেও এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মোকাবিলা করার পূর্ণ সামর্থ রাখা সত্ত্বেও তাদের শক্তি সামর্থের উত্তর দেয়া হয়ে গেছে এবং তাদের মুখ এ পরিমাণ বন্ধ হয়ে গেছে যে, তারা একটি আয়াত রচনা করতে পারেনি। মুতাযিলাগণ মূলত স্বীয় দুর্বল অভিযোগ এবং নির্বোধ দলিলের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের ইজাযের সঠিক পথ মেনে নেয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। একথা জানা যায়নি যে, কি অবস্থার ভিত্তিতে এ কথা জেনেছে যে, তারা এরূপ বাক্য পেশ করতে সামর্থ রাখে।

প্রকৃত বিষয় এই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ন্যায় কালাম রচনা করতে অক্ষম। অন্যথায় এখন পর্যন্ত কেউ না কেউ তো মোকাবেলা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

করতে এগিয়ে আসতো। এ ব্যাপারে স্বয়ং কুরআন মাজীদ দাবী পেশ করছে, যাতে যার সাহস হয় এ চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে।

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

"হে রাসূল! এদেরকে বলেদিন, যদি মানব-দানব কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে একত্রিত হয়, তবে এর ন্যায় রচনা করতে পারবে না। যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়।"[৫৯]

যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ অভ্যাস, উন্নত চরিত্র উচ্চ মর্যাদার প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক আল্লাহ তা'আলার ইজায এবং কুদরতের এক পরিপূর্ণ নিদর্শন।

ہر جلوۂ جمال ترا ناز دیگر است ہر نغمہ کمال ترا ساز دیگر است
اعجاز سخن را بسخن ہست احتیاج ہر غمزۂ ز چشم تو اعجاز دیگر است

১. আপনার প্রত্যেকটি সৌন্দর্যের চমকে আরেকটি গৌরব রয়েছে। আপনার কামালিয়াতের প্রত্যেকটি গানে ভিন্ন প্রকার একটি দৃশ্য রয়েছে।

২. কথার অলৌকিকতার জন্য কথার প্রয়োজন আছে, চক্ষুর সব কয়টি ইঙ্গিত ভিন্ন প্রকার অলৌকিকতার দাবীদার।

## সমস্ত সৃষ্টির নবী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির নবী। মানব-দানব সকলেই তাঁর নবুয়তের পতাকার নিচে আশ্রয় গ্রহণকারী। এ কারণেই তাঁকে মানব-দানবের রাসূল বলা হয়। তাঁর পবিত্র খেদমতে জিনদের কুরআন শ্রবণ করা, ঈমান আনা এবং স্বীয় সাথীদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া, সবকিছু কুরআন মাজীদে বিদ্যমান। অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো যে, সাধারণ জিন ও মানুষের উপর তাঁর নবুয়ত তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, জিন নিঃসন্দেহে মুকাল্লাফ। আর মুকাল্লাফ সেই হয়, যে নবী থেকে অথবা কোন

[৫৯]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৮৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallim)

সত্যবাদী থেকে বর্ণনা শ্রবণ করে থাকে। এ মাসআলাটিতে সকলে একমত যে, জিনদের মধ্য থেকে কোন নবী আসেনি। কুরআন মাজীদে জিনদের সম্পর্কে এ শব্দ বলা হয়েছে-

قَالُوا يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

"জিনেরা বলেছে, হে সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব শুনেছি। যা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে এবং সত্য কথা বর্ণনা করে।"[৬০]

এ আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এ জিন পূর্ব থেকে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়তের উপর চলছিল। যার ফলে এ কথা জানা যায় যে, জিন বিভিন্ন নবীর উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু তাঁদের সামনে আসেনি। শুধু আল্লাহর কিতাব শুনে এবং শরীয়তের বিধান শুনেই আমল করতো। নবীগণ সামনাসামনি জিনদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেননি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জিন উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং দাওয়াত দিয়েছেন। জিনদেরকে সরাসরি ঈমানের দাওয়াত দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লামা সুয়ুতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইমাম দাহহাকের মাযহাব এটি এবং এটিই সহীহ কথা। আলেমদের বিশ্লেষণমূলক অভিমত এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ফেরেশতাদের প্রতিও। তবে এ অভিমতটি দূর্লভ ও দুর্বল। মুহাককিকদের মতে, তাঁর রিসালাত পৃথিবীর সর্বত্র। এর মধ্যে জড় পদার্থ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সব অন্তর্ভুক্ত। পাথরের সালাম করা, বৃক্ষের সিজদা করা, জন্তুর তাঁর রিসালতের সাক্ষ্য দেয়া এ কথার দলিল যে, তাঁর রিসালত সার্বজনীন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মানব-দানবকে স্বীয় কাজের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

৬০. আল-কুরআন, সূরা আহকাফ, আয়াত : ৩০

এ কারণেই এদের থেকে কুফরী ও পাপ প্রকাশ পায়। অন্য সৃষ্টি থেকে আনুগত্য ও ঈমান বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রকাশ পায় না। তারা ফেরেশতাদের মত ঐ কাজই করেন যে জন্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিম্নের আয়াতটি এ কথার প্রমাণ,

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"আমি আপনাকে বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[৬১]

## জাগ্রত অবস্থা মিরাজ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত, তারপর যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা স্বশরীরে গিয়েছেন। ঈমানের পরীক্ষা তো মিরাজের ঘটনায়। এত অল্প সময়ে জাগ্রত অবস্থায় পবিত্র শরীরে আরশে আযীম পর্যন্ত সফর করে এসেছেন। বেহেশত, দোযখ সবকিছু দেখেছেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেছেন। এ সব ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে যে সব হাদীস বর্ণিত আছে তার ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সফরকে মেনে নেয়া এবং সত্য বলে বিশ্বাস করা ঈমানের আলামত। এটি বিশ্বজগত ও আত্মজগতের বিশ্লেষণমূলক কথা। মিরাজ সময়ের সংকীর্ণতা, নিরাপত্তা, পারিপার্শ্বিকতা থেকে মুক্ত। এ বিষয়ে আহলে কাশফ মনীষীরা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।[৬২]

---

৬১. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

৬২. ইমাম শরফুদ্দীন বূসীরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কবিতায় বলেছেন -

سَرَيتَ من حَرَمٍ ليلا الى حَرَمِ  كما سَرَى البَدرُ في داجٍ مِنَ الظُّلَمِ

وبِتَّ ترقَى الى أن نلتَ مَنزِلَةً  مِن قابَ قوسَيْنِ لم تُدرَكْ ولَم تُرَمِ

خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بالاضافَةِ اذ  نُودِيتَ بالرَّفعِ مثل المُفرَدِ العَلَمِ

فَخَرْتَ كُلَّ فَخَارٍ غيرَ مُشتَرَكٍ  وجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غيرَ مُزدَحَمِ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের একটি সামান্য অংশে মক্কা শরীফের হেরেম থেকে বায়তুল মাকদাসের দিকে গমন করেন। যেন অন্ধকার রজনীতে চৌদ্ধ তারিখের চন্দ্রের গমন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাত্রে উর্দ্ধে গমন করেন, এমনকি কাবা কাউসাইনের স্তরে পৌছেন। এ মর্যাদা কেউ লাভ করতে পারেননি এবং কারো সাহসও হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তুলনায় সমস্ত স্তরকে নীচু করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

তিনি একা এরূপ গর্ব একত্রিত্ব করেছেন যা অংশীদারিত্বের যোগ্য নয়। তিনি প্রত্যেক ঐ স্থান অতিক্রম করেছেন, যেখানে অন্য কারো ভীড় নেই। অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত গর্ব অহংকার করো অংশীদারিত্ব ছাড়া একা নিজের মধ্যে একত্রিত করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত ঘাটে ভীড় ছাড়া অতিক্রম করেছেন। অর্থাৎ সম্ভাব্য সমস্ত জগতে যত স্থান আছে তিনি একাই সেই স্থানে গমন করেছেন। অন্য কারো এ ভাগ্য হয়নি।"

আল্লামা মোল্লা আলী কারী তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন-

أَيْ أَنْتَ دَخَلْتَ الْبَابَ وَقَطَعْتَ الْحِجَابَ إِلَى أَنْ لَمْ تَتْرُكْ غَايَةَ لِسَاعٍ إِلَى السَّبَقِ مِنْ كَمَالِ الْقُرْبِ الْمُطْلَقِ إِلَى جَنَابِ الْحَقِّ وَلاَ تَرَكْتَ مَوْضَعَ رُقِّي وَصَعُودٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ لِطَالِبِ رِفْعَةٍ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ بَلْ تَجَاوَزْتَ ذَلِكَ مَقَامُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مَا أَوْحَى.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিশেষে এমন পর্দা অতিক্রম করেন যে, তার সম্মান ও মর্যাদার কাছে যাওয়াও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত অস্তিত্বশীল বিশ্বে কোন উচ্চ প্রত্যাশীর জন্যে উর্ধ্বে উঠা বা উঠে বসার কোন স্থান অবশিষ্ট থাকেনি; বরং তিনি বিশ্ব জগত অতিক্রম করে কাবা কাউসাইনের স্থানে পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছেন। অথবা আরো উর্ধ্বে পৌছেছেন। অতঃপর তাঁর রবের তাঁর নিকট অহী নাযিল করেন।"

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ শরফুদ্দীন মুহাম্মদ উম্মুল কুরাতে বলেছেন,

وَتَرَقَّي بِهِ إِلَى قَابَ قَوْسَيْنِ وَتِلْكَ السِّيَادَةُ الْقَعَاءُ

رَتَبٌ تَقْسُطُ الأَمَانِي حَسْرَي دُوْنَهَا مَا وَرَاءَهُنَّ وَرَاءُ

এটি এমন স্থান যে স্থানের কামনা ও আকাঙ্খা করা দুস্কর। এ স্থানের মত কোন স্থানই হয় না।

ইমাম ইবনে হাজার তার ব্যাখ্যা আফযালুল কুরাতে বলেছেন,

قَالَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ : وَالمَعَارِيْجُ لَيْلَةُ الإِسْرَاءِ عَشْرَةٌ سَبْعَةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالثَّامِنُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَي وَالتَّاسِعُ إِلَى الْمُسْتَوَي وَالْعَاشِرُ إِلَى الْعَرْشِ.

"কোন কোন ইমাম বলেন, মিরাজের রজনীতে দশটি স্থানে গমন হয়েছে। সাতটি আকাশে, অষ্টম গমন সিদরাতুল মুনতাহায়, নবম গমন মুসতাওয়ায়, দশম গমন আরশ পর্যন্ত।"

আল্লামা আরেফ বিল্লাহ আবদুল গণী নাবলসী হাদীকায়ে নদীয়াহ শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ায় তা বর্ণনা করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

حَيْثُ قَالَ : قَالَ شِهَابُ الدِّيْنِ اَلْمَكِّي فِي شَرْحِ هَمْزِيَةِ الابُوصَيْرِيِّ عَنْ بَعْضِ الأَئِمَّةِ أَنَّ الْمَعَارِيْجَ عَشْرَةٌ إِلَى قَوْلِهِ وَالْعَاشِرُ إِلَى الْعَرْشِ وَالرُّؤْيَةِ.

"মিরাজ দশটি। দশম মিরাজ হলো আরশ ও দিদার পর্যন্ত।"

অনুরূপ শরহে হামযিয়া গ্রন্থে ইমাম মক্কী বলেছেন-

لَمَا أَعْطَي سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامَ اَلرِّيْحُ الَّتِي غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ أَعْطَي نَبِيَّنَا ﷺ اَلْبُرَاقُ فَحَمَلَهُ مِنَ الْفَرْشِ إِلَى الْعَرْشِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَقَلُّ مُسَافَةٍ فِي ذَلِكَ سَبْعَةُ الاَفِ سَنَةً وَمَا فَوقَ الْعَرْشِ إِلَى الْمُسْتَوي وَالرَّفْرَفِ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى.

"যখন হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকে বাতাস দেয়া হয়েছে। বাতাস তাঁকে সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ নিয়ে যেত। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোরাক দান করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তাঁর উপর চড়ে এক মুহূর্তের মধ্যে বিছানা থেকে আরশে গিয়ে পৌছেন। সপ্তম আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত সাত হাজার বছরের রাস্তা। আর আরশের উপর মুসতাবি ও রফরফ পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব আল্লাহই ভাল জানেন।"

উক্ত কিতাবে আরো রয়েছে-

لَمَا أَعْطَي مُوسَي عَلَيْهِ السَّلَامَ اَلْكَلَامَ أَعْطَي نَبِيَّنَا ﷺ مِثْلُهُ لَيْلَةُ الإِسْرَاءِ وَزِيَادَةُ الدُّنُوِّ وَالرُّؤْيَةِ بِعَيْنِ الْبَصَرِ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ جَبَلِ الطُّورِ الَّذِيْ نُوجِيَ بِهِ مُوسَي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمَا فَوقَ الْعَرْشِ نُوجِيَ بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ.

"যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে কথা বলার ক্ষমতা দান করা হয়, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদ্রুপ মিরাজের রাত্রি দান করা হয়, এবং স্বচক্ষে আল্লাহর দিদার লাভ হয়। তুর পাহাড়ে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথোপকথন হয়। আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উর্ধ্বে আরশে এনে কথা বলা হয়।"

উক্ত কিতাবে আরো রয়েছে-

رُقِيَهُ ﷺ بِبَدَنِهِ يَقْظَةً لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ إِلَي السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَي سِدْرَةِ الْمُنْتَهَي ثُمَّ إِلَي الْمُسْتَوي ثُمَّ إِلَي الْعَرْشِ وَالرَّفْرَفِ وَالرُّؤْيَةِ.

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র শরীর মোবারকে জাগ্রত অবস্থায় মিরাজের রাত্রের উর্ধ্বাকাশে উঠেন। তারপর সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা। তারপর মাকামে মুসতাওয়া। অতঃপর আরশ, রফরফ ও দিদার পর্যন্ত।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাভী মালেকী খালওয়াতী তালীকাতে আফযালুল কুরায় ইরশাদ করেন-

اَلإِسْرَاءُ بِهِ ﷺ عَلَى يَقْظَةٍ بِالْجَسَدِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ الْعُلَى ثُمَّ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ثُمَّ إِلَى الْمُسْتَوَى ثُمَّ إِلَى الْعَرْشِ وَالرَّفْرَفِ.

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় শরীর ও আত্মার সাথে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত হয়েছে। অতঃপর আকাশ, তারপর সিদরাতুল মুনতাহা। অতঃপর মুসতাওয়া, তারপর আরশ, রফরফ পর্যন্ত।

ফতোহাতে আহমদীয়া শরহে হামযিয়া লিস শায়খ সুলায়মান আল জামালে রয়েছে-

رُقِيَهُ ﷺ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَى السَّمَوَاتِ السَّبْعِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لَكِنَّهُ لَمْ يُجَاوِزِ الْعَرْشَ عَلَى الرَّاجِحِ.

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উর্ধ্ব গমন মিরাজের রজনীতে বায়তুল মাকদাস হতে সাত আসমানে এবং সেখান থেকে ঐ স্থান পর্যন্ত যেখানে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন। কিন্তু গ্রহণযোগ্য কথা হলো আরশের সামনে অগ্রবর্তী হননি।"

তাতে রয়েছে-

وَالْمَعَارِيْجُ لَيْلَةُ الإِسْرَاءِ عَشْرَةٌ سَبْعَةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالثَّامِنُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالتَّاسِعُ إِلَى الْمُسْتَوَى وَالْعَاشِرُ إِلَى الْعَرْشِ لَكِنْ لَمْ يُجَاوِزِ الْعَرْشَ كَمَا هُوَ التَّحْقِيْقُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعَارِيجِ.

"মিরাজ তথা উর্দ্ধাগমনসমূহ মিরাজের রাত্রে দশটি মিরাজ হয়েছে। সাতটি আকাশে, অষ্টমটি সিদরাতুল মুনতাহায়, নবমটি মুসতাওয়ায়, দশমটি আরশে। কিন্তু মিরাজের বর্ণনাকারীদের বিশ্লেষণমূলক কথা এই যে, আরশের উর্ধ্বে যাননি।"

তাতে আরো বলা হয়েছে-

بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ السَّمَاءُ السَابِعَةُ رُفِعَتْ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ثُمَّ جَاوَزَهَا إِلَى مُسْتَوَى ثُمَّ زُجَّ بِهِ فِي النُّورِ فَخَرَقَ سَبْعِيْنَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ مَسِيْرَةَ كُلِّ حِجَابٍ خَمْسُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ دُلِّيَ لَهُ رَفْرَفٌ فَارْتَقَى بِهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْعَرْشِ وَلَمْ يُجَاوِزْهُ فَكَانَ مِنْ رَبِّهِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.

"যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম আকাশ অতিক্রম করেন তখন তার সামনে সিদরাতুল মুনতাহা উচ্চ করা হয়। তিনি তা অতিক্রম করে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

মুসতাওয়া পর্যন্ত পৌছেন। তারপর নুরে আচ্ছাদিত করা হয়। সেখানে সত্তর হাজার নূরের পর্দায় বেষ্টন করা হয়। প্রত্যেকটি পর্দার দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। তারপর একটি সবুজ বিছানা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে ঝুলানো হয়। তিনি তাতে আরোহণ করে আরশ পর্যন্ত পৌছেন। আরশের বাহিরে তিনি যাননি। সেখানে স্বীয় রবের নিকটবর্তী হয়। দু'টি ধনুকের নিকটবর্তী হওয়ার মত। বা তার চেয়ে নিকটে।"

আমি বলছি, শায়খ সুলায়মান আরশের উর্ধ্বে না যাওয়ার ব্যাপারটি অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ইমাম ইবনে হাজার মক্কী প্রমুখের পূর্বের ও আগতবাক্যে আরশের উপরে ও লা-মকানের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। লা-মকান নিশ্চিত আরশের উপরে। মূলত উভয় উক্তির মাঝে কোন মতভেদ নেই। আরশ পর্যন্ত চূড়ান্ত স্থান। তার উপরে লা-মকান এবং শরীর হবেনা। মাকানে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীর মোবারকে আরশের চূড়ান্ত পর্যন্ত তাশরীফ নিয়েছেন এবং পবিত্র আত্মা উপরের উর্ধ্বে নিয়ে যায়, যেখানে তার প্রভু নিয়ে যেতে চান। এ দিকে শায়খে আকবরের বাণী ইঙ্গিত করে, যার বিবরণ সামনে আসবে। এ পবিত্র কদমের ভ্রমণ আরশে এসে চূড়ান্ত হয়। তবে সমস্ত স্থানে তার সফর হয়েছে, তা না হলে, (আল্লাহ না করুন) তা সফরে কমতি হবে। উপরে কোন স্থান ছিল না যেখানে তিনি পৌঁছেননি। আন্তরিক ভ্রমণের চূড়ান্ত যদি কাবা কাউসাইন হয়, তবে এতে সন্দেহ হয় যে, তিনি আরশ অতিক্রম করেছেন কি না। তখন প্রসিদ্ধ ইমাম আলী ওফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি শ্রবণ করুন। যা ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী 'কিতাবুল ইয়াওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির আকায়েদুল আকাবিরে' বর্ণনা করেছেন-

لَيْسَ الرَّجُلُ مَنْ يُقِيْدُهُ الْعَرْشُ وَمَا حِوَاهُ عَنِ الأَفْلاَكِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَأَنَّ الرَّجُلَ مَنْ نَفَذَ بَصَرُهُ إِلَى خَارِجِ هَذَا الْوُجُودِ كُلِّهِ وَهُنَاكَ يَعْرِفُ قَدْرَ عِظْمَةِ مَوْجِدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

"ব্যক্তি এরূপ নয় যে, আরশ এবং তা যা কিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত যেমন আফলাক, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি তাকে বেষ্টন করে রাখে। বরং ব্যক্তি এরূপ যার তত্ত্বাবধানে সমগ্র বিশ্বের শেষের পরিসমাপ্তি হয়। সেখানে বিশ্বের স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব উন্মুক্ত হয়।"

ইমাম আহমদ কুসতুলানী "মাওয়াহেবে লাদানিয়া ওয়া মানাহে মুহাম্মদীয়া" এবং আল্লামা মুহাম্মদ যুরকানী তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন-

(وَمِنْهَا أَنَّهُ رَأَي اللهَ تَعَالَى بِعَيْنِهِ) يَقْظَةً عَلَى الرَّاجِحِ (وَكَلَّمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الرَّفِيْعِ الأَعْلَى) عَلَى سَائِرِ الأَمْكِنَةِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَسَاكِرُ عَنْ أَنَسٍ ﷺ مَرْفُوعًا لَمَا أُسْرِيَ لِي قَرَّبَنِيْ رَبِّي حَتَّى كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি হলো এই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে স্বীয় চোখে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন। এটিই

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মাযহাব। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের সাথে ঐ স্থানে কথা বলেছেন যা সমস্ত স্থান থেকে উত্তম। হযরত ইবনে আসাকির হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মরফূ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মিরাজের রজনীতে আমাকে আমার রব এত নিকটে নিকটবর্তী করেছেন যে, আমার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে ধনুকের দুমাথার সমান অথবা আরো কম দূরত্ব ছিল।

আরো বর্ণিত আছে,

قَدْ إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الإِسْرَاءِ هَلْ هُوَ أَسْرَا وَاحِدُ أَوْ أَسْرَاءَ أَنَّ مَرَّةً بِرُوحِهِ وَبَدَنِهِ يَقْظَةً بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَي ثُمَّ مَنَامًا مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَي إِلَى الْعَرْشِ فَالحَقُّ أَنَّهُ أَسْرَاءَ وَاحِدُ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ يَقْظَةً فِي الْقِصَّةِ كُلِّهَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِيْنَ.

"আলেমগণ মতভেদ করেছেন যে, ইসরা (মিরাজ) একবার হয়েছে না দুই বার হয়েছে। একবার আত্মিক ও শারীরিক উভয়সহ জাগ্রত অবস্থায় এবং আরেকবার স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায়। আত্মা ও শরীরের সাথে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। তারপর স্বপ্নে সেখান থেকে আরশ পর্যন্ত। সত্য কথা হলো মিরাজ মূলত একটিই। সমস্ত ঘটনায় অর্থাৎ মসজিদে হারাম থেকে উর্ধ্বাকাশে পর্যন্ত জাগ্রত অবস্থায় আত্মা ও পবিত্র শরীরসহ গমন মুহাদ্দিস ফিকহবিদ, কালাম শাস্ত্রবিদ সকলের মাযহাব।"

তাতে আরো রয়েছে,

وَالْمَعَارِيْجُ عَشْرَةٌ (إلى قوله) وَالْعَاشِرُ إِلَى الْعَرْشِ.

"মিরাজ দশটি। দশমটি আরশের দিকে।"

আরো বর্ণিত আছে-

قَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيْحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عُرِجَ بِي جِبْرِيْلُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، مُذْلِيْهِ عَلَي مَا فِي حَدِيْثِ شَرِيْكٍ كَانَ فَوْقَ الْعَرْشِ.

"সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ছ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সাথে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন, দু'টি ধনুকের সমপরিমাণ; বরং এর চেয়েও নিকটে। যেমন হযরত শরীকের হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আল্লামা শিহাব খাফাজী 'নসীমুর রিয়াদ শরহে শাফায়ে ইমাম কাযী আয়ায' এ ইরশাদ করেন-

وَرَدَ فِي الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا بَلَغَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى جَاءَهُ بِالرَّفْرَفِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَنَاوَلَهُ فَطَارَ بِهِ إِلَى الْعَرْشِ.

"মিরাজ সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছেন তখন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম রফরফ নিয়ে আসেন। রফরফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আরশ পর্যন্ত উড়ে যায়।"

তাতে রয়েছে-

عَلَيْهِ يَدُلُّ صَحِيْحُ الْأَحَادِيْثِ اَلْأَحَادُ اَلدَّالَّةُ عَلَى دُخُولِهِ ﷺ اَلْجَنَّةَ وَوُصُولُهُ إِلَى الْعَرْشِ أَوْ طَرْفُ الْعَالَمِ كَمَا سَيَأْتِي كُلُّ ذَلِكَ بِجَسَدِهِ يَقْظَةً.

"সহীহ হাদীস ইঙ্গিত করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রজনীতে জান্নাতে তাশরীফ আনেন এবং আরশ পর্যন্ত পৌছেন। অথবা পৃথিবীর ঐ প্রান্ত পর্যন্ত গমন করেন যেখানে লা-মকান রয়েছে। আর এ সব জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে ছিল।"

হযরত শায়খ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী ফতোহাতে মক্কীয়া শরীফ পরিচ্ছেদ ৩১৬ তে বলেছেন-

إِعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا كَانَ خُلُقُهُ اَلْقُرْآنُ وَتَخَلُّقُ بِالْأَسْمَاءِ وَكَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ أَنَّهُ تَعَالَى اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ عَلَى طَرِيْقِ التَّمَدُّحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى نَفْسِهِ إِذْ كَانَ الْعَرْشُ أَعْظَمُ الْأَجْسَامِ فَجَعَلَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ هَذَا الإِسْتِوَاءِ نِسْبَةً عَلَى طَرِيْقِ التَّمَدُّحِ وَالثَّنَاءِ بِهِ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ أَعْلَى مَقَامٍ يَنْتَهِي إِلَيْهِ مَن أَسْرَي بِهِ مِنَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَسْرَي بِهِ ﷺ بِجِسْمِهِ وَلَوْ كَانَ الإِسْرَاءُ بِهِ رَؤْيَا لَمَا كَانَ الإِسْرَاءُ وَلاَ الوُصُولُ إِلَى هَذَا المَقَامِ تَمَدُّحًا وَلاَ وَقَعَ مِنَ الأَعْرَابِ إِنْكَارٌ عَلَى ذَلِكَ.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল কুরআন। তিনি আসমানী স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে তাঁর প্রশংসনীয় গুণের বিবরণ আরশ সমান বর্ণনা করেছেন। তিনি তার হাবীবের গুণও আকাশ সমান বর্ণনা করেছেন। যখন রাসূলগণের ইসরা ভ্রমণ মুনতাহা পর্যন্ত হয়েছে, এতে সাব্যস্ত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভ্রমণ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

স্বশরীরে ছিল। যদি স্বপ্নে হতো তাহলে এ ভ্রমণে আরশ পর্যন্ত পৌঁছার কথা বলা হতো না; বরং একে অস্বীকার করা হতো।"

ইমাম আরেফ বিল্লাহ আবদুল ওহাব শা'রানীর 'ইউওয়াকীত ওয়া জাওয়াহির' নামক কিতাবে উল্লেখিত ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّمَا قَالَ عَلَي سَبِيْلِ التَّمَدُّحِ حَتَّي ظَهَرَتْ لِمُسْتَوَي إِشَارَةٌ لَمَا قُلْنَا مِنْ اَنَّ مُنْتَهَي السَّيْرِ بِالْقَدَمِ الْمَحْسُوسِ الْعَرْشِ.

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসার মাধ্যমে ইরশাদ করেন যে, আমি মুসতাওয়ায় যাই এবং ভ্রমণের চূড়ান্ত আরশ পর্যন্ত হয়।"

'মাদারিজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তারপর আমার জন্য রফরফ বিছানো হলো। যা সবুজ রঙ্গের যার নূর সূর্যের আলো থেকে উজ্জ্বল। অতঃপর ঐ নূর দ্বারা আমার চক্ষু চমকাতে লাগলো, আমি ঐ রফরফে আড়াল হয়ে গেলাম এবং আমাকে নিয়ে উপরের দিকে উঠাতে থাকে। এতে আমি আরশে পৌঁছে যাই। আল্লাহর আরশ সম্মানার্থে হাত নেড়ে সম্মান প্রদর্শন করে। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আশিয়াতুল লুময়াতে' বলা হয়েছে, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া উহার উপরে কেউ কখনো যেতে পারেননি। তিনি এমন জায়গায় পৌঁছেছেন, যাকে জায়গা বলা যায় না।

برداشت از طبیعت امکاں قدم کہ آں  اسری بعبدہ است من المسجد الحرام

১. ভাব হতে সম্ভাব্যের কদম উপরে উত্তোলিত হয়, যাকে কুরআন মাজীদে أسري بعبده অর্থাৎ মসজিদের হারাম থেকে স্বীয় বান্দাকে ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে।

تا عرصہ وجوب کہ اقصائے عالم است  کانجا نہ جاست نے جہت و نے نشان نہ نام

২. এত উপরে স্থায়ীভাবে উঠানো হয় যা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের শেষ প্রান্ত। যাকে কোন স্থান, দিক বা নাম-নিশানা বলা যায় না।

নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দুই বার স্বচক্ষে দেখেছেন। একবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, আরেকবার আরশের উপরে।

আল্লামা মুজাদ্দেদে আলফে সানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মাকতুবাতের ২৮৩ বলেছেন- হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ রজনীতে স্থান ও কালের গণ্ডি থেকে বাহিরে নিয়ে যান। স্বভাবের সংকীর্ণতা উপরে স্থায়ী ও সুদীর্ঘ এককে প্রাপ্ত হন এবং দিক নির্দেশনা ও শেষ প্রান্তকে একই বিন্দুতে প্রাপ্ত হন।

মাকতুবাতের ২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রতিপালকের প্রেমিক ছিলেন। তিনি বিদ্যমান সৃষ্টির প্রথম থেকে ও শেষ পর্যন্ত সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ছিলেন, যা আর কারো নেই। আর এগুণের ফলেই তিনি আরশ, কুরছি অতিক্রম করেন এবং স্থান ও কালের গণ্ডির উপরে চলে যান।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ইমাম ইবনে সালাহ 'কিতাবু আনওয়ায়ে ইলমিল হাদিস' এ বলেছেন, ফিকাহবিদ প্রমুখ গ্রন্থকারের উক্তি হলো - রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ এরূপ বলেছেন, এর সবগুলোই মুদালের পর্যায়ভুক্ত। খতীব আবূ বকর হাফেয মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বিশারদদের মতে যার সনদ মুত্তাসিল নয় তাই মুরসাল।

তালবীহ ইত্যাদি কিতাবে রয়েছে, যার মূল উল্লেখ করা হয়নি তাই মুরসাল।

মুসাল্লামুস সুবুতে রয়েছে, মুরসাল হলো, তাবেয়ীর কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

ফাওয়াতিহুর রাহমুতে রয়েছে- বর্ণিত হাদীস হলো উসূলে হাদীসবিদগণের মতে মুরসালের অন্তর্ভুক্ত। তাতে আরো রয়েছে মুরসাল সাহাবী থেকে হলে ঐক্যমতে গ্রহণীয়। অন্যান্যদের থেকে হলে অধিকাংশের মতে গ্রহণীয়। যেমন ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ তারা বলেন, রাবী সেকা হলে মুরসাল হাদীস গ্রহণীয়।

মিশকাতের শরাহ মিরকাতে রয়েছে,

وَلاَ يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الإِسْتِدْلاَلِ بِهِ هَهُنَا لأَنَّ الْمُنْقَطِعِ يَعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ إِجْمَاعًا.

"মুরসাল হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। কেননা ফযীলতের ক্ষেত্রে মুনকাতে হাদীস অনুযায়ী আমল করা যায়।"

শেফায়ে ইমাম কাযী আয়াযে রয়েছে যে,

أَخْبَرَنَا تَعْتَلُّ عَلِيٌّ وَأَنَّهُ قَسِيْمُ النَّارِ.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত আলী ন্যায়পরায়ণ এবং সে কাসীমুন নার তথা জান্নাতী।"

নসিমুর রিয়াদ গ্রন্থে রয়েছে-

ظَاهِرٌ هَذَا أَنَّ هَذَا مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ يَرْوهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ إِلاَّ أَنَّ ابْنُ الأَثِيْرِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ عَلِيًا قَالَ أَنَا قَسِيمُ النَّارِ قُلْتُ ابْنُ الأَثِيْرِ ثِقَةٌ وَمَا ذَكَرَهُ عَلَي لاَ يُقَالُ مِنْ قَبْلِ الرَّأْيِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ.

"বাহ্যিক ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন বলেছে উদ্ধৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিস কোন রায় প্রদান করেননি। তবে ইবনে আসীর নেহায়াতে বলেছেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি কাসেমুন নার। আমি বলছি ইবনে আসীর একজন সেকা রাবী। হযরত আলী যা উল্লেখ করেছেন তা ধারণা হতে বলা হয়না। তা মরফুর হুকুমে।"

ইমাম ইবনে হুমাম ফতহুল কাদীরে বলেছেন,

عَدَمُ النَّقَلِ لاَ يَنْفِي الْوُجُودِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ঈমানের চাহিদা হলো মিরাজের বাস্তব ঘটনা শ্রবণের সাথে সাথেই এ ঘটনার হাকীকত ও অবস্থাকে নিশ্চিতভাবে মেনে নেয়া। এ ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও সংশয়-সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। তবে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও রহস্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। এ হাকীকতকে সত্যের সন্ধানীগণ এবং মানবীয় পর্দা থেকে অমুখাপেক্ষী বুযর্গ ব্যক্তিবর্গ ভাল করে অবগত আছেন। যেখানে সঠিক ভালবাসা, দৃঢ়বিশ্বাস ও কামেল ঈমান হয় সেখানে সন্দেহ ও সংশয় বাধা হয় না। এখানে তো শ্রবণ করা এবং ঈমান আনয়ন করতে হয়।

## সৈয়দুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান

হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপাধি ঐ দিন থেকে 'সিদ্দীক' হয়েছে যে দিন তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা ও সংশয়-সন্দেহ ছাড়া মিরাজের ঘটনাকে বিশ্বাস করে নেন এবং সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যান। অথচ কতেক মুসলমানও এ মাসআলায় সন্দেহে পড়ে ঈমান থেকে হাত গুটিয়ে বসে পড়ে এবং মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাথমিক ঈমান আনাও চিন্তা-ভাবনা ছাড়া ছিল। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা ও নিদর্শনের আলো তখন চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। কিন্তু হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি মু'জিযাও অবগত হননি। তিনি দ্রুত চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত ঈমান এনেছেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ থেকে তাশরীফ আনেন এবং আল্লাহকে দেখার অবস্থা তার নিকট জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কতেক সাহাবীকে এরূপ উত্তর দেন। যার মধ্যে স্পষ্ট হাকীকত ছিল। কাউকে ইঙ্গিতে এসব কথা বলেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে অবস্থা ও সামর্থ অনুযায়ী কথা বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ যোগ্যতা হয়নি যে, তার নিকট হাকীকত প্রকাশ করা হবে এবং রহস্য উম্মুক্ত করা হবে। কথা তো একটি কিন্তু ভাষা ও শব্দ ভিন্ন হয়।

---

"বর্ণিত না হওয়া অস্তিত্বকে নিষেধ করে না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।"
এ বক্তব্যগুলো 'মুনাব্বিহুল মনিয়া বি-উসূলিল হাবিব ইলাল আরশে ওয়ার রুইয়া' থেকে চয়ন কৃত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

প্রকৃত বিষয় এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে চর্ম চোখে দেখেছেন। সাহাবায়ে কেরামেরও এই মাযহাব। অন্যথায় অন্তরের চোখে দেখা তো সর্বদা সকলের জন্যই বৈধ। তাতে মিরাজের হাকীকত কী হলো। কেউ কেউ বলেন, অন্তরের চোখে দেখা এক কথা এবং অন্তরে জানা অন্য কথা।

**উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ফযীলত**

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত সমস্ত নবীর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেভাবে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা সমস্ত নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ করা হয়েছে-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿١١٠﴾

"তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৬৩]

হাদীস শরীফে এসেছে, তোমাদের বয়স ও স্থায়ীত্বের কাল পূর্ববর্তী উম্মতের বয়সের মোকাবেলায় এরূপ যেমন আসর থেকে মাগরিবের সময়। অথচ এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তোমাদের অনেক সওয়াব ও পুণ্য দেয়া হবে। তোমাদের অবস্থা ইহুদী ও খ্রীষ্টানের তুলনায় এ উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

এক ব্যক্তি কয়েকজন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করেছে। সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রমিককে এক কীরাত করে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু কতেক শ্রমিক এমন ছিল যাদেরকে যোহর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করার ফলে এক কীরাত দেয়া হয়েছে। আবার কতেক এরূপ ছিল যাদেরকে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করার ফলে দুই কীরাত পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। প্রথম দুই স্তরের ব্যক্তি খুবই রাগান্বিত হয়েছে যে, আমরা এত সময় ধরে কাজ করলাম, বিনিময়ে মাত্র এক কীরাত পেলাম। তারা সামান্য সময় কাজ করে দুই কীরাত করে পেল। মালিক বললো, তোমাদের সাথে যে পারিশ্রমিক দেয়ার চুক্তি হয়েছে তা দেয়া হয়েছে। আর এদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি।

৬৩. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallim)

এ উদাহরণ প্রথম স্তর থেকে ইহুদী, দ্বিতীয় স্তর শ্রমিক থেকে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এবং তৃতীয় স্তর থেকে মুসলমান উদ্দেশ্য। জন্মগতভাবে উম্মতে মুহাম্মদী সর্বশেষে এসেছে। কিন্তু সাওয়াব প্রাপ্তি ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে উর্ধ্বে। প্রকৃতপক্ষে যে জ্ঞান, মা'রিফাত, রহস্য জ্ঞান, দুর্লভ জ্ঞান যা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে দেয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। এ গুণ লাভ করা কোন উম্মতের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। এতে কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ নেই।

**শরীয়তে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠ শরীয়ত**

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন পূর্বের সকল দ্বীনের চেয়ে পরিপূর্ণ ও মুকাম্মাল দ্বীন। এ দ্বীন পূর্ববর্তী সকল দ্বীনের নীতিমালা রহিত করে দিয়েছে। যেভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার ফলে তারপরে নবী আগমনের সম্ভাবনা নেই। তদ্রুপ তাঁর শরীয়তের পরে কোন শরীয়ত আসবে না এবং কোন পূর্ণতার অপেক্ষায় থাকা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

"আমি এ জন্যে প্রেরিত হয়েছি যাতে সৎচরিত্রকে পূর্ণতা দান করতে পারি।"[৬৪]

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে বেশী কাঠিন্য ছিল। তাওবার জন্য জীবন দিতে হতো। পবিত্র বস্তু হারাম করা হয়েছে। গণীমতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কোন কোন পাপের কারণে দ্রুত শাস্তি কার্যকর করা হতো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব, কঠোরতা, দ্বীনের শত্রুর প্রতি কঠোর মনোভাব ফলে তার দিক হয়ে তাকানোর সাহস কারো ছিল না।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন দয়া ও অনুগ্রহের মূর্তপ্রতীক। তাঁর শরীয়তে সর্বাধিক দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন যুদ্ধ হারাম ছিল। ইঞ্জিলে এসেছে যে, যদি তোমার এক গালে থাপ্পর দেয়, তুমি আরেকটি থাপ্পর দেয়ার জন্য অপর

৬৪. বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, ১০/১৯২

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

গাল বাড়িয়ে দাও। যে ব্যক্তি তোমার কাপড়ের কোন অংশে ধরে তুমি তাকে সমস্ত কাপড় দিয়ে দাও। যে ব্যক্তি তোমার সাথে এক মাইল চলে তুমি তার সাথে দু'মাইল চলো এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করো।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র সত্তার কামালিয়তের প্রকাশকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে মর্যাদা ও সৌন্দর্যের সকল অনুগ্রহ সন্নিবেশিত হয়েছে। দয়া ও কঠোরতা এক সাথে একত্রিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে একদিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কঠোরতা অপর দিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দয়া ও করুণার সকল বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তারপর এ সব বৈশিষ্ট্য খুবই স্বাভাবিক ধারার তাঁর মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন-

أَنَا الضَّحُوكُ الْقَتُولُ.

"আমি সর্বদা মুচকি হাসি হেসে থাকি, আমার মুচকি হাসির মধ্যে হৃদয়ে বানের জন্যে হত্যাযজ্ঞ।"

এসব গুণ তাঁর মধ্যে অধিকভাবে থাকা তাঁর পূর্ণতার প্রমাণ।

بخندۂ نمکیں دل بری وجاں بخشی تبارک اللہ ایں چہ خندہ وجہ لب است

সুন্দর হাসি ও প্রেম বিনিময়ে এবং প্রাণ বিসর্জন কতই না আশ্চর্য, উহা কেবল সুন্দর মুখের হাসি প্রদান করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾

"আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করে দেন এবং অপবিত্র জিনিসকে হারাম করে দেন।"[৬৫]

এ আয়াতেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়নতা ও শরীয়তের বৈশিষ্ট্যাবলীকে স্পষ্ট করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত স্বভাব এবং মহামর্যাদা, তাঁর পবিত্র শরীয়ত এবং মধ্যমপন্থার বিধানাবলী এবং মধ্যমপন্থায় দ্বীন হওয়ার সমস্ত রহস্য আত্মপ্রকাশ করেছে।

৬৫. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭

Banaladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

## সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত

তাঁর সাহাবীগণ সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর সাহাবী হওয়ার ও তাঁকে সাহায্য করার জন্য মনোনীত করেছেন। উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলাম ধর্মের মহত্ব সাহাবীদের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য ও সহযোগিতা করার যোগ্য ছিলেন। আর ঐ পবিত্র খেদমতের অধিকারী ছিলেন যা তাঁদের উপর সোর্পদ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা হাদীস শরীফে এসেছে। এ সব হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা সমস্ত উম্মতের উর্ধ্বে এবং তাদের সওয়াব সবচেয়ে বেশী বলে প্রমাণিত হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, যদি কেউ উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তবে সাহাবীদের অর্ধ নিক্তি পরিমাণ দেয়ার সাওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা। হাদীস শরীফে বর্ণিত, 'خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي' (উত্তম যুগ আমার যুগ)[৬৬] এ উদ্দেশ্যকে আরো স্পষ্ট করে দেয়। এছাড়া আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। এর বেশি আর কি দলিলের প্রয়োজন যেখানে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অদ্বিতীয় সৌন্দর্য স্বীয় চোখে দেখেছেন। তাঁর পবিত্র সংশ্রব লাভে ধন্য হয়েছেন। কুরআন ও দ্বীনের কথা তাঁর পবিত্র জবানে সরাসরি শুনেছেন।

আল্লাহর আদেশ নির্দেশ প্রসঙ্গে বুঝেছেন। স্বীয় জান মাল প্রিয় নবীর পথে উৎসর্গ করেছেন। সাহাবীগণ এমন মু'মিন ছিলেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন। ঈমান অবস্থায় দুনিয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমানের সাথে এক নজর দেখা সাহাবী বানিয়ে দেয়। তবে আলেমদের কতকের অভিমত হলো সাহাবী হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীত্ব গ্রহণ ও সংশ্রব লাভ শর্ত। যুদ্ধ ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং কমপক্ষে ছয় মাস সংশ্রবে থাকতে হবে। কেননা, এক নজর দেখা এবং এক

---

[৬৬]. বায্যার: আল-মুসনাদ, ২/১৪৯, হাদিস : ৪৫০৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

মুহূর্ত বৈঠকে বসার দ্বারা সাথীত্বের গৌরব অর্জিত হয় না। আলেমদের অভিমত হলো, 'خُيِّرَتْ وَاقِفَتِيْنِي' কথাটি সাহাবীদের জামায়াতের জন্যে বলা হয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমের ফায়সালা হলো, যে ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন তিনি সেই মর্যদায় অধিকারী হবেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক এক নজর দেখা এবং এক মুহূর্ত তাঁর বৈঠকে বসা অনেক বড় কথা এবং বড় মুশকিল বিষয় আয়ত্ব করা। অপর দিকে অন্যরা এ স্তরকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সময়েও অতিক্রম করতে পারেনা। এ কথা 'কুতুল কুলুবে' বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

## সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব

যে সব আলেম সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ আমর ইবনে আবদুল বার এর নাম খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁকে শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ বলে মনে করা হয়। তিনি দাবী করেছেন যে, এরূপ কখন হতে পারে যে, সাহাবীদের পর কেউ তাঁদের মর্যাদা লাভ করবে। হাদীস শরীফে এসেছে,

مِثْلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ مَطَرٍ لاَ يُدْرَي أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرَهُ.

"এ উম্মত বৃষ্টির ঐ ফোটার ন্যায়, যার শেষ ফোটা প্রথম ফোটার সাথে কি মুকাবেলা করতে পারে?"[৬৭]

হাদীস শরীফে এসেছে, সাহাবীগণ আরজ করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। আমাদের চেয়ে উত্তম কি কোন জাতি আছে? তিনি বলেন হ্যাঁ, তোমাদের চেয়ে উত্তম যারা আমাকে না দেখে ঈমান আনবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে ঈমান এনেছে তার প্রতি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক আলো পড়েছে, আর যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না দেখে ঈমান এনেছে তাদের

[৬৭]. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৩১/৩৪১, হাদিস : ১৮১২৪

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

মর্যাদা অনেক বেশি। কোন কোন মুফাসসির 'يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ' দ্বারা এ অর্থ গ্রহণ করেন।

একটি হাদীসে এসেছে যে, শেষ জামানায় সুন্নতের উপর চলা হাতে জলন্ত কয়লা রেখে চলার চেয়ে কম নয়। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর চলে তাকে পঞ্চাশ ব্যক্তির সমান সাওয়াব দেয়া হবে। কেউ আরজ করলো হে আল্লাহর রাসূল। আমাদের ন্যায় পঞ্চাশ ব্যক্তির সাওয়াব দেয়া হবে, নাকি ঐ সময়ের পঞ্চাশ ব্যক্তির সমান সাওয়াব দেয়া হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পঞ্চাশ জনের সাওয়াব।

অনুরূপভাবে অপর হাদীসেও রয়েছে, তবে প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ আলেমদের কথা পছন্দনীয় মজবুত সনদ বিশিষ্ট। পরবর্তী মনীষীদের প্রসঙ্গে যে সওয়াব, মর্যাদা ও সম্মানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাদের না দেখে ঈমান আনার কারণে; বরং প্রকৃত কথা এই যে, পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবীদের হকে আংশিক মর্যাদাপূর্ণ মর্যাদার পরিপন্থী হতে পারে না।

ইবনে আবদুল বাবের মতভেদ ঐ সময় যখন সাহাবীর অর্থ আম (ব্যাপক) করা হয় এবং এ কথা বলা যায় যে, সাহাবী ঐ মহান ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক নযর দেখেছেন। তবে সাহাবীর বিশেষ অর্থ এই যে, যিনি রাসূলের মহব্বতে ধন্য হয়েছেন এবং সর্বদা সংশ্রব লাভ করেছেন তাকে সাহাবী বলে। ইবনে আবদুল বার জমহুরের নীতির সম্পূর্ণ অনুরূপ বলেছেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মর্যাদা নেই। যদিও ওলীদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতেনী সংশ্রব নসীব হয়েছে। তবে তাঁরা সাহাবীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবেনা।

## চার খলীফা

চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন, যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁরা সমস্ত সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইসলামে এ খলীফার বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এ পরিমাণ যে, সমস্ত সাহাবীর নিকট এ পরিমাণ পুণ্য হবেনা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## চার খলীফার বৈশিষ্ট্য

চারজন সাহাবীর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের খেলাফতের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে দেখা যাবে। এ ফযীলতের ভিত্তিতে সাওয়াবও বেশি পাবে।

এ স্থানের দিক দিয়ে প্রথম স্থান এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম খলীফা ও হকের উপর অধিষ্ঠিত। তারপর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারাবাহিকতা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত কুরআন ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। সমস্ত সাহাবী তাঁর খেলাফতের উপর একমত। তাঁরা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত মুয়ামেলা তাঁর আহকামের আলোতে বোধগম্য হয়েছে। সকলে তাঁর দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে চলেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন, হযরত আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ। তাঁরা এরূপ মানুষ ছিলেন, যাঁরা দ্বীনের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি সহ্য করতেন না। তাঁদের প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ﴿٥٤﴾

"তারা দ্বীনের ব্যাপারে ভৎর্সনাকারীর কোন ভৎর্সনার পরোয়া করেন না।"[৬৮]

যদিও আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং কতিপয় সাহাবী যেমন তালহা, যুবাইর, মিকদাদ ইবনে আসয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ মহান সাহাবীগণ সার্বিক বাইয়াতের সময় বাইয়াত গ্রহণ করেননি। তবে অন্য সময় সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর অনুগত্য গ্রহণ করেছেন এবং সর্বদা তাঁর আনুগত্যের উপরই ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এঁদেরকে নিজের নিকট ডেকে ভাষণ দেন

[৬৮]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত ৫৪

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

এবং বলেন, আমি হযরত আলীকে তাঁর বাইয়াতের জন্য কষ্ট দেইনি। কারণ, এ ব্যাপারে তার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে, তিনি যা ভাল মনে করেন করবেন। এখন সকল মানুষের পূর্ণ হক রয়েছে যে, বাইয়াতের ব্যাপারে ইনসাফ ও স্বাধীনতা পূর্ণ রায় ব্যক্ত করবে। যাকে আমার চেয়ে উত্তম করবেন তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করুন। আমিও তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণ বলে উঠেন আমরা আপনার চেয়ে উত্তম কাউকে মনে করিনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের ব্যাপারে আপনাকে ইমাম বানিয়ে গেছেন। নিজের জীবনের শেষ পর্যায়ে নামাযে আপনাকে ইমাম নির্দিষ্ট করেছেন। আমরা আহলে বাইয়াত, পরামর্শদাতাগণ তখন বিদ্যমান ছিলাম। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করেননি। এ অবস্থাসমূহ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, আপনি খিলাফতের হকদার এবং উপযুক্ত ব্যক্তি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এতে ইজমা হয়ে গিয়েছে। এ সব সাহাবী বাইয়াত গ্রহণ করতে বিলম্ব করার কারণ হলো এ বিষয়টি অনেক বড় ফায়সালা ছিল। ফলে এ ব্যাপারে এসব লোকদের ইজতেহাদী চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন ছিল। এর ফলে সাহাবীদের ইজমার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি সংঘটিত হয় না। কোন কোন আলেম বলেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াতে বিলম্ব করা এবং বাইয়াতের সময় অংশগ্রহণ না করার কারণ হলো তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন-দাফনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়োগের কারণে নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। কুরআন মাজীদ সংকলনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওফাতের পরে তিনি বাইয়াত গ্রহণ করেন।

আমরা উপরোক্ত অভিমতের উপর একমত পোষণ করিনা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি দ্বিতীয় দিনই বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং সদা-সর্বদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। জুমআর নামায, ঈদের নামায এবং অন্যান্য ফরয নামাযে তাঁর ইকতেদা করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বনু হানাফীয়া যুদ্ধে (যে যুদ্ধে মুসাইলমাতুল কাযযাব নিহত হয়) হযরত আলী হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধীনস্থ ছিলেন। এ যুদ্ধে গণীমতের মাল বাবত একটি দাসী লাভ করে ছিলেন। যার ঘরে মুহাম্মদ হানাফীয়া জন্মগ্রহণ করেন। যদি তিনি এ যুদ্ধে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহযাত্রী না হতেন, তাহলে গণীমতের মাল গ্রহণ করতেন না। কোন বিবেকবান এ কথা সমর্থন করেন না যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি ছিলেন শেরে খোদা, ওলীদের ইমাম, সত্যের কাণ্ডারী তিনি কুরআনের ফায়সালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। 'اَلْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ وَعَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ' (কুরআন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের সাথে।) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামায পড়েছেন, ইবাদত ও শারীরিক এবং মালী খেদমত তাঁর জন্য কিভাবে করেছেন, যিনি হকের উপর ছিলেন না। যদি তিনি জানতেন যে, সত্য তার পক্ষে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খিলাফতের ফয়সালা অকাট্য বলে রায় দিয়েছেন এবং এ অবস্থায় সত্য তালাশ করবেনা, নীরবতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ না করুন, আজীবন' কুপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং বাতিলের ইখতিয়ারে পড়ে রয়েছে। পরিশেষে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একত্রিত হয়ে যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে অন্যায়ভাবে ঝগড়া বিবাদ করেছে, কিভাবে মোকাবেলা করেছে এবং কি ভালবাসায় স্বীয় স্বীকৃত হককে বের করে দিয়েছে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বলেছেন, আমার ঐ সত্তার শপথ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং শস্য সৃষ্টি করেছেন। যদি আল্লাহর পয়গম্বর আমাকে হুকুম দিতেন কিংবা অঙ্গীকার করতেন, তাহলে আবূ কুহাফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে সমাসীন হতে দিতাম না, কিন্তু আমার সামনে আমার মর্যাদা ও পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইমাম নিযুক্ত করেছেন এবং স্বীয় সাহাবীসহ তাঁর পেছনে ইকতেদা করে নামায আদায় করেছেন। আমি এ সব ঘটনা দেখেও কোন প্রকারের বিরোধিতা করিনি। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের ব্যাপারে তাঁকে অধিক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

উত্তম জেনেছেন তখন আমি পার্থিব লেনদেনের ব্যাপারেও তাঁকে অধিক উত্তম বলে জানি।

শিয়া সম্প্রদায় বলেন, এ সব কাজ হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকিয়া যুলুমের ভয়ে সত্য গোপন করার ভিত্তিতে করেছেন। তাঁর শত্রুর ভয় এবং নিজের জীবনের ভয় ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিষয় চিন্তা করলে আমরা এই ফলাফলে পৌঁছতে পারি যে, তাকিয়া ও যুলুমের ভয়ে সত্য আড়াল করা দোষ ও ক্ষতিকর বিষয়। হযরত আমীরুল মুমিনীন সত্য বর্জন করে কিভাবে নিশ্চুপ থাকতে পারেন, তিনি শত্রুকে ভয় করেছেন? তা অসম্ভব বিষয়। এ পূর্ণ বিশ্বাস সত্ত্বেও যে তিনি বলেছেন, 'لَوْ كَشَفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيْنًا' (যদি ঢাকনা খুলে যায়, দৃঢ় বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে না।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে একথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও যে, "আমার পরে তুমিই আমার প্রতিনিধি এবং দ্বীনের বিধান জারী করার তুমিই যিম্মাদার। আর এ কাজ তুমিই করবে। অন্য ব্যক্তির জন্যে ভয় রয়েছে।" খেলাফতের প্রত্যাশাকে হত্যার ভয়ের উপর বিবেচনা করে একথা বলা স্পষ্ট অপবাদ। দ্বিতীয়ত একথাটিও জানা প্রয়োজন যে, তাকিয়া (শত্রুর ভয়ে সত্য গোপন) করার প্রয়োজন ঐ ব্যক্তির হয়, যে ব্যক্তি দুর্বল ও পরাভূত হয়। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বীর ও শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। হযরত ফাতেমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর স্বামী, ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পিতা, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ভাতিজা এবং হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফুফাতো ভাই, অতঃপর সমস্ত বনু হাশেমের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে কি করে ভীরু ও দুর্বল মনে করা যায়।

নীরবতা পালনকালে একদা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আপনি নিজ হাত আমাকে দিন, যাতে আমি বাইয়াত গ্রহণ করতে পারি। দুনিয়া জেনে নেবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের বাইয়াত গ্রহণ করেছে। তারপর হযরত আবূ সুফিয়ান উমুভী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আবদে মুনাফ বংশধর! আপনাদের কী হলো কুরাইশরা আমাদের চেয়ে কম মর্যাদার গোত্র (বনী তামীম) এর এক ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তারপর আবূ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

সুফিয়ান বলে যে,যদি তোমরা খেলাফতের জন্যে বিপরীত কিছু করো, তবে আমি এ পরিমাণ বাহন ও পদাতিক বাহিনী একত্রিত করতে পারি যে, একটি জংগল পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর এর মজ্জা বের করবো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বারণ করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন তুমি মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা বিস্তার করতে চাও।

এ সব স্পষ্ট বর্ণনার পর আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রুর ভয়ে সত্য কথা বলতে নীরবতা পালন করেছেন। শিয়া সম্প্রদায় তো নবীদের ব্যাপারে তাকিয়া তথা শত্রুর ভয়ে সত্য আড়াল করার কথা বলেছে। এমনকি তারা বলেছে যে, নবীগণের জন্য ভয়ের স্থানে কুফরী প্রকাশ করাও জায়েয। তারপর তাদের বাকপটুতা এ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে যে, মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে তো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমাম হওয়ার কথা বলে ছিলেন, কিন্তু ভয় ও তাকিয়ার ফলে তা প্রকাশ করেননি। যখন এসব লোক স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এ সব জঘন্য মন্তব্য করতে পারে, অন্যদের ব্যাপারে বলা তো ব্যাপারই না।

أَقْبَحَهُمُ اللهُ مَا أَجْهَلَهُمْ وَأَفْسَدَ إِعْتِقَادُهُمْ.

"তাদের ধ্বংস করুন, তারা কতই না মূর্খ এবং আকীদা কতই না ভ্রান্ত।"

যদি নবীগণও সত্যকে আড়াল করতে থাকেন, তাহলে সত্য প্রকাশ কোথা থেকে হবে? হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় থেকে অধিক নাফরমান ও অহংকারী সম্প্রদায় আর কে আছে? ফেরাউন ও নমরুদের চেয়ে বড় যালেম ও অত্যাচারী কে হতে পারে? কিন্তু হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সত্য বলা থেকে কী কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন? আসল কথা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাহাবী হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের উপর একমত পোষণ করেছেন। যে জিনিসের উপর সমস্ত সাহাবী, গবেষক আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তা সত্যই হয়ে থাকে। কেননা, পৃথক পৃথক গবেষণায় তো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কিন্তু ঐক্যবদ্ধ অভিমতে কখনো ভুল হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴿١٤٣﴾

"হে উম্মতে মুহাম্মদীয়া তোমাদেরকে মধ্যম উম্মত করা হয়েছে। যাতে তোমরা অন্যদের উপর সাক্ষী হতে পারো।"[৬৯]

অন্য আয়াতে বলেন,

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾

"আর যে মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তাকে সে দিকে ফিরায়ে দেবো। যে দিকে সে ফিরে যেতে চায়।"[৭০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَنْ يَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا.

"আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর আদৌ একমত হয় না।"[৭১]

যে জিনিসের উপর সকলে একমত হয়েছেন তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কোন সাহাবী ইচ্ছাকৃতভাবে বাইয়াত করতে অস্বীকার করে তবে সে ভুলের উপর ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অস্বীকার করেছে এবং সে সত্যকে আড়াল করেছে। এরূপ কথার প্রভাব সমস্ত উম্মতের মধ্যে স্পষ্ট হয়। এতে শরীয়তের বিধান শেষ হয়ে যায়। কেননা, কুরআনের বিধান, রাসুলের হাদীসের অনুসরণ এবং শরয়ী বিধান তো সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা কার্যকারী হয়। আল্লাহ না করুন, যখন এ সব থেকেই যদি যালেম, ফাসেক ও সত্যকে গোপনকারী হয়, তাহলে এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে?

[৬৯]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩
[৭০]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১১৫
[৭১]. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ১১/৭৮, হাদিস : ১৩৪৪৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

"পিঁপড়া তার দলকে বললো সুলায়মান আলাইহিস সালাম ও তাঁর সৈন্য বাহিনী অজান্তে তোমাদের পিষে ফেলবে।"[৭২]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এতে বুঝা যায় হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের সময়কার পিঁড়া রাফেজী সম্প্রদায় থেকে জ্ঞানী ছিল। কেননা, সে তার দলকে বলেছে, তোমরা নিজেদের গর্তে ঢুকে পড়ো। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের বাহিনী অজ্ঞাতভাবে তোমাদেরকে মেরে ফেলবে। পিঁপড়া এ কথা বলেনি যে, সুলায়মান আলাইহিস সালামের বাহিনী যারা তাঁর সাথী ছিল জেনে-বুঝে পদদলিত করে দেবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করবে; বরং পিঁপড়া বলেছে 'لَا يَشْعُرُونَ' না জেনে পদদলিত করবে। এখানে অজ্ঞাতভাবে পদদলিত করবে বলে পিঁপড়া মন্তব্য করেছে। রাফেজীগণ বলছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ জেনে বুঝে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হক নষ্ট করেছেন এবং আহলে বাইয়াতের প্রতি যুলুম করেছেন। একথাও জানে না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যুলুমের উপর ইজমা হয় না।

দ্বীনের সকল বিষয় সাহাবায়ে কেরামের হাতে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রয়োগ তাঁদের দায়িত্বে ছিল। তাঁদের ইজমার চেয়ে বড় আর কি হতে হতে পারে? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল বিধি-বিধানে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্য ও অনুসরণ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের হক হবার এটি একটি বড় প্রমাণ যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্যে আবদ্ধ হয়েছেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেউ জিজ্ঞেস করেছে যে, কি কারণ যে, প্রথম তিন খলীফার কালে সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। কোথাও কোন মতভেদ ও মতানৈক্য ছিল না। কিন্তু আপনার খেলাফতকালে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

[৭২]. আল-কুরআন, সূরা নমল, আয়াত : ১৮

সর্বদিক দিয়ে গণ্ডগোল, মতভেদ, মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, তাদের খেলাফতে আমরা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলাম এবং আমার খেলাফতের সহযোগিতাকারী হচ্ছে তোমরা।

প্রকৃত বিষয় এই যে, সুস্থ বিবেক উম্মতের ইজমা ও সাহাবীদের ঐক্যমতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য। আর সাহাবায়ে কেরামকে সঠিক পথের অনুসারী বলে মেনে নেয়াই ঈমানের আলামত। একথা কতটুকু অসঙ্গতিপূর্ণ যে, ঐ নবী যিনি শেষ জামানায় এসেছেন, সমস্ত মানব-দানবকে আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁর উম্মতের শুধুমাত্র কতিপয় সাহাবী সঠিক পথের অনুসারী হবেন। অবশিষ্ট সাহাবীগণ যাঁরা আজীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রব লাভে ধন্য হয়েছেন এবং মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছেন, তাঁরা সকলে আল্লাহ না করুন ভ্রষ্টতায় পতিত হবেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয়ার প্রভাব তো স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার উপরও গিয়ে পতিত হয়।

আমাদের নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে হয় যে, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত শুদ্ধ ও সঠিক। শিয়াদের যাইদিয়া সম্প্রদায় (যাদেরকে শিয়াদের মধ্যমপন্থী দল বলা হয়) তারা বলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খিলাফত তো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধিকার। তবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কল্যাণ ছিল। কেননা, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরবারী তখনও শত্রুদের রক্তে সিক্ত ছিল। তখন পর্যন্ত মানুষ তার শত্রু ছিল। যদি তাঁকে খিলাফত দেয়া হত, তাহলে বড় ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি হতো। যার ফলে ইসলামের ভিত্তি নষ্ট হত এবং ইসলামী শাসন বিনষ্ট হতো। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারণে সকল বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে যায়। এটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাসী যাইদিয়া সম্প্রদায়ের মাযহাব। তারা মর্যদাবান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খলীফা করা আবশ্যক মনে করে। আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এ দু'কথার সমালোচনা করেছেন। কেননা তাদের মতে এটা অকাট্যভাবে প্রয়োজন যে, খলীফা কুরাইশ থেকে হবে। হালাল-হারামের পার্থক্যকারী হবেন। দ্বীনের উপযোগি বিষয়াদি এবং রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতা থাকা চাই। খেলাফতের জন্য পরহেযগার, ন্যায়পরায়ণ, অল্পেতুষ্ট ইত্যাদি গুণাবলী আবশ্যক। এ সকল গুণ সিদ্দিকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও হাদিসে তাঁর মর্যাদা প্রমাণিত হয় যে, তিনি এ যোগ্যতার সাক্ষ্য।

কোন কোন আলেম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে কুরআন মাজীদের দলিল দ্বারা সাব্যস্ত করেন। তাঁরা বলেন, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খেলাফতের জন্যে তাকীদ করেছেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কারো পক্ষেও অকাট্য দলীল নেই। যদিও শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায় নিজেদের পক্ষে কুরআনের দলীল পেশ করেন এবং প্রতিপক্ষের উত্তরও দিয়ে থাকেন। কারণ যদি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে নস থাকতো, তাহলে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের উপর উম্মত একমত হতেন না। নসের সামনে এর বিপরীত কারো বলার কিছু থাকতো না। যদি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে নস থাকতো, তাহলে মুহাজির ও আনসারদের অভিমতে নিশ্চিত মতভেদ হতো না এবং "مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ" (আমাদের থেকে একজন আমীর এবং তোমাদের থেকে একজন আমীর) এ প্রশ্ন দেখা দিত না। যদি এ কথা বলা হয় যে, এই কথা কাটাকাটি শুধু বিশ্লেষণ ও তথ্যানুসন্ধান করার জন্য ছিল এবং সাহাবা কেরামদের সামনে নাম স্পষ্ট ছিল না। এ প্রশ্নের উত্তরেও আমরা বলবো যে, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীদেরকে বলে ছিলেন যে, তোমরা এ ব্যাপারে স্বাধীন। যার হাতে ইচ্ছা বাইয়াত গ্রহণ করো। যদি একটি জিনিস নসের মাধ্যমে ফায়সালা করা যায় তবে তাতে স্বাধীনতা দেয়ার অবকাশ থাকে না।

মূলত বিশুদ্ধ কথা এই যে, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের আমীন উপাধী দিয়েছেন, তাঁদের হাত ধরে আনসারদেরকে বলেন, ইমামত কুরাইশদের হক। কুরাইশ থাকা সত্ত্বে অন্য কেউ ইমামতের দাবী করতে পারেনা। এখন মানুষ উভয় মহান ব্যক্তির এক জনকে খলীফা নির্বাচিত করবেন। যদি এ ব্যাপারে নস (দলিল) থাকতো, তাহলে তিনি এরূপ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বলতেন না। সত্য কথা এই যে, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত সাহাবায়ে কিরামের ইজমা ও গবেষণার ভিত্তিতে হয়েছে। আর ইজমা নিশ্চিত ছিল। উসুলে ফিকহ শাস্ত্রে রয়েছে যন্নী নস, অকাট্য নয় এরূপ ইজমার জন্য যথেষ্ট সনদ।

উভয় পক্ষের লোকেরা দলীল হিসেবে অনেক কিতাব লিখেছেন, যা বর্ণনা করা এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে সংকুলান হবেনা। এ দলিলগুলো বর্জন করে অন্য কোন কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত যেহেতু ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সেহেতু তাঁর আনুগত্য করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। তিনি তাঁর ওফাতের সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নির্বাচন করে যান। তার নামে অঙ্গীকারনামা লিখে যান। যাতে সমস্ত মুসলমানকে তাঁর আনুগত্য করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। ফলে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত করেন। এর মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করে বলেন, "بَايَعْنَا لِمَنْ فِيْهِ وَإِنْ كَانَ عُمَرُ" (আমরা অঙ্গীকারনামায় যার নাম আছে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম, যদিও ওমর হয়।) সুতরাং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাহাদাতের সময় খেলাফতের ব্যাপারে ছয় জন বড় বড় সাহাবীর উপর দায়িত্ব দিয়ে যান। তাঁরা হলেন, ১. হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। ২. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৪. হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৫. হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৬. হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াককাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁরা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের অভিমতকে নিজেদের হুকুম বলে মানার ব্যাপারে ফায়সালা করেন এবং ঘোষণা করেন যে, আমাদের সকলের মধ্যে তিনি যাকে খলীফা নির্দিষ্ট করেন তাকে খলীফা করা হবে। তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নির্দিষ্ট করেন। সমস্ত সাহাবী ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাথে তা মেনে নেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostafa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

আদেশ পালন করার কথা ঘোষণা দেন। দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজে তাঁকে নিজেদের আমীর মানতে থাকেন।

এভাবে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতও উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে হয়েছে। তারপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় যুগের সমস্ত সাহাবীর মধ্য শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ছিলেন। তিনি সাহাবীদের ঐক্যমতে সত্য ও সার্বজনিন ইমাম নিযুক্ত হন। তাঁর যুগে যে ফাসাদ বা ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে তা তাঁর খিলাফতের যোগ্য হওয়ার উপর ছিল না; বরং তা ছিল গবেষণাগত ভুল। এর মধ্যে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতের দ্রুত বিচার প্রত্যাশা ছিল।

দ্বিতীয় স্থান এই যে, এ খলীফাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের খেলাফতের ধারাবাহিকতার বিচারে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ সকল সাহাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্ব হয় সওয়াবের আধিক্যর ভিত্তিতে। আলেমগণ এ মাসআলাকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন আমরা এ কথা বলছি যে, অমুক ব্যক্তি অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষের আধিক্য ও প্রাধান্য অন্যের উপর বলে মেনে নিতে হয়।

এ শ্রেষ্ঠত্ব হয়তো প্রতিটি গুণে পৃথক পৃথক হবে অথবা সামষ্টিকভাবে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। প্রথম পদ্ধতিতে হতে পারে যে, উত্তম মানুষের মধ্যে এমন একটি গুণ না থাকা, যা অন্যের মধ্যে অনেক বেশি পাওয়া যায়। এরূপও হয়ে থাকে যে, এ শ্রেষ্ঠত্ব কোন বিশেষ কারণে হয়ে থাকে। এ মাসআলাও মতভেদপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন জ্ঞানের আধিক্য, উচ্চ বংশ, আত্মিক যোগ্যতার শক্তি, বীরত্ব, দানশীলতা, নির্ভীকতা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলার নিকট এসব জিনিসের পুণ্য নির্দিষ্ট নয়; বরং পুণ্যের মাধ্যম তো গুণ ও কর্ম হয়। যা থেকে ইসলাম বা সাধারণ মানুষের অধিক ফায়দা পৌঁছবে। যেভাবে ঈমান আনার ক্ষেত্রে অগ্রে যাওয়া, দ্বীনের খেদমত, ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে প্রচেষ্টা ও জিহাদ, মুসলমানদের সাহায্য, অধিক পূণ্যের কাজ, আল্লাহর সৃষ্টিকে হেদায়ত কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, অমুসলিমদের প্রতি কঠোরতা ইত্যাদি ইত্যাদি এরূপ জিনিস

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যার ফলে আল্লাহ তা'আলার নিকট সওয়াব পাওয়া যায়। এসব গুণ সামষ্টিকভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়েছিল। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দান করে যে, যে দিন তিনি ঈমান আনেন, সে দিন থেকে ইসলামের দাওয়াত ও দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াককাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উসমান ইবনে মযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর মধ্যস্থতায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সর্বদা ইসলামের উচ্চ মর্যাদা এবং কাফেরদের সাথে ঝগড়ার পরিসমাপ্তিতে লিপ্ত থাকতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং পরেও।

সহীহ বুখারী শরীফে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের শুরু থেকেই যখন ইসলামের নির্দশনকে উন্মুক্ত ও প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করার সাহস ছিল না, নিজের দরজায় মসজিদ নির্মাণ করেন। তাতে নামায চালু করেন, কুরআন পাঠ করা হতো, নারী পুরুষ সেখানে জড়ো হতো এবং কুরআন শুনতো।

অধিকাংশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাযহাব তো এ বিন্যাস অনুযায়ী। ইমাম মালেক ও আহলে সুন্নাতের কতিপয় মুতাকাদ্দেমীন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছেন। হযরত ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, সমস্ত উম্মতের মধ্যে উত্তম কে? তখন তিনি উত্তরে বলেছেন, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। যখন হযরত ওসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বলেন, আমি দ্বীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে বারবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু এরূপ উত্তর পাওয়া যায়নি যে, একজন অন্য থেকে উত্তম নির্ধারণ করেছেন। ইমামুল হারামাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযহাবও উভয়ের ব্যাপারে নীরবতা। তিনি আবূ বকর ইবনে খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনার আলোকে হযরত আলী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান গণি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উত্তম মনে করেন।

'জাওয়াহিরুল উসূলে' লেখা আছে যে, কুফার আলেমগণও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। ইবনে খুযাইমার দৃষ্টিভঙ্গি এটাই। শায়খ ইবনে ওমর ইবনে সালাহ তার মুকাদ্দামায় ও কুফাবাসীর মাযহাবও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মর্যাদার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহিও এ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ছিলেন। হাদীসের আলেমদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর অগ্রবর্তী বলে ধারণা করেন।

ইমাম মহিউদ্দিন নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন যে, কুফায় কোন সুন্নী আলেম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা ছিলেন না। তবে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে উত্তম ছিলেন।

ইমাম নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উসূলে হাদীসে লিখেছেন যে, সকল সাহাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ ব্যাপারে সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমত।

ইমাম খাত্তাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি কুফার একজন সুন্নী আলেম ছিলেন, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে লিখেছেন। আবূ বকর ইবনে খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমতও তাই। হযরত কুসতুলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন যে, কোন কোন মুতাকাদ্দিমীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সব বুযর্গদের মধ্যে একজন ছিলেন। কেউ কেউ লিখেছেন যে, হযরত সুফিয়ান সাওরী রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ জীবনে তার এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফিরে আসেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ইমাম বায়হাকী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় 'কিতাবুল ইতিকাদে' লিখেছেন যে, আবূ তাওরাকী শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবা ও তাবেয়ীদের কেউ হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে অগ্র-পশ্চাতের ব্যাপারে মতভেদ করেননি। সকলের নিকট হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ। মতভেদ শুধু হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে পাওয়া যায়।

মোদ্দাকথা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, সমস্ত সাহাবীর উপর হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ফিকাহবিদগণ ও মুহাদ্দিসগণ 'কসীদায়ে ইমালিয়া' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এ চার বুযুর্গের শ্রেষ্ঠত্ব আহলে বাইয়াতের পরে।

ইবনে আবদুল বার রাহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি স্বীয় কিতাব 'ইসতিয়াবে' বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন মুতাকাদ্দিমীন হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। হযরত সালমান, আবূ যর, মিকদাদ, খাব্বাব, জাবের, আবূ সাঈদ খুদরী, যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। কিন্তু আবূ তালিবের ভয়ে তিনি তা গোপন করেন। ফলে সাহাবীদের একটি দল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা বলেন, ইবনে আবদুল বারের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তা দুর্বল বর্ণনা। যা জমহুরের উক্তির সামনে বিবেচ্য নয়। জমহুর ইমামগণ ইজমার ভিত্তিতে ফায়সালা করেছেন। এভাবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের উপর আরো হাদীস পাওয়া যায়। ইমাম খাত্তাবী কতিপয় মাশায়েখ থেকে এ সব বর্ণনা একত্রিত করেছেন। যেখানে রয়েছে, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উত্তম এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ।

ইমাম তাজ উদ্দিন আস সাবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি শাফেয়ী মাসহাবের একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আনহু ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রাধান্য দান করেন। কারণ তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা ছিলেন। শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ুতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কিতাবুল খাসায়েস এবং ইমাম ইলমুদ্দীন ইরাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু চার খলীফার চেয়ে উত্তম। ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা থেকে কাউকে প্রাধান্য দেই না। এসব বর্ণনা যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিপন্থী নয় এবং আমাদের দাবীরও বিপরীত নয়। কেননা আমরা বর্ণনা করছি যে, বিশেষ প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব দান তা ব্যাপক অবস্থায় কাউকে প্রাধান্য দেয়ার পরিপন্থী নয়। সত্তাগত মর্যাদা ভিন্ন জিনিস, অধিক পুণ্য এবং ইসলামে ফায়দা দানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার ভিন্ন স্থান রয়েছে। মর্যাদাপূর্ণ বংশ হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানগণ তাঁর স্থলাভিষিক্ত, তাঁরা মর্যাদার দাবিদার। তাঁদের মধ্যে এরূপ মর্যাদা রয়েছে। যা শায়খাইনের মধ্যে নেই। এ কথা কারো পক্ষে অস্বীকার করারও সুযোগ নেই। তবে এ মর্যাদাপূর্ণ বংশ সত্ত্বেও শায়খাইনের সাওয়াব অনেক বেশি।

হযরত আবূ বকর ইবনে খুযাইমা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি জাওয়াহিরুল উসূলে লিখেছেন যে, কুফাবাসীগণও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। এ কারণে ইবনে খুযাইমা এ নীতি গ্রহণ করেছেন। শায়খ ইবনে ওমর ইবনে সালাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহির মুকাদ্দামাতে এরূপ লিখেছেন যে, কুফাবাসী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান থেকে উত্তম মনে করতেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহিরও এই দৃষ্টিভঙ্গি। হাদিস বিশারদদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন নববী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন যে, কুফায় কতেক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

দিতেন না। তবে সহীহ ও মশহুর এটিই যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য প্রাপ্ত।

ইমাম নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উসূলে হাদীসে লিখেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণত সকল সাহাবীর চেয়ে মর্যাদাবান। তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ কথার উপর সমস্ত উম্মত একমত। ইমাম খাত্তাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি কুফার সুন্নী আলেম ছিলেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আবূ বকর ইবনে খুযাইমা রাহমতুল্লাহি আলাইহিও এ দিকে গিয়েছেন। আল্লামা কুসতুলানী রাহমতুল্লাাহি আলাইহি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন যে, কোন কোন মুতাকাদ্দীমীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও হযরত সুফিয়ান সাওরীরও একই মাযহাব। কিন্তু কোন কোন আলেমের উক্তি যে, তিনি শেষ জীবনে এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফিরে এসেছেন।

ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'কিতাবুল ইতিকাদে' লিখেছেন যে, আবূ সাওর হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবা ও তাবেয়ীনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে মতানৈক্য করেননি। যদি মতভেদ হয় তা হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাশায়েখ এ কথার উপর একমত যে, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলের উপর অগ্রগণ্য। এতে কারো মতভেদ নেই।

তবে হাদীস বিশারদ কতিপয় ফিকাহবিদ শরহে কাসিদায়ে আমালিয়া এর মধ্যে লিখেছেন যে, চার খলীফার শ্রেষ্ঠত্ব আহলে বাইয়াতের পরে। ইবনে আবদুল বার একজন প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ। তিনি বলেন, মুতাকাদ্দিমীন হযরত আবূ বকর ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। হযরত সালমান আবূ বকর, মিকদাদ, খাব্বাব, জাবের, আবূ সাইদ খুদরী ও যায়েদ ইবনে আরকাম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আলী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আবূ তালিবের ভয়ে চুপ থাকেন। এ কারণে এ সব লোক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য দান করেন।

কতিপয় আলেম ইবনে আবদুল বারের এ উক্তিকে গ্রহণ করেননি। কেননা, এটি দুর্বল বর্ণনা, যা জমহুরের উক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জমহুর ইমাম এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ অভিমত পেশ করেছেন যে, সাহাবীদের ঐ দল যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা অধিক লিখেছেন, এদের ফয়সালা এই যে, 'أَبُو بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ عَلِيٍّ وَعَلِيٌّ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ' হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উত্তম এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মর্যাদাবান।

ইমাম তাজুদ্দীন সাবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহির অনুসারী ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি তাবাকাতে কুবরাতে কতেক মুতায়াখখিরীনের উদ্ধৃতি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাসান, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা ছিলেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলিজার টুকরা। শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ুতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব খাসায়েসে ইমাম আলীমুদ্দিন ইরাকীর উদ্ধৃতি থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁর ভাই ইবরাহীম সকলের ঐক্যমতে চার খলিফা থেকে উত্তম। ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, 'مَا أَفْضُلُ عَلَيَّ بُضْعَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدًا' (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার প্রান্ত থেকে কেউ শ্রেষ্ঠ নয়।) এ ফযীলত দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা অন্যান্য আহলে বাইয়াত থেকে উত্তম। অন্যথায় খেলাফতের মর্যাদা ও পুণ্যের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রেষ্ঠত্বের দিকসমূহ খাস হয়। একদিকের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য দিকের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রতিবন্ধক হয় না। যে ফযীলতের কথা আমরা উপরে আলোচনা করেছি তা অধিক সাওয়াব এবং মুসলমানদের উপকারের ভিত্তিতে নয়, বংশ মর্যাদা ও কারামাতের ভিত্তিতে। কেননা এ কথাতে কোন সন্দেহ করা যায় না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের বংশগত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

মর্যাদা ও সম্মান অর্জিত রয়েছে। এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব শায়খাইনের নিকট পাওয়া যায় না। কোন ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করে না। তা সত্ত্বেও শায়খাইন থেকে মুসলমানগণ অনেক ফায়দা অর্জন করেছে। খাত্তাবী কতেক মাশায়েখের উক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন যে, উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্ব দু'টি ভিন্ন জিনিস। যে মর্যাদাপূর্ণ উক্তি উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তম এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে, তা আমাদের উক্তির পরিপন্থী নয়। কেননা, এ দুটি বিষয় একটি অন্যটি থেকে আলাদা আলাদা। যদি এদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু হয়, তবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে যাতে প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।

অতএব পূর্ববর্তী আলেমগণ শ্রেষ্ঠত্ব ও খেলাফতের আলোচ্য বিষয়কে অকাট্য ও ধারণাপ্রসূত দলিল দ্বারা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ খেলাফতের তারতীবকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ সাওয়াব ও ফযীলতকে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু 'আস সওয়ায়িকুল মুহরিকা' এর সম্মানিত গ্রন্থকার ফায়সালা দিয়েছেন যে, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলছি যে, খেলাফতের ধারাবাহিকতা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের মাসআলা যন্নী (ধারণাপ্রসূত)। তবে শিয়াদের উপর আবশ্যক হয় যে, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অকাট্য ফায়সালার দৃষ্টিতে এ মাসআলাকে অকাট্য মনে করা এবং হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিতভাবে মেনে নেয়া। কেননা, এ সব ব্যক্তি হযরত আলী ও অন্যান্য ইমামদের ইসমতে বিশ্বাসী ছিলেন। আর মাসুমের হুকুম সকলের জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত হয়ে থাকে। মাসুম মিথ্যা বলেন না। তা সহীহ বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত এবং তাওয়াতুর হিসেবে বর্ণিত হয়ে গেছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খেলাফতকালে স্বীয় সাথী তথা শিয়াদের সামনে হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা করেছেন এবং এদের গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ্যে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ৮০ থেকে বেশি মনীষী থেকে বিশুদ্ধ সনদে সাব্যস্ত করেছেন এবং সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, 'خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آخَرُ' অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর মানুষের মধ্যে উত্তম হলো হযরত আবূ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ثُمَّ أَنْتَ (তারপর আপনি?) তিনি উত্তরে বলেন, আমি একজন সাধারণ মুসলমান, এ হাদীস বিভিন্ন মধ্যস্থতায় সহীহ হিসেবে মানা হয়েছে।

কোন কোন বর্ণনায় এরূপ রয়েছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, কোন কোন ব্যক্তি আমাকে শায়খাইনের উপর মর্যাদা দেয়। এ সব মানুষ অপবাদদাতা। যদি আমি তাদেরকে পাই, তবে আমি অপবাদের শাস্তি প্রদান করবো। ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইমাম জাফর থেকে তিনি ইমাম মুহাম্মদ বাকের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যান। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন চাদর মুড়িয়ে শুয়ে আছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় ও মাহবুব ব্যক্তি। তিনি স্বীয় আমলনামাসহ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করবেন।

দারু কুতনীতে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুজাইফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমস্ত উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতেন। একদল এই কথার বিরুদ্ধাচারণকারী ছিল। তাদের বিরুদ্ধাচরণের ফলে তার খুব কষ্ট হয়। এ কষ্ট নিয়ে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে হাজির হন। তিনি তার চিন্তা দেখে আলাদা অন্যত্র নিয়ে গিয়ে তাকে বলেন, হে আবূ হুজাইফা। এ অস্তিরতার কারণ কী? তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, হে আবূ হুজাইফা শুন! আমি তোমাকে বলছি যে, বর্তমানে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানব কে? এ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবূ হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি শপথ করে বলছি যে, এ হাদিসটি আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র জবান থেকে সরাসরি শুনেছি এবং আমি তা কখনো গোপন করতে পারবো না। হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন যে, আমি এ হাদীসটি নিজের কানে শুনেছি, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে যা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় এ কথা বলে অস্বীকার করেন যে, এসব কথা তাকিয়া তথা শত্রুর ভয়ে সত্য আড়াল করার ভিত্তিতে বলেছেন। অর্থাৎ শায়খাইনের প্রশংসা শুধু জীবনের আশংকা এবং শত্রুর ভয়ে করেছেন। যদি এরূপ না করতেন, তাহলে তাঁর জীবনের উপর হুমকি আসতো। কিন্তু আন্তরিকভাবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শাইখাইনের বিরোধী ছিলেন।

শিয়াদের এ বর্ণনার মধ্যে নিশ্চিতভাবে কোন সত্যতা নেই। এটি কিভাবে হয় যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি শেরে খোদা ছিলেন, এবং সত্যের মূর্তপ্রতীক ছিলেন, তিনি এরূপ দুর্বল, পরাভূত এবং অক্ষম হয়ে গেলেন যে, সত্য কথা বলতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন এবং আজীবন ভয় ও অক্ষমতার মধ্যে কাটিয়েছেন। তারপর 'أَسَدُ اللهِ الْغَالِبِ' (আল্লাহর বিজয়ী সিংহ) উপাধির অর্থ কি? 'لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ' (কোন ভর্ৎসনাকারীর ভার্ৎসনা ভয় করেন না) তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁর প্রশংসায় বলা হয়েছে, 'عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ' আলী কুরআনের সাথে আর কুরআন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। তাহলে ভয়-ভীতি, অক্ষমতা, সত্য আড়াল করার কী প্রয়োজন?

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, কী কারণে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর উম্মত একমত পোষণ করেনি এবং অধিকাংশ মানুষ তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেনি? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্য কথা বলতে নির্ভীক ছিলেন। সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে কারো পরোয়া করতেন না এবং কাউকে তোষামোদ করতেন না। ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। দুনিয়া পূজারীদের সাথে কম মিশতেন, বড় জ্ঞানী ছিলেন। জ্ঞানীরা অন্যান্যদের তোষামোদ করেনা। তাছাড়া তিনি ছিলেন বীর, সাহসী ও নির্ভীক কাউকে ভয় করতেন না। তিনি ছিলেন ভদ্র, সম্ভ্রান্ত। শরীফ ব্যক্তি কাউকে পরোয়া করেন না। এসব কারণে মানুষ তাঁর থেকে দূরে থাকে এবং তিনি মানুষ থেকে দূরে থাকেন।

Bangladesh Anjumane Asheqane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

এরূপ ব্যক্তি থেকে তাকিয়া তথা শত্রুর ভয়ে সত্য গোপন করা অসম্ভব ব্যাপার। ধরে নিলাম শায়খাইনের খেলাফত যুগে প্রকাশ্যে তাকিয়া হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু নিজ খেলাফতের যুগে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় নির্জনতা ও বিশেষ বন্ধু বান্ধবদের মাঝে এ ধরনের বর্ণনা কেন তাকিয়ার উপর ধর্তব্য হবে? ইমাম মুহাম্মদ বাকের রাদিআল্লাহু আনহু ও তার বংশের লোকদের নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করা হতো যে, আপনারা হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কি অভিমত পেশ করেন? তাঁরা সকলে সার্বদা বলতেন যে, আমরা তাঁদের সাথে একান্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব পোষণ করি। যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোন কোন মানুষ বলে যে, তিনি এরূপ কথা তাকিয়া তথা শত্রুর ভয়ে বলেছেন এবং তাঁর অন্তরে বিপরীত কথা লুকায়িত ছিল। তখন তিনি বলেছেন, ভয় তো জীবিত ব্যক্তি থেকে হয়ে থাকে, মৃত ব্যক্তি থেকে হয় না। ইমাম বাকের রাহমতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন যে, হেশাম ইবনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে সকলে খারাপ বলে। অথচ তিনি তাঁর সময়কার একজন সফল বাদশাহ। যদি আমরা ভয় করতাম তাহলে তাকেও ভাল বলতাম।

ইমাম বাকের রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর এ ধারণার আলোকে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকিয়া তথা শত্রুকে ভয় করতেন। যিনি ছিলেন বড় বীর, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি যুদ্ধের ময়দানে সকলের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন। যদি তিনি ভীত ও কাপুরুষ হতেন তাহলে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বনু মারওয়ানের সাথে কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতেন না। অথচ তারা খুবই শক্তিশালী ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করেন। খারেজীদের সাথে মোকাবেলা করতেন। এসব যুদ্ধে সত্যের পতাকা উড্ডীনের ক্ষেত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহকে আদৌ ভয় পেতেন না। তিনি সর্বদা ন্যায়ের উপর ছিলেন। যাকে দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্যতা প্রদর্শন করতে দেখতেন তিনি তখন তার বিরুদ্ধে খড়গ হস্ত হতেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে আপন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়া-বাড়ির ক্ষেত্রে ক্ষমা করতেন না। এদেরকে বের করে দিতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সাবাকে মাদায়েনের দিকে দেশান্তর করেন এবং নির্দেশ দেন যে, যে শহরে আমরা থাকি ইবনে সাবা যেন সেখানে না আসে। ইবনে সাবা মূলত ইহুদী ছিল। যে বাহ্যিকভাবে তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

মুনাফিক ছিল। সে রাফেজীদের নেতা হয়েছিল এবং এ মাযহাবের প্রবর্তক হয়ে যায়। যাতে সাহাবীদের খারাপ কিছু বলা যায়। সে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ বলতো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার এ সব কথা শুনে তাকে দেশান্তর করেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে এত ভাষণ দিয়েছেন যে, তা অবগত হবার পর কারো মন্দ বলার সাহস নেই। যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ হযরত আবূ বকর, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসী এবং এ শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্যতার ব্যাপারে দলিল পেশ করেন, তবে তা সত্য ও সঠিক। সত্যে বিশ্বাসী শিয়া সম্প্রদায়ও এ কথা মেনে নেয় যে, আবদুর রাজ্জাক যিনি জ্ঞানী ও বিশিষ্ট রাবী ছিলেন, তিনি শায়খাইনের শ্রেষ্ঠত্ব এ জন্য বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। এটি কতই না বে ইনসাফের কথা যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসাকারীগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফয়সালা থেকে দূরে।

উপরিউক্ত বিবরণ হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির অভিমত থেকে চয়নকৃত। এ সংক্রান্ত অন্যান্য কিতাবসমূহের প্রতিও আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা উচিত। যাতে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যায়।

## আশরায়ে মুবাশশারা রাদিয়াল্লাহু আনহুম

চারজন খলীফার পরে আশরায়ে মুবাশশারার (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী) শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত আছে। আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে নিম্ন বর্ণিত সাহাবায়ে কিরামের নাম আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ،

وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ،

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ ﷺ.

"হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত তলহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী, হযরত আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহেশতী।"

এ দশজন সাহাবী সমস্ত উম্মতের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান। তাঁরা মুহাজিরদের নেতা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় সম্পর্ক ব্যক্তি ছিলেন।

এসব সাহাবীর মর্যাদা এবং ইসলামে তাঁদের এ পরিমাণ অবদান রয়েছে যা অন্য কারো মধ্যে যাওয়া যায় না। এসব বুযর্গদের জান্নাতী হওয়া অকাট্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ছাড়া অন্যান্যরা অকাট্যভাবে জান্নাতী নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরা ছাড়া অন্যদের ব্যাপারেও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত ফাতিমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে জান্নাতীদের মধ্যে বলে আলোচনা করেছেন। আকাইদ শাস্ত্রে এঁদের আলোচনা এজন্য এসেছে যে, এ সব লোক নিজেদের অবদানের জন্য ইসলামে বড় মর্যাদার মালিক হয়েছেন, তবে কতেক এমন লোক যাদের অন্ত র খারাপ রং ধারণ করেছে, তারা এসব মনীষীদের সাথে বেআদবী করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

থেকে দূরে থাকে না এবং কতেক তাঁদেরকে হিংসা করে। আমার ইচ্ছা এদের নিন্দা করা।

সাধারণ মানুষ জানে যে, এ দশজন সম্মানী ব্যক্তির নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের এ ধারণা ভুল এবং অজ্ঞতা। কতেক বেদুইন চাই তালেবুল ইলম হোক অজ্ঞ লোকদের সাথে তালমিলিয়ে বলে যে, আরো অনেকের ব্যাপারেও সুসংবাদ রয়েছে। তারা জানে না যে, এ দশ জনের সুসংবাদ শক্তি ও দৃঢ়তায় মুতাওয়াতির। এ সব লোক হাদীসের অনুসন্ধানের ব্যাপারে অজ্ঞ।

আশারায়ে মুবাশশারার জান্নাতী হওয়ার অকাট্য সুসংবাদের আলোচনাকে আমি স্বীয় কিতাব 'তাহকিকুল ইশারা ফি তা'মিমিল বেশরাতে' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। হাদীস শরীফে যতজন সুসংবাদপ্রাপ্তদের নাম এসেছে অথবা আমার দৃষ্টিতে জান্নাতী বলে মনে হয়েছে এঁদের নামও সেখানে আলোচনা করেছি। সঠিক কথা এই যে, চার খলীফা, হযরত ফাতেমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং অন্যান্য মনীষী যাঁদের সু-সংবাদের কথা অভ্যন্তরীণভাবে তাওয়াতুরের পর্যায় রয়েছে। আর দশজনের সুসংবাদের কথা মশহুরের পর্যায় রয়েছে। কতেকের সুসংবাদের কথা আহাদের স্তরে পৌঁছেছে। তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট সুসংবাদ আসেনি। তাঁদের ব্যাপারে একথা বলা যাবে যে, মু'মিনগণ জান্নাতী আর কাফেরগণ জাহান্নামী। তবে অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে কাদেরকে জান্নাতী বলা যাবে, তাদের আলোচনা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত কিতাবে করা হয়েছে।

## আহলে বদর

জান্নাতের সুসংবাদ দশজন বদর যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের বদর যুদ্ধের মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল। বদরের ঘটনা দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনা থেকে আরবে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের নবদিগন্ত সূচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন বদর যুদ্ধে তা পূর্ণ করেছেন। দ্বীন ইসলামের কট্টর শত্রু যাদেরকে সানাদীদে কুরাইশ বলা হতো, বদর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যুদ্ধে নিরাশ হয়ে যায়। এদের মধ্যে উৎবা, শাইবা, আবূ জাহল প্রমুখ কট্টর নেতা (লা'নতুল্লাহি আলাইহিম) বিশেষভাবে জাহান্নামে পৌঁছে যায়।

এ যুদ্ধে পাঁচ হাজার ফেরেশতা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এসেছিল এবং যথানিয়মে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ইতিপূর্বে যাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। শুধুমাত্র হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। এর কারণ এই যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার অসুস্থতার ফলে তাঁর দেখাশুনার জন্যে মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অসুস্থতার সময় সেবা করার কারণে বদর-যোদ্ধাদের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং গণীমতের পূর্ণ অংশের অধিকারী করেছেন।

বদর-যোদ্ধাদের সংখ্যা ৩১৩ জন। তাঁরা সকলে নিশ্চিত জান্নাতী। কুরআন মজীদের এ আয়াত তাঁদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

"নিশ্চয় যখন বদর-যোদ্ধাগণ নিজেদের কর্ম আল্লাহ তা'আলার সামনে প্রকাশ করেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমাদের যা ইচ্ছা কাজ কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।"[৭৩]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

"আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না যে, ব্যক্তি বদর ও হুদাইয়াবিয়াতে উপস্থিত ছিল।"[৭৪]

হাদীস শরীফে এসেছে, যে সব ফেরেশতা বদর যুদ্ধে শরীক ছিল। তাদের মর্যাদা অন্যান্য ফেরেশতাদের চেয়ে অনেক বেশি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wasallam)

৭৩. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ১৪৩, হাদিস : ৭৫৯৯
৭৪. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ২৫৭, হাদিস : ১৪৭২৫

## আহলে উহুদ

বদর-যোদ্ধাদের পর উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা। এ যুদ্ধে চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য বড় পরীক্ষা এবং কঠিন সময় অতিবাহিত হয়ে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দন্ত মোবারক এ যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ ধারণা করা যাবে না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত এ যুদ্ধে ভেঙ্গে গিয়েছিল, নাকি মূল থেকে পড়ে গিয়েছিল। প্রকৃত কথা হলো- অনেকগুলো দাঁত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং একটি দাঁতের টুকরা পড়ে গিয়েছিল।

শহীদদের সর্দার হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদ যুদ্ধের শহীদদের অন্যতম। এ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শহীদ হন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এ যুদ্ধে কাফিরদের নেতা ছিল আবূ সুফিয়ান। যে বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শপথ করেছিল যে, যতক্ষণ প্রতিশোধ নিতে না পারবে ততক্ষণ স্ত্রী সঙ্গম করবে না এবং গোসল করবে না। মক্কা বিজয়ের পর আবূ সুফিয়ান ও মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ইসলামে দীক্ষিত হন।

## আহলে বাইয়াতে রিদওয়ান

বাইয়াতে রিদওয়ান ঐ বাইয়াতের নাম যা মুসলমানগণ হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারক করেছিল। কুরআন মজীদে এসেছে-

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴿١٨﴾

"অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ওই সব মু'মিনের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বৃক্ষের নীচে আপনার সাথে বাইয়াত গ্রহণ করেছে।"[৭৫]

হাদীস শরীফে এসেছে-

لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ بَايَعَنِي تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

"যারা আমার হাতে গাছের নীচে বাইয়াত গ্রহণ করেছে তারা দোযখে প্রবেশ করবে না।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

[৭৫]. আল-কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ১৮

এ সব সাহাবী জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। মর্যাদার এ সব ধারাবাহিকতা যা আমরা বর্ণনা করেছি তা আবূ মানুসুর খাতিমী থেকে বর্ণিত। উপরিউক্ত সাহাবীগণ ছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ বহু হাদীস শরীফে পাওয়া যায়। তবে এ সব সাহাবীর পবিত্রতা ও অবদানের কথা তো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের নাম ও অবদানের স্পষ্ট বিবরণ কিতাবসমূহে পাওয় যায় না।

সাহাবায়ে কেরামের পরে মর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে থাকে জ্ঞান ও খোদাভীতির ভিত্তিতে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ﴿١٣﴾

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু।"[৭৬]

কোন কোন আলেম সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদেরকেও তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মর্যাদার উপর মর্যাদা দিয়েছেন। তবে এটি ঐক্যবদ্ধ অভিমত যে, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তানগণ সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

## হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতী নারীদের সরদার। হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যুবকদের সরদার। আমি এ মাসআলাকে পৃথকভাবে আকাইদে বর্ণনা করেছি এবং তাঁরা নিশ্চিত জান্নাতী হওয়ার কথাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। কতিপয় ভ্রান্ত গ্রন্থকার জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের দশজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। অধিকাংশ আলেম রাফেযী গ্রন্থকারদের ধারা অনুযায়ী বিশেষভাবে দশজনের আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ সকল গ্রন্থকারদের সম্মুখে তিনজনের আলোচনা এবং আহলে বাইয়াতের মর্যাদার বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানও অপরিহার্য।

এ হাদীস পৃথিবীর সমস্ত নারীদের উপর হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করে। এমন কি জান্নাতী সমস্ত নারী যেমন- হযরত

[৭৬]. আল-কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত ১৩

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)

মরিয়ম, ইমরানের কন্যা, হযরত আয়েশা, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপর প্রাধান্য দান করবে। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এরও এটি অভিমত।

কোন কোন হাদীস যেখানে হযরত ফাতেমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কোন হাদীসে সমস্ত নারীদের উপর হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ হাদীস সমূহে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

**হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আহলে বাইয়াত**

অন্য আরেক স্থানে পৃথিবীর সর্বোত্তম নারীদের মধ্যে হযরত ফাতেমা, হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা, হযরত মরিয়ম, হযরত আছিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুন্নাকে গণ্য করা হয়েছে। এ সব হাদীসে সমতা ও নীরবতার বর্ণনা উদ্দেশ্য। অপর একটি হাদীসে রয়েছে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার অস্তিত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে এরূপ যেমন- হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালামের গোত্র হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে উম্মতের। কোন কোন আলেম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হযরত ফাতেমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে উত্তম মনে করেন। তাঁদের অভিমত হলো হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হবেন। আর হযরত ফাতেমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথী হবেন। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, নবুয়তের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনেক উর্ধ্বে। তবে কোন কোন হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; আমি, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আলী, হাসান ও হুসাইন একই স্থানে এক সাথে থাকবো।

একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন মুজতাহিদ মহিলা ছিলেন। চার খলীফার যুগে তিনি ফতওয়া দিতেন এবং গবেষণা করে মাসআলা বের করতেন। কোন কোন আলেম বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পরে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa

সর্বশ্রেষ্ঠ মহীয়সী নারী। আল্লামা সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর ফতওয়ায় বলেছেন যে, এ মাসআলায় তিনটি অভিমত রয়েছে, উত্তম অভিমত হলো- হযরত ফাতেমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে উত্তম। কোন কোন আলেম উভয়কে সমকক্ষ মর্যাদা দান করেন। কতেক আলেম নীরবতা পালন করেন। অধিকাংশ হানাফী আলেম এবং কতেক শাফেয়ী আলেম এ মাসআলায় নীরবতা অবলম্বন করেন। ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তখন তিনি বলেছেন, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা। কলিজার টুকরার চেয়ে উত্তম কোন জিনিস হয় না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরার উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া যায় না।

ইমাম সাবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাদের পছন্দনীয় অভিমত হলো- হযরত ফাতিমাই উত্তম। তারপর তাঁর মাতা হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তারপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইমাম সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ফাতেমা এবং মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু আনহা উত্তম নারী। 'খাসায়েসে খাইফারীতে' রয়েছে, হযরত খাদীজা ও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারেও মতভেদ পাওয়া যায়। উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের একদল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বোত্তম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে যে, পৃথিবীর নারীদের মধ্যে উত্তম ও পূর্ণ মর্যাদাবান হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান, হযরত ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আছিয়া (ফিরাআউনের স্ত্রী) আলাইহাস সালাম। কোন কোন বর্ণনায় আসিয়া (ফিরাআউনের স্ত্রী) এর স্থানে আসিয়া বিনতে ফারাহাম লিখা হয়েছে।

শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ হাদীসে শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত ফাতিমা যাহরা হযরত আয়েশা হতে উত্তম। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে হাদীসে-

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الطَّعَامِ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

"সমস্ত নারীর উপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রাধান্য এরূপ, যেরূপ সারীদের প্রাধান্য অন্যান্য খাদ্যের উপর।"[৭৭] দ্বারা দলিল এই যে, উপরিউক্ত চারজন নারী ব্যতিত পৃথিবীর সমস্ত নারী থেকে উত্তম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

এ প্রসঙ্গে আমার (গ্রন্থকার শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী) অভিমত এই যে, সঠিক ও সত্য হলো শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ভিন্ন ধরণের। তবে হাদীসের ভাষ্য দ্বারা জানা যায় যে, হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সন্তানের মধ্যে অধিক প্রিয় ছিলেন। হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। কেননা মর্যাদাবান ও প্রিয় হওয়ার কারণ ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। তাই এ মাসআলা বুঝা কষ্টকর। কোন কোন হাদীসে এসেছে, স্ত্রীদের মধ্যে প্রিয় ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং পুরুষদের মধ্যে প্রিয় হচ্ছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। অন্যত্র এসেছে যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রিয় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। কোন কোন আলিম যদিও খুব কঠিন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যা খুবই দূর্লভ ক্ষেত্র থেকে নেয়া হয়েছে। তা হলো হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্যান্যদের তুলনায় উত্তম। এমনকি তিনি তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও উত্তম। যদি আমরা ফযীলত ও ভালবাসার চাহিদাকে সামনে না রাখি, তা'হলে এ মাসআলায় বড়ই অসুবিধা সৃষ্টি হবে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুণ্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার ইলমেই আছে। তবে সত্তাগত মর্যাদা, পবিত্রতা, চারিত্রিক গুণাবলী এবং পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিই হযরত ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং অন্যান্য আহলে বাইয়াতের স্তরে পৌঁছতে পারে না।

---

[৭৭]. ১. বুখারী : আস সহীহ, بَاب فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ১২/১১৯

২. মুসলিম : আস সহীহ, بَاب فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ১১/২১৬

৩. তিরমিযী : আস সুনান, بَابُ مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ১২/৩৯০

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## খেলাফত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খেলাফত মাত্র ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত কায়েম ছিল। তারপর ছিল মুলুকিয়াত ও ইমারতের যুগ। হাদীস শরীফে এসেছে-

الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُوْنُ مَلَكًا.

"আমার পরে খেলাফত ত্রিশ বৎসর থাকবে। তারপর আসবে রাজতন্ত্রের যুগ।"[৭৮]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সাথে ত্রিশ বৎসর সময় পূর্ণ হয়ে যায়। বিশ্লেষণমূলক কথা এই যে, তখন ত্রিশ বৎসর হতে ছয় মাস অবশিষ্ট ছিল। মুসলমানদের ইমাম হাসান ইবনে আলী ইবনে আবূ তালেবের খেলাফতের পর ত্রিশ বৎসর শেষ হয়ে যায়। তারপর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা ছিলেন না; বরং আমীর ও বাদশাহ ছিলেন। আব্বাসী আমীরদেরকে খলীফাদের গণ্য করা হয়। তা রূপক ও পারিভাষিক অর্থে লেখা হয়।

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম শায়খ কামাল ইবনে হুমাম 'মুসায়িরা' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সমস্ত আহলে হক এ কথার উপর একমত যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বাদশাহ ছিলেন। খলীফা ছিলেন না। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মাশায়েখগণ এ মাসআলায় মতভেদ করেছেন। তাঁরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর কাউকে ইমাম মানেন না। তবে মাশায়েখগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর ইমামতকে চালু রেখেছেন। যেসব মাশায়েখ আমীরে মুয়াবিয়াকে ইমাম মনে করেন তাঁরা সত্যের মধ্যে আছেন। তাঁদের দলিল হলো, ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ইমাম মেনে নিয়ে ছিলেন। ফলে আমরাও তাঁকে ইমাম মনে করবো।

## আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে সর্বদা ভাল শব্দে স্মরণ করা উচিত। হিংসা, বিদ্বেষ, গালি, ধিক্কার, অস্বীকৃতি ইত্যাদি কাজ তাঁদের শানের

[৭৮]. ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ২৮/৪২৯

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

খেলাফ। তাঁদের ব্যাপারে যেন কারো থেকে বেআদবী প্রকাশ না পায়। কেননা তাঁদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই মহব্বত করতেন। তাঁদের মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য এবং সম্মানে কুরআন মজীদের অনেক আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফ এসেছে। যেমন-

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴿٢٩﴾

رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ﴿٨﴾

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ কাফেরদের বেলায় বজ্র কঠোর। আর নিজেরা পরস্পর রহমত স্বরূপ।

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।"[৭৯]

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ ، أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ، اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

"আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রস্বরূপ। তোমরা তাঁদের যে কাউকেই অনুসরণ কর না কেন, সুপথ পাবে।[৮০] আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে। কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।[৮১] আমার পরে সাহাবীগণকে ধারণ করবে। আল্লাহ! সাবধান, আমার সাহাবাদেরকে দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে হেয় করোনা। যে তাঁদেরকে ভালবাসবে সে যেন আমাকে ভালবাসলো। যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে, সে যেন আমার প্রতি বিশেষ ভাব পোষণ করলো। যে তাঁদেরকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। যে

[৭৯]. আল-কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২৯, সূরা বাইয়িনাহ, আয়াত : ৮

[৮০]. মিশকাত শরীফ : باب مناقب قريش وذكر القبائل ৩/৩১০

[৮১]. মিশকাত শরীফ : باب مناقب قريش وذكر القبائل ৩/৩০৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল সে পাকড়াও হবে।"[৮২]

সাহাবায়ে কেরামের কিছু মতভেদ বা ঝগড়া-বিবাদ বা আহলে বাইয়াতের হক্বের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন এবং তাঁদের ব্যাপারে আদবের ঘাটতির বিবরণ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কিছু বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

এ প্রসঙ্গে দৃষ্টি এড়িয়ে চলা, কথা না বলা এবং মন্দ ধারণা না করা উচিত। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁদের ভালবাসা ছিল এবং উঠা-বসা নিশ্চিত বিষয়। আহলে বাইয়াতের সাথে মোয়ামেলার বিষয়টি শুধু ধারণা প্রসূত। নিশ্চিত মর্যাদাকে ছেড়ে দিয়ে ধারণা ও ধারণার মতভেদে পড়া বৈধ নয়। তাঁদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে ইসলামী শাস্তিসমূহ নির্ধারিণ হযরত মুয়াবিয়া, ওমর ইবনে আস, হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা এবং এ ধরণের বুযর্গদের মুয়ামেলাতের ন্যায়। যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের তরিকা অনুযায়ী চলতে চায় তার উচিত হবে এ বিষয়ে বিদ্বেষভাব পোষণ না করে মুখ বন্ধ রাখা। যদিও তাঁদের কোন কোন বিষয়ে ইতিহাসে ও সীরাত গ্রন্থে মুতাওয়াতির হিসেবে লেখা হয়েছে। এরূপ বিষয় অধ্যয়নে মনে খারাপ লাগলে অন্তরে খারাপ মনে করা ছাড়া উপায় নেই। তবে এ প্রসঙ্গে না দেখার ভান করা জিহ্বাকে সংযত করা জরুরী।

সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন সৈন্যকে বন্দি করে নিয়ে আসা হয়। উপস্থিত এক ব্যক্তি তার উপর ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। সে বলতে থাকে, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে জানি যে, সে মুসলমান ছিল এবং বড়ই নেককার ছিল। আফসোস! তার পরিণতি এরূপ হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কি বলছেন, সে এখনো তো মুসলমান। তারপর অকাট্য দলীল থাকা সত্ত্বেও গালাগালি এবং অসন্তুষ্টি বৈধ নয়। যেমন- কতেক মূর্খ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্রতার ব্যাপারে কুরআন মজীদের নসের পরেও মুখ বাড়িয়ে কথা বলে।

---

[৮২]. ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৪২/৪, ৩২

২. মুসনাদুল ফেরদৌস : فضائل الصحابة ১/১৪৭, হাদিস : ৫২৫

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিষয়

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নীতি হলো, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ ছিল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু (যিনি ছিলেন সত্য ও সঠিক খলীফা এবং ইমাম) এর সাথে মতভেদের ফলাফল। আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসিদ্ধ মুতাওয়াতির হাদীসে এসেছে-

تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوكَ إِلَى النَّارِ.

এ হাদীসটি এ কথার দলীল যে, দম্ভ কুফর ও অভিসম্পাত ও ঘৃণার ভিত্তিতে ছিল না। সলফে সালেহীন এবং গবেষণা আলেমদের কেউই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অভিস্পাত করেননি।

প্রকৃত বিষয় এই যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিয়ম হলো, তারা কাউকে খারাপ কিছু বলা থেকে দূরে থাকেন। 'اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِلَعَّانٍ' (মু'মিন একে অন্যকে লা'নত করে না।) লা'নত তো কারো জন্যই করা শোভনীয় নয়। চাই সে কাফেরই হোক না কেন। একথা কি জানা আছে? পরিণামে হয়তো সে ঈমানের দৌলত লাভে ধন্যও হতে পারে। তবে যার মৃত্যু নিশ্চিত কুফরীর উপর বলে জানা যায়, তাকে কাফের বলা যাবে।

## ইয়াজীদের হাশর

কোন কোন আলেম ইয়াজীদের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন। আবার কেউ কেউ এ ব্যাপারে বাড়া-বাড়ি করে তার মর্যাদা ও শান বর্ণনা করেন। তারা বলেন, যেহেতু তিনি অধিকাংশ মুসলমানদের অভিমতের ভিত্তিতে আমীর হয়েছে। সেহেতু ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উচিত ছিল তার আনুগত্য করা।

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ وَمِنْ هَذَا الإِعْتِقَادِ.

"আমরা এ উক্তি ও বিশ্বাস থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।"

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্তমানে ইয়াজিদ কি করে ইমাম হন? মুসলমানদের ইজমা কিভাবে হয়? তখন সাহাবীগণ, সাহাবীদের সন্তানগণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা ইয়াজিদের আনুগত্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। মদীনা শরীফ থেকে কতিপয় লোককে তার নিকট সিরিয়াতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallam\)

বাধ্য করে আনা হয়। কিন্তু তাঁরা ইয়াজিদের অপছন্দনীয় কাজ দেখে তারা মদীনায় ফিরে যান। বাইয়াতকে বাতিল করে তাঁরা বলতে থাকেন, সে তো আল্লাহর শত্রু, শরাব পানকারী, নামায বর্জনকারী, ব্যভিচারী, ফাসেক। মুহারেমের সাথে সহবাস থেকেও সে বিরত থাকেনা।

এক দলের অভিমত এই যে, ইয়াজিদ হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার হুকুম দেয়নি এবং সে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না। হযরত ইমাম হুসাইন এবং আহলে বাইয়াতের শাহাদাতে সে উল্লাস প্রকাশ করেনি। আমাদের মতে এ অভিমত বাতিল ও পরিত্যাজ্য। কেননা, ইয়াজিদের আহলে বাইয়াতের সাথে শত্রুতা এবং তাঁদের হেয় ও অপদস্ত করার ঘটনা ধারাবাহিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এ সব ঘটনা অস্বীকার করা কপটতার আশ্রয় নেয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

অপর এক দলের অভিমত এই যে, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা মূলত কবীরা গুণাহ। কেননা, অন্যায়ভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করা গুণাহে কবীরা, কুফরী নয়। লা'নত শুধু কাফেরদের জন্যে। এরূপ অভিমত পোষণকারীদের প্রতি আফসোস হয়, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকেও বে-খবর। কেননা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁদের সন্তানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা, তাঁদের সাথে শত্রুতা করা, তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া, তাঁদেরকে অপবাদ দেয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া ও তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করার নামান্তর। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় এ সব প্রবক্তা ইয়াজিদের ব্যাপারে কি ফায়সালা দেবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় করা, কষ্ট দেয়া এবং তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করা কী কুফর ও লা'নতের কারণ নয়। এ কথাটি জাহান্নামের অগ্নিতে পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট নয়। কুরআন মজীদে রয়েছে-

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

"অবশ্যই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তারা নিশ্চিত দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নতের উপযোগী। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[৮৩]

অনেকের ধারণা এই যে, যেহেতু ইয়াজিদের পরিণতির ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই যে, কুফর ও পাপাচারের পরে সে তাওবা করেছে। ইমাম গাযালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কিতাব 'ইহয়াউল উলূমে' ধারণা ব্যক্ত করেছেন। উলামায়ে সলফ এবং উম্মতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের কতিপয় উলামা, যাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহির ন্যায় বুযর্গ ব্যক্তি রয়েছেন, তিনি ইয়াজিদের প্রতি লা'নত করেছেন। ইবনে জাওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি শরীয়ত ও হিফযে সুন্নায় বড়ই দৃঢ় ছিলেন তিনি ইয়াজিদের প্রতি লা'নত প্রসঙ্গে উলামায়ে সালফ থেকে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলেম লা'নত করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। কতেক আলেম নীরবতা পালন করেন।

আমাদের মতে, ইয়াজিদ একজন নিন্দিত ব্যক্তি ছিল। এ অসাধু ব্যক্তি যে অপকর্ম করেছে উম্মতের আর কেউ করেনি। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত এবং আহলে বাইয়াতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের পর এ পাপী মদীনায় সৈন্য প্রেরণ করে এবং এ পবিত্র নগরীর অসম্মান করার পর মদীনাবাসীদের রক্তে হাত রঞ্জিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সাহাবীগণ এবং তাবেয়ীগণ তার রোষানলে পতিত হন। মদীনা শরীফ ধ্বংসের পর সে পবিত্র মক্কা শরীফ বিনষ্টের হুকুম দেয় এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতের যিম্মাদার হয়। এ অবস্থায় সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তার তাওবা এবং সত্যে ফিরে আসার ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং অন্যান্য ঈমানদারদের অন্তরকে ইয়াজিদের ভালবাসা ও প্রীতি তার সাহায্য ও সহযোগিতাকারীগণের ভালবাসা এবং ঐ সব লোকদের বন্ধুত্ব যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে এবং তাঁদের অধিকার হককে বিনষ্ট করেছে তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন ও সঠিক বিশ্বাস পোষণ করা থেকে দূরে রাখুন এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

৮৩. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৭

নিরাপদে রাখুন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে আমাদের বন্ধু-বান্ধুব ও আপনজনকে আহলে বাইয়াত এবং তাঁদের কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর দুনিয়ায় ও আখেরাতে যেন আহলে বাইয়াতের নীতির উপর রাখেন।

## মুজতাহিদদের মর্যাদা

সঠিক মাযহাব এই যে, মুজতাহিদ কোন সময় ভুল করে থাকেন। তবে গবেষণার ক্ষেত্রে ভুল মার্জনীয় ও ক্ষমার যোগ্য। অনেক সময় ভুল করা সত্ত্বেও সাওয়াব ও পুণ্যের অধিকারী হন। কেননা সে তার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ও দিয়ানতদারীর সাথে কার্জ সম্পাদন করে থাকেন। এ কারণে এরূপ ইজতেহাদী প্রচেষ্টার সাওয়াব আল্লাহর কুদরতের হাতে রেখেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

إِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ وَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ حَسَنَتَانِ.

"যদি তুমি ভুল করো। তবে তুমি একটি সাওয়াব প্রাপ্ত হবে, আর যদি সঠিক করো, তবে দু'টি সাওয়াবের অধিকারী হবে।"

কোন কোন আলিমের মতে প্রত্যেক মুজতাহিদ সফলকাম হন। তার সত্যতার এটি একটি প্রমাণ যে, সে গবেষণায় সচেষ্ট হন। তার মতামতে মতভেদ শুধু ফিকহী মাসয়ালা এবং শাখা বিষয়ে। এ অবস্থায় উত্তম ধারণাই সত্যতার প্রমাণ। নিশ্চিত ফয়সালা আবশ্যক নয়। যদি এরূপ না হতো, তাহলে বিশ্বাসপূর্ণ মাসআলা সত্য হতো। কেননা এ ঘটনা এবং মূল বিষয়ের সংবাদ। ঘটনা ও মূল বিষয় এক জিনিস হয় না। ইজতিহাদের শর্তসমূহ, গাইরে মুজতাহিদের তাকলীদ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য মাসআলা যথা স্থানে আসবে।

## কিবলায় বিশ্বাসীর কাফির হওয়া

কিবলায় বিশ্বাসী অর্থাৎ যারা কিবলামূখী হয়ে নামায আদায় করে এবং কুরআন, সুন্নাহর প্রতি ঈমান রাখে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের একত্ববাদ এবং রিসালতের কথা স্বীকার করে, এদের কাফের বলা যাবে না। যদিও তাদের কোন কথায় কুফর বলা আবশ্যক হয়। তবে এরূপ কুফরী শব্দ বার বার উচ্চারণকারীদের অবশ্যই কাফের বলতে হবে। যথা সম্ভব মুসলমানের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

এরূপ শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভাল ভাষায় করা উচিত। কুফরী ও ক্রোধমূলক বিষয়কে অযীফা না বানানো উচিত।

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি অন্যকে কাফির বলে, যদি সে স্বয়ং কাফির না হয়। তাহলে যে কাফির বলেছে সে নিশ্চিত কাফির হয়ে যাবে। লা'নতের হুকুমও তাই। যদি সে লা'নতের যোগ্য না হয়, তবে যে বলেছে সে অভিশপ্ত হবে। সুতরাং কুফর ও লা'নত প্রভৃতি বিষয় থেকে যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

## রাসূল ফেরেশতা থেকে উত্তম

বিশেষ মানব (নবী ও রাসূলগণ) বিশেষ ফেরেশতা থেকে উত্তম। কেননা, ফেরেশতা তো নবীদের নিকট রিসালাতের পয়গাম এবং নবীদের খেদমতে নিয়োজিত। সাধারণ মু'মিন (ওলী ও মুত্তাকীগণ ছাড়া) সাধারণ ফেরেশতা থেকে উত্তম। বিশেষ ফেরেশতা সাধারণ মু'মিন থেকে উত্তম। এ মাসআলায় সমস্ত উম্মত একমত, কারো মতভেদের সুযোগ নেই।

মানুষ তথা মু'মিনদের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতাদের উপর এ দলিলের ভিত্তিতে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ফেরেশতাকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি সিজদা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিজদার নির্দেশ করাই আদম আলাইহিস সালাম উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার নিদর্শন। অধম তার চেয়ে উত্তমের উচ্চ মর্যাদাকে স্বীকার করেন। কেননা, আদমের শ্রেষ্ঠত্ব এ ঘটনা থেকে সাব্যস্ত হয়ে যায়। ফলে বিশেষ মানবের শ্রেষ্ঠত্ব তো স্পষ্ট। এ কথা বড়ই আশ্চর্য ও দুর্লভ বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলার রহস্যাবলি আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। তাঁর রহস্যসমূহ তিনি জানেন। এ উর্ধ্বকে অধমের খেদমতে নিয়োজিত করে স্বীয় পূর্ণ কুদরত প্রকাশ করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হেকমত প্রকাশ করতে বাধ্য নন। তবে এ দলিল মু'তাযিলার ঐ বিশ্বাসের সামনে আনয়ন করা হয়, যারা ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রবক্তা। আমাদের দ্বিতীয় দলিল এই যে, ইবাদত, রিয়াযত এবং অন্যান্য পূর্ণতার অর্জন বড়ই পরিশ্রমের কাজ। পুণ্য ও প্রতিদান অর্জন করার জন্যে কঠোর সাধনা ও রিয়াযত একান্ত প্রয়োজন। যদি অধিকাংশ সাওয়াবের নাম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ফযীলত হয়, তবে এ দলিল যথেষ্ট। কিন্তু ফেরেশতা তো এ রিয়াযত ও সাওয়াব অর্জনে শারীরিক প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য কষ্টের পূর্বেই তা থেকে অমুখাপেক্ষী। এদিক থেকে ফেরেশতা উত্তম হওয়াটা মেনে নেয়া যায়। এটিই কারণ যে, কোন কোন বিশেষজ্ঞ অভিমত পোষণ করেছেন, শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থা ও ধরণ বিভিন্ন। এটি একটি শাব্দিক আলোচনা। রিয়াযত, পরিশ্রম এবং কঠোর সাধনার ভিত্তিতে পূর্ণতা অর্জনের মুয়ামেলায় মানুষ নিশ্চিতভাবে ফেরেশতা থেকে উত্তম। তবে পবিত্রতা, স্রষ্টার নৈকট্য এবং নূরানিয়্যতের সূক্ষ্মদৃষ্টির আলোকে ফেরেশতা অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

মানুষের সামষ্টিকতা ও সংঘবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। তার মধ্যে স্রষ্টার গুণ প্রকাশ পাওয়া, তার নাম ও গুণের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়া, তারপর খিলাফতের দায়িত্ব হিসেবে পুরস্কৃত করার আলোকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই মেনে নিতে হয়।

এ আলোচনা সত্ত্বেও বিশ্বাস হিসেবে আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলবো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলদের সর্দার, উভয় জাহানের সর্দার। সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তি, চাই তা মানব হোক বা জ্বীন হোক কিংবা ফেরেশতা হোক।

যেভাবে আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, নবীদের মর্যাদা ফেরেশতাদের উপর, এ কথা সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট সাব্যস্ত। কিন্তু মু'তাযিলা এবং কতেক আশয়ারী আলেম ফেরেশতাকে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ইমাম আবূ হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ মাসআলায় স্বীয় রায়কে মাহফুয রেখে নীরবতা অবলম্বন এবং দোদূল্যর ভিত্তি কার্য সম্পাদন করেছেন। বলা হয়েছে যে, তিনি প্রথম জীবনে ফেরেশতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি এ অভিমত থেকে ফিরে গিয়েছেন এবং মানুষকে ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম মনে করতেন।

কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী রাহমতুল্লাহি আলাইহিও এ মাসআলায় নীরবতা অবলম্বন করেছেন। প্রকৃত বিষয় এই যে, এ মাসআলাকে না জানা এবং শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকা ঈমান পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়াকে আবশ্যক করে না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ইমাম তাজ উদ্দিন সাবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি শাফেয়ী মাযহাবের একজন বড় আলেম। তিনি বর্ণনা করেন যে, যদি কারো সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তার অন্তরে নবীদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে খেয়ালও আসেনি, তাহলে বিচার দিবসে তাকে এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তুমি নবী শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রবক্তা ছিলে, নাকি ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রবক্তা ছিলে?

কোন কোন আলেমের অভিমত এই যে, এ মাসআলার সকল দিক চিন্তা-ভাবনা করার পর ফায়সালা দেয়া উচিত। আমাদের আলোচনার ফলাফল এ হওয়া চাই যে, আমরা অবস্থা ও স্থান দেখে মর্যাদা নির্ধারণ করবো।

## ওলীদের মর্যাদা

আল্লাহর ওলীদের কারামত সত্য। তবে ওলী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি আল্লাহর মা'রিফত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, আল্লাহর আনুগত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, নাফরমানী ও পাপাচার থেকে মুক্ত এবং প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে থাকে। যদি এরূপ ব্যক্তি থেকে অভ্যাসের বহির্ভূত কোন কিছু প্রকাশ পায়, তবে একে কারামত বলা হয়। এ জিনিস বৈধ। কারামত মূলত ঐ নবীর মু'জিযার ছায়া স্বরূপ হয়ে থাকে। সে যে নবীর উম্মতের ওলী হয়। যেমন- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন প্রকারের মু'জিযা রয়েছে। কতেক মু'জিযা তো আবিভার্বের পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ মু'জিযাকে ইরহামাত বলা হয়। কোন কোন মু'জিযা রিসালাতের প্রকাশের পর থেকে আজীবন প্রকাশ পায়। তবে কোন কোন মু'জিযা এরূপও হয়ে থাকে যে, ওফাতের পরে প্রকাশ পেয়েছে। এ মু'জিযা তাঁর অনুসারীগণ কিংবা ওলীদের থেকে প্রকাশ পায়। মূলত এ সব কারামতকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাতের ধারাবাহিকতার ছায়া বলা হয়। এ সব মু'জিযা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা এবং দ্বীনের বিশুদ্ধতায় পরিণত হয়েছে।

কারামাতের অস্তিত্ব তো অধিকাংশ সাহাবী এবং উম্মতের ওলীদের থেকে তাওয়াতুরের সাথে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কারো কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই। অস্বীকৃতি কিংবা সন্দেহ প্রকাশের প্রয়োজন নেই।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বিশেষ করে উম্মতের কোন কোন ওলী যেমন- হযরত গাউসুস সাকালাইন শায়খ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে অধিকাংশ কারামাত প্রকাশ পেয়েছে।

কোন কোন আলিমের অভিমত হলো যে, ওলীদের কারামাত নবীদের মু'জিযার যাত থেকে নয়। যেমন- চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া, পাথরের সালাম দেয়া, গাছের সিজদা করা ইত্যাদি মেনে নেয়ার মত। অলিদের কারামত তাদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের বাহিরে হয়ে থাকে। তবে একথা জরুরী যে, বিলায়াত (ওলী হওয়া) ও কারামাতের দাবী করা অপ্রয়োজনীয় বিষয়।

প্রকৃত বিষয় এই যে, নবী থেকে যে জিনিস মু'জিযা হিসেবে প্রকাশ পায়, তা ওলী থেকে কারামত হিসেবে প্রকাশ পায়। ইচ্ছা বা ইচ্ছাহীনের শর্ত ও নির্দিষ্টতা হওয়া জরুরী নয়। কতেক কারামত ইচ্ছাধীন এবং কতেক ইচ্ছাহীন হয়। কতেক কারামত আল্লাহর ওলীর দাবীর উপর প্রকাশ হয়, যখন তিনি বেলায়ত এবং সত্যতার উচ্চ মর্যাদার উপর সফলকাম ও বিজয়ী হয়। এ কারামত তাঁর দাবীর হুবহু অনুরূপ প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলীর দাবী নবীগণের সত্য ও নবুয়তের শুদ্ধতার দলিল হয়। বলা হয় যে, যদি শায়খ মহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি অনেক দাবী করেছেন, তবে তা সত্য। তাঁদের হকে সত্য ছিল। যে দাবী ওলীর জন্য নিষিদ্ধ, সে দাবী নবুয়তের। এ দাবী (নবুয়তের দাবী) একজন ওলীকে দ্বীনের শত্রু, অপমান ও লা'নতের অধিকারী বানিয়ে দেয়। (এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি)।

ওলী হওয়ার জন্য করামত প্রকাশ হওয়া জরুরী নয়। কারামত প্রকাশ ছাড়া ওলী-আল্লাহ হতে পারে। দ্বীনের উপর অটুট থাকাই তো মূল ও প্রকৃত কারামত। 'اَلْإِسْتِقَامَةُ فَوقَ الْكَرَامَةِ' (অটুট থাকা কারামাতের উর্ধ্বে।) তবে কারামত প্রকাশের মধ্যে হেকমত এই হয় যে, কারামত প্রদর্শনকারী শুরুতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সুলুকের পথে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবে। শেষ জীবনে অপরাপর মানুষের প্রতিপালন এবং তাদের সংশয় ও অস্বীকৃতির সন্দেহ বিদূরীত করার জন্য কারামত হওয়া আবশ্যক।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অভ্যাসের বর্হিভূত কাজ চার প্রকার। ১. যদি নেক আমল ও কামেল ঈমানের অবস্থায় না হয়, তাহলে একে ইসতেদরাজ ও মকর বলা হয়। ২. যদি কামেল ঈমান, আমলে সালেহ এবং মারেফাত ও তাকওয়ার সাথে প্রকাশ পায়, তবে একে কারামত বলা হয়। ৩. যদি নবী থেকে কারামত তথা অলৌকিক কিছু প্রকাশ পায়, তবে একে মু'জিযা বলা হয়। ৪. কোন কোন সময় এরূপ হয় যে, এরূপ জিনিস মু'মিন বা নেক লোকদের থেকেও প্রকাশ পায়। একে (معونت) মাউনাত বলা হয়।

প্রকৃত বিষয় এই যে, যাদু, ভেলকিবাজি, ধোকাবাজি ইত্যাদি خوارق عـــادت তথা অভ্যাস বর্হিভূত কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এ সব জিনিস ক্রমাগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাজ ও কারণে সৃষ্টি হয়ে যায়। সর্বদা কার্য করণের ফলে অনেক অঘটন ঘটে যায়। যেমনিভাবে একজন বিজ্ঞ ডাক্তার তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারে সে এই রোগ থেকে মুক্ত হবে না। আলৌকিক হলো ঐ জিনিস যা অভ্যাসের বহির্ভূত হয়।

### নবী ও ওলীদের মর্যাদা

কোন ওলী নবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন না। কেননা নবীগণ পাপ থেকে পবিত্র। তাঁদের নবুয়ত থেকে বরখাস্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। তাদের খারাপ পরিণতির চিন্তা নেই। তাঁদের নিকট ওহী আসে। আল্লাহর বিধান ও হেদায়াত মানুষ পর্যন্ত পৌঁছায়ে দেয়ার আদিষ্ট হন। ওলীদের সমস্ত পূর্ণতা নবীদের নিম্নে। সংক্ষিপ্ত কথা হলো ওলীদের উপর নবীদের মর্যাদা অকাট্য ও নিশ্চিত। এর বিপরীত আকীদা পোষণকারী কাফের হয়ে যায়।

কোন কোন মানুষ বেলায়তকে নবুয়ত থেকে উত্তম মনে করে। তাদের এ দাবী পরিত্যাজ্য। কারণ ওলী নবী থেকে অধিক মর্যাদাবান কেউ হয় না। বেলায়ত তো আল্লাহর নৈকট্যের একটি স্তর এবং আল্লাহর নিকট হতে ফায়দা লাভ হয়। কিন্তু নবীর উপর আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা হয়, যার ফলে তারা মা'মুর বিল আমর তথা কাজে আদিষ্ট হয়ে থাকেন।

নবুয়তের জন্যে আল্লাহর সৃষ্টিকে উপকার করা, আল্লাহর নৈকট্যের কায়েম হওয়া বড়ই জরুরী। নবীর মধ্যে এ গুণদ্বয় পাওয়া যায়। এভাবে সে ওলী থেকে মর্যাদাবান হয়। এ অবস্থা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এ ফায়সালা করে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostafa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যে, ওলী নবী থেকে উত্তম। তাহলে আমরা তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করবো এবং এ ব্যক্তিকে ভ্রান্তপথের পথিক বলে ধারণা করবো।

## বান্দা হওয়ার মর্যাদা

মানুষ আদৌ এ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না যে, তার কাছ থেকে শরীয়তের সীমাবদ্ধতা তুলে দেয়া হবে। কোন কোন অমুসলিম এ ধারণা পোষণ করে যে, একটি পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ শরীয়তের মুকাল্লাফ হওয়া থেকে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাদের যুক্তি ও দলিল এই যে, যখন মানুষ চুড়ান্ত ভালবাসায় পৌঁছে যায়, তখন তার অন্তর পরিস্কার হয়ে যায় এবং তার ঈমান স্পষ্ট হয়ে যায়। এভাবে তার থেকে শরয়ী বিধান রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তার গুনাহে কবীরা মাফ করে দেন। এ রূপ কথা ভ্রষ্টতা ও কুফরী এবং আল্লাহ তা'আলা থেকে বেখবরীর নিদর্শন। কেননা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার পূর্ণতা তো অন্তরকে স্বচ্ছ করে দেয়, ঈমান মজবুত হয়, আনুগত্য ও ইবাদতে রত থাকে এবং কামেল হয়ে যায়। এ সয় যে, এসব গুণ তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয় এবং তার থেকে সকল কিছু রহিত হয়ে যায়। গুণাহের কারণে পাকড়াও হওয়া বা ক্ষমা করে দেয়া তো আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভরশীল। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাধীন। যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করবেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। তবে শরয়ী তাকলীফ রহিত হওয়া কোন অবস্থায় বৈধ নয়।

নবীদের চেয়ে ঈমানের চাহিদাকে কে বেশি পূরণ করতে পারে? তারা তো শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী এবং আবশ্যকীয় মুকাল্লাফ। কোন কোন ব্যক্তি এ কথার উত্তরে বলেন যে, নবীদের কাজ যেহেতু আল্লাহর বিধান প্রয়োগের জন্য আবশ্যক হয় সেহেতু তাঁরা কাজ ও আমল বর্জন করেন না।

এমন মানুষ শরীয়ত চালু করার অর্থও বুঝেন না। এরূপ খেয়াল করে না যে, শরীয়ত তো এ জন্যে যাতে মানুষ এরূপ আমল করতে পারে এবং নবীদের বাণীর অনুসরণ করতে পারে। মানুষের আমল করা উচিত, যাতে শরয়ী বিধান চালু করার কল্যাণ বাতিল হয়ে না যায় এবং শরয়ী তাকলীফ কোন ভাবে রহিত না হয়ে যায়।

**কুরআন ও হাদীসের হুজ্জত**

কুরআন ও হাদীসের অর্থকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পালন করা কর্তব্য। বিনা কারণে, এর তা'বীল বা ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কুরআন ও হাদীসের বিশ্লেষণ ও তাবীলের শর্তাবলী এবং এর জায়েয ও নাজায়েয হওয়ার আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ বিস্তারিতভাবে জানার জন্য ইমাম গাযালী রাদিয়াল্লাহু আনহুর 'কিতাবুত তাফরাকা বায়নাল কুফরে ওয়াজ যানদেকা'র অধ্যয়ন করা একান্ত জরুরী।

কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে তা'বীলপূর্ণ অর্থের দিকে যাওযা নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহীতা। বাতিনিয়া ও মুলাহিদা সম্প্রদায় বলে যে, কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর থেকে ইঙ্গিত লাভ করা আবশ্যক। এ ইশারা ও ইঙ্গিত জানা ছাড়া কোন জিনিস লাভ করা সম্ভব নয়। এ সব লোক ইমামকে মা'সুম ও নিষ্পাপ মনে করে এবং সত্যের অগ্রগতি লাভ ও মা'রেফাত তার শিক্ষা ব্যতীত অর্জিত হয় না। এসব ধারণা নাস্তিক্য ও খোদাদ্রোহী।

যদি বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না নেয়া হয়, তবে নামায, রোযা, আনুগত্য, ইবাদাত এবং শরীয়তের অন্যান্য বিধান কোথা থেকে এসেছে? এবং কিভাবে সাব্যস্ত হতে পারে। যদি শরীয়তের এ সব বিধানকে শুধু ইশারা ও ইঙ্গিত দ্বারা লাভ করা যায়, তবে কিতাব নাযিল করা, শরীয়ত কার্যকরী করা অতিরিক্ত হিসেবে রয়ে যাবে। আর এদের শিক্ষককে তো নবী ও সাহাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হবে। কেননা, তাঁরা নসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে এবং যাহেরী অর্থ অনুযায়ী আমল করেন। তারা সেগুলোর বাহ্যিককে অভ্যন্ত রের উপর হুকুম দিয়ে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকগণ দ্বীনকে পরিবর্তন করে উপস্থাপন করে। যে সব মনীষীর প্রজ্ঞা ও ইশারার জ্ঞান আছে, তাঁরা এ কথা বলেন যে, যদিও কুরআনের আয়াতের ইঙ্গিত ও ইশারা পাওয়া যায়, তবে শরয়ী বিধান শুধু বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে কার্যকরী হবে। তাঁরা বাহ্যিক অর্থ থেকে কখনো দূরে সরে যান না।

এ মাসআলা এ উদাহরণ থেকে বুঝে নেয়া উচিত যে, ফিরাআউন ও হযরত মূসা বাহ্যিকভাবে বিদ্যমান ছিল। তাদের সমস্ত ঘটনা বাহ্যিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। তবে যদি কোন লোক এ কথা বলে যে,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alaihi Wasallam)

ফিরাআউন ও হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তো শুধু আত্মার নাম। আত্মার কাজ তো সবই ইঙ্গিত। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও ফিরাআউন কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ দ্বারা মুসা আলাইহিস সালামকে জুতা খোলার কথা বলা হয়েছে। ওয়াদী মুকাদ্দাসে খালি পায়ে এসেছেন। বাহ্যিক অর্থের সৌন্দর্য সত্ত্বেও তরীকতের প্রেমিকগণ এ কথাও উদ্দেশ্য করে যে, আল্লাহর নৈকট্য ও মুহাব্বতের উপত্যকায় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মুহব্বতের আলামত। তবে এরূপ কখনো হয়নি যে, ওয়াদী মুকাদ্দাস নেই, মুসা নেই এবং জুতা নেই। এর চেয়ে অধিক নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে।

## জীবিতদের দোয়ায় মৃতদের উপকার

এটি একটি সর্বজন গৃহীত বিষয় যে, জীবিতদের দোয়া, সদকা ইত্যাদি দ্বারা মৃতদের ফায়দা অর্জিত হয়। এ বিষয়ের উপর বহু হাদীস ও দলীল পাওয়া যায়। জানাযার নামায এ ধরনের একটি দোয়া। হাদীস শরীফে রয়েছে, যে মুসলমানের জানাযার নামায নয়জন মুসলমান আদায় করে এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করে, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাতা ইন্তিকাল করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন যে, তার ক্ষেত্রে কোন সাদকা উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পিপাসার্তকে পানি পান করানো। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কূপ খনন করেন এবং বলেন; 'هَذَا لِأُمِّ سَعْدٍ' (এই কূপ উম্মে সা'দের জন্য)।[৮৪]

---

[৮৪]. খাতেমুল মুহাদ্দেসীন শায়খ মুহাক্কিক আবদুল হক মুহাদ্দিসে রাহমতুল্লাহি আলাইহি মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কবর জিয়ারত অধ্যায়ে বলেন, মৃতের পক্ষ থেকে সাত দিন পর্যন্ত সাদকা-খায়রাত করা মৃতের জন্য উপকারী। কতেক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, সাদকা ও দোয়া ইত্যাদি মৃতের কাছে পৌঁছে থাকে। আর মৃত ব্যক্তির রূহ প্রতি জুমাবার তাঁর ঘরে এসে থাকে এবং তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করছে কিনা তা দেখেন। 'কাশফুল গেতা আম্ম লুজু লিল মওতা আলাল আহইয়া' পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, গারায়েব ও খাজানা কিতাবে উল্লেখ আছে, মু'মিনদের রূহ প্রত্যেক শুক্রবার, ঈদের দিন, আশুরার দিন, বরাতের রাতে নিজ ঘরে এসে থাকে এবং উচ্চস্বরে বলতে থাকে, হে আমার সন্তান-সন্ত তিগণ! সাদকা দ্বারা আমার প্রতি দয়া কর। শায়খুল ইসলাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদিও এসব বিষয়ের অধিকাংশ হাদিস দায়িফ। অধিকাংশ শব্দ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa (Sallallahu Alayhi Wasallim)

দ্বারা বুঝা যায় যে, সব হাদিস দায়িফ নয়। সুতরাং 'মিয়াতু মাসায়েল' প্রণেতা এতদসংক্রান্ত একেবারে সব হাদিসকে দায়িফ বলা মিথ্যা ও মুর্খতা। হাদিসে হাসান সবার ঐক্যমতে দলিল হয়ে থাকে। আকায়েদ ও হালাল-হারামের আহকাম ব্যতীত দায়িফ হাদিসও সবার ঐক্যমতে দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। আমাদের হানাফী ইমামগণ ও জমহুর ইমামগণের মতে হাদিসে মুরসালও দলিল। আমাদের ইমাম আযমের মতে হাদিসে মওকুফ (সাহাবীদের উক্তি)ও দলিল। এসব মাসয়ালা হাদিস শাস্ত্রের প্রত্যেক ছাত্রের অবগত। সহীহ হাদিস শুধু ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আবূ বকর বিন আবি শায়বাহ (ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ) হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মওকুফে সনদে ইমাম আহমদ মুসনদে, তাবরানী মু'জামুল কবিরে, হাকেম আল মুস্তাদরকে, আবূ নায়ীম হুলিয়াতে সহীহ সনদে হুযূর (সা.) থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ وَسِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِيْنَ تَخْرُجُ نَفْسُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَ فِي السِّجْنِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ وَيَفْسَحُ فِيْهَا.

'নিশ্চয় দুনিয়া কাফেরের জন্য বেহেশত এবং মুসলমানের জন্য কারাগার। যখন মুসলমানদের প্রাণ বের হয়, তখন তার উদাহরণ তেমনিই যেমন কোন ব্যক্তি জেলখানায় ছিল এখন মুক্তি দেয়া হয়েছে। তখন সে জমিনের উপর বিচরণ করতে থাকে এবং জমি তাঁর জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়।'

আবূ বকরের বর্ণনায় রয়েছে,

فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخَلَّى سَرَّ بِهِ يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ.

'যখন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে, তখন তার পথ খুলে দেয়া হয়। যেন সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে।'

১. ইবনে আবিদ দুনিয়া ও বায়হাকী হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান ফারসী ও আবদুল্লাহ বিন সালাম একে অপরের সাথে সাক্ষাত করলেন আর বললেন, আমাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করবে সে কবরের জগতে কিসের সম্মুখীন হয়েছে তা অন্যজনকে জানাবে। তখন বলা হলো যে, মৃতরা কী জীবিতদের সাথে সাক্ষাত করতে পারে? বললেন,

نَعَمْ أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ.

'হ্যাঁ, মুসলমানদের রূহসমূহ জান্নাতে থাকেন। তাঁরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন।'

২. ইবনে মুবারক 'কিতাবুয যুহুদে' আবূ বকর বিন আবূদ দুনিয়া ও ইবনে মান্দাহ হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

إِنَّ أَرْوَاحَهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي بَرْزَخٍ مِنَ الأَرْضِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ وَنَفْسُ الْكَافِرِ فِي سِجِّيْنٍ.

'মুসলমানদের রূহসমূহ পৃথিবীর বরযখে অবস্থান করে এবং যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। আর কাফিরের রূহ সিজ্জীনে বন্দি থাকে।'

৩. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'শরহুস সুদূর' গ্রন্থে লিখেছেন যে,

رَجَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْوَاحُ غَيْرِهِمْ عَلَي أَفْنِيَةِ الْقُبُورِ فَتَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَتْ.

'ইমাম আবূ উমর বিন আবদুল বর বলেন, সঠিক অভিমত হচ্ছে, শহীদগণের রূহ জান্নাতে থাকে আর অন্যান্য মুসলমানগণের রূহ থাকে কবর দেশে। সেখান থেকে যেখানে ইচ্ছা গমন করতে পারে।'

৪. আল্লামা মুনাভী 'তায়সীর শরহে জামেউস সগীর' গ্রন্থে লিখেছেন যে,

إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا إِنْخَلَعَتْ مِنْ هَذَا الْهَيْكَلِ وَانْفَكَّتْ مِنَ الْقُبُورِ بِالْمَوْتِ تَجُولُ إِلَي حَيْثُ شَاءَتْ.

'নিশ্চয় মৃত্যুর মাধ্যমে রূহ এ শরীর থেকে পৃথক ও মুক্তি পেয়ে থাকে, তখন যেখানে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করতে থাকে।'

৫. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি 'তাযকিরাতুল মওতা' গ্রন্থে লিখেছেন যে, আল্লাহর ওলীগণের রূহ সমূহ পৃথিবী, আসমান, বেহেশত প্রত্যেক জায়গায় পরিভ্রমণ করতে পারে।

৬. এমনকি 'মিয়াতু মাসায়িল' প্রণেতার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'খাজানাতুর রেওয়ায়ত' পুস্তকে উল্লেখ আছে যে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا كَانَ يَومُ عِيْدٍ أَوْ يَومُ جُمْعَةٍ أَوْ يَومُ عَاشُورَاءَ أَوْ لَيلَةَ النِّصْفِ مِنَ الشَّعْبَانِ تَأْتِي أَرْوَاحُ الأَمْوَاتِ وَيَقُومُونَ عَلَي أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ فَيَقُولُونَ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَذْكُرُنَا هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَتَرَحَّمُ عَلَيْنَا هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَذْكُرُ غُرْبَتَنَا.

'হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, ঈদ, জুমা, আশুরার দিবসে অথবা শবে বরাতে মৃতদের রূহসমূহ নিজেদের ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হয় আর বলে, আমাদের স্মরণ করার মতো কেউ আছে কি? এমন কেউ আছ কি যে আমাদের অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করছেন?'

মোটকথা, এ মাসআলা না আকাঈদ বিষয়ক, না শরীয়তের হালাল-হারাম বিষয়ক। তাই এটা বিশ্বাস করার জন্য এ প্রকার বর্ণনাই যথেষ্ট। এটাই ইমামদের অভিমত। কিন্তু জয়ীফ হাদিসের দোহাই দিয়ে একেবারে অস্বীকার করা নিছক অজ্ঞতা ও মুর্খতাই। *সংক্ষেপিত* (আ'লা হযরত কৃত ইতিয়ানুল আরওয়াহি লি দিয়ারিহিম বা'দির রূহ থেকে সংকলিত)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অন্য হাদিসে আছে,

اَلدُّعَاءُ تَرُدُّ الْبَلاَءَ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ غَضَبُ الرَّبِّ.

"দোয়া বিপদকে দূর করে দেয় এবং সদকা আল্লাহর ক্রোধের অগ্নিকে নির্বাপিত করে দেয়। জীবিত ও মৃত দ্বীন-দুনিয়ায় শান্তি লাভ করে।"[৮৫]

আরেক হাদীসে এসেছে যে, যখন কোন দ্বীনী আলেম ও তালেবে ইলম কোন গ্রামে যায়, তখন ঐ গ্রামের কবরবাসীর চল্লিশ দিনের আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়। এ হাদীসে দ্বীনি ইলম পড়া ও শিক্ষাদানের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকে এ কথাও সাব্যস্ত হয় যে, মাযারসমূহে কুরআন শরীফের হাফেয ও শিক্ষক নিয়োগ করা বড়ই সাওয়াবের কাজ।

## মকবুল দোয়া

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে বান্দার দোয়া কবুল করেন এবং বান্দার প্রয়োজন পূরণ করেন। যদি খালেস নিয়তে এবং জাগ্রত হৃদয়ে দোয়া করে এবং কাকুতি-মিনতির সাথে রবের দরবারে সিজদাবনত হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ করেন না। দুনিয়া ও আখেরাতে করুণা ও দয়া বর্ষণে কবুল করেন।

## দোয়া কবুল হওয়ার শর্তাবলী

দোয়া কবুল হওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে। তারপর দোয়া কবুল হওয়ার কতগুলো স্থান রয়েছে। সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, জাগ্রত ও উপস্থিত হৃদয় এবং হলাল রিযিক ভক্ষণ। দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো- দোয়াকারী এ কথা বলা যে, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, কিন্তু দোয়া কবুল হয়নি। অথচ দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত পাওয়া যায়নি। তা থেকে বাধা নিষেধাজ্ঞা পাওয়া গিয়েছে, তাহলে কিভাবে কবুল হবে। কিন্তু তারপরও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হওয়া চাই।

সারকথা হচ্ছে, দোয়া একটি ইবাদত। اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া ইবাদতের সার। যেভাবে বিভিন্ন ইবাদত নিজ নিজ সময়ে পালন করা হয়

---

৮৫. তিরমিযী : আস সুনান, باب ما جاء في فضل الصدقة ৩/৭৩, হাদিস : ৬০০

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallam)

এবং তার জন্য সবব (কারণ) প্রয়োজন। অনুরূপভাবে দোয়া কবুল হওয়ার জন্যও স্থান কাল ও কারণাদি প্রয়োজন। বিপদাপদের সময় দোয়া করা বড়ই প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন; اُدْعُــوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ তোমরা দোয়া করো, আমি কবুল করবো।

হে ভাই হাত প্রসারিত করে আল্লাহর কাছে দোয়া করো, তিনি দোয়া কবুল করবেন। মৌলিকভাবে দোয়া করার ফলে মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা বর্ষিত হয়।

একজন কৃষক একজন বাদশাহর দরবারে হাজির হয়ে আরবি ঘোড়া চাইল। বাদশাহ তাকে এর পরিবর্তে এক জোড়া গরু দিয়েছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বাদশাহ তার দোয়া কবুল করেন নি। যেরূপ ঘোড়া সে চেয়েছিল তাকে তা দেয়া হয়নি। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো- যে জিনিস তাকে দেয়া হয়েছে তা ঘোড়া থেকে অনেক ভাল। গরু দ্বারা তার চাষের কাজে লাগবে, ঘোড়া দ্বারা তা হতো না; বরং ঘোড়া তো তার জীবনে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহর নিকট পার্থিব অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন প্রার্থনা করি। এরূপ দোয়া কবুল না হওয়া, আমাদের জন্য উপকারী। আত্মার স্বাদে পড়ে স্রষ্টার সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকি এবং পরকালের আযাবে নিপতিত হই। আল্লাহ তা'আলা যদি নূরের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে ভাল ধারণা রেখে সত্য প্রত্যাশা করা উচিত। কোন কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের অপর নাম। কাফিরের দোয়া কবুল হয় না। হ্যাঁ, পথভ্রষ্টের দোয়া কবুল করা হয়। সে পার্থিব বিষয়ে দোয়া করলে তা কবুল করা হয়। অবশ্য মাযলুম চাই কাফির হোক বা মুসলমান, তার দোয়া কবুল করা হয়।

## ফাসিকের ইমামতি

প্রত্যেক নেক্কার ও বদ্কারের পেছনে নামায আদায় হয়ে যায়। জামায়াতে নামায পড়া বর্জন করা বৈধ নয়। এ অপেক্ষায় থাকা উচিত নয় যে, পরহেযগার ও মুত্তাকী ইমাম পাওয়া গেলে জামায়াতে নামায আদায় করবে। জামায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যাপারে জোর তাকিদ দিয়েছেন। হ্যাঁ, যদি মুত্তাকী ও নেক্কার ইমাম পাওয়া যায়, তাহলে ইমামতীর দায়িত্ব তিনিই

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

পালন করবেন। অন্যথায় প্রত্যেক মুসলমানের পেছনে নামায পড়া বৈধ। এমনকি ফাসিক ও পাপির পেছনেও নামায পড়া বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, তার ফিস্‌ক ও পাপ কুফর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তবে ইমামকে নামাযের আহকাম-আরকান এবং কুরআন শরীফের এ পরিমাণ আয়াত সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক যা দ্বারা নামায শুদ্ধ হয়।

## মৌজার উপর মাসেহ করা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে মৌজার উপর মাসেহ করা জায়েয। বরং তা সুন্নী হওয়ার আলামত। মুকিম অবস্থায় একদিন এক রাত পর্যন্ত মাসেহ করবে। আর মুসাফির অবস্থায় তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসেহ করবে।

## সুন্নীদের তিনটি আলামত

১. শায়খাইনকে সর্বাধিক মর্যাদা দান। ২. জামাতাদ্বয়কে ভালবাসা। ৩. মৌজার উপর মছেহ করা। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে সকল সাহাবী থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা। হযরত উসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে ভালবাসা এবং মৌজার উপর মছেহ করা।

শিয়া সম্প্রদায় এ তিনটি আলামত থেকে মুক্ত। হযরত হাসান বসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি সত্তরজন সাহাবীকে দেখেছি, যাঁরা মৌজার উপর মাসেহ করা জায়েয মনে করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মৌজার উপর মছেহ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তিনি প্রত্যুত্তরে বলেছেন, মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত মছেহ করা বৈধ। তিনি তাগিদের সাথে বলেছেন যে, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ শুনেছি। অন্যত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যদি শরীয়ত বিবেকের কিয়াস করতে হুকুম দিত, তাহলে মৌজার নীচ থেকে মাসেহ করার হুকুম দিত। কিন্তু শরীয়তের হুকুমের আলোকে মৌজার উপর দিক দিয়ে মছেহ করাই মেনে নেয়া হয়েছে। এ কথা মেনে নেয়া উচিত যে, মছেহ করা থেকে ধৌত করাই উত্তম। তবুও মছেহের বৈধতাকে মেনে নেয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি অপবাদের ক্ষেত্রে রুখসতকে গ্রহণ করে সে কল্যাণের অতি নিকটবর্তী হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

### পাপের উপর গর্ব

পাপকে হালাল মনে করা, হালকা জ্ঞান করা কুফরীর নিকটবর্তী। পাপ যদিও প্রবৃত্তির প্রাধান্য দান ও মানবীয় কামনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তবুও পাপকে পাপই মনে করা উচিত এবং নিজের গুণাহকে স্বীকার করে নেয়া উচিত। ছোট পাপকে হালকা ভাবা বা একে ভিত্তিহীন খেয়াল করাটাই আযাবের জন্য যথেষ্ট। পাপকে আযাবের মাধ্যম বানাবে না। অন্যথায় সগীরা গুণাহ বারং বার করা দ্বারা কবীরা গুনার দরজা খোলে যায়।

### শরয়ী বিষয়ে উপহাস করা

শরয়ী বিধান নিয়ে উপহাস করা কুফরী। এ ধরনের উপহাস ও ঠাট্টা মূলত শরীয়ত বর্জন ও শরীয়তকে অস্বীকার করার নিদর্শন।

### উপহাস করে কুফরীর শব্দ উচ্চারণ করা

উপহাস ও ঠাট্টা করে কুফরী শব্দ উচ্চারণ করা কুফরী। যদিও এর অর্থ অন্তরে ভিন্ন হয়ে থাকে এবং কুফরীর বিশ্বাসও না থাকে। কারণ ঠাট্টা দ্বারা মূলত বিষয়টি হালকা হয়ে যায়। যখন গুণাহকে হালকা মনে করা কুফরী, তখন কুফরীকে হালকা মনে করা তো ভালভাবে কুফর হবে। যদিও তা কুফর বলে না জেনে থাকে। না জানার কারণে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। কোন কোন আলেম ঐসব লোকের বিষয় বিবেচনা করেন, যারা না জেনে বুঝে কুফরীর শব্দ উচ্চারণ করে। ভুলে বা অনিচ্ছায় মুখ দিয়ে কুফরীর শব্দ বের হয়ে যায়, তাহলে তার উপর কুফর প্রয়োগ হয় না।

### নেশা অবস্থায় কুফরী শব্দ উচ্চারণ

মাতাল ও নেশা অবস্থায় কুফরীর শব্দ প্রকাশ পেলে কাফের হয়ে যায় না। কারণ, নেশা অবস্থায় আকল-বিবেক-বুদ্ধি দূর হয়ে যায়। তবে অন্যান্য কাজ যেমন- তালাক দেয়া, ক্রীতদাস আযাদ করা, ক্রয়-বিক্রয় করা ইত্যাদি কার্যকরী হয়। পার্থক্য এতটুকু যে, কুফর একটি বড় কাজ। যতটুকু সম্ভব, এর থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। বিবেক-বুদ্ধি দূর হওয়া তার চিকিৎসা ও ওযর হয়ে থাকে। তবে ইসলাম যেহেতু একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ জিনিস। যেভাবে হোক তা সাব্যস্ত করা জরুরী। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর মতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কুফরীর শব্দ উচ্চারণ করলে কাফের হয়ে যায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

## গণক ও জ্যোতিষীর বিধান

যে গণক গায়েব (অদৃশ্যের খবর) জানার দাবী করে, তাকে সত্যবাদী মনে করা কুফরী। হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি গণকের নিকট যায় এবং তার কথা সত্য বলে মনে করে সে কাফের হয়ে যায়। ঐ দ্বীনের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না, যে দ্বীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশ করেছেন।

আরবে অনেক গণক গায়েবের দাবী করতো। জ্বিন ও শয়তান তাদেরকে সংবাদ দিত। জ্যোতিষীও গণকের ন্যায় নিশ্চিত অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করা, তাকে সত্য মনে করা কুফরী। তবে একে অস্বীকার করা যাবেনা, তারকারাজির প্রভাব, আকাশের দুর্যোগ, শীত, গ্রীষ্মের মৌসুমী প্রভাব, ঋতু, ফল পরিপক্ক হওয়াও অন্যান্য কাজের উপর প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু এ সব জিনিসের কম-বেশির উপর কল্যাণ ও অকল্যাণের কিয়াস করা ভুল। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কোন জিনেসের আধিক্য কারো সৌভাগ্যের কারণও হয়ে যায়। তবে শরীয়তে এ সৌভাগ্যের কোন মূল্য নেই। যদি পূর্বের শরীয়তে কোন কিছু বৈধ হয়ে থাকে, তবে আমাদের শরীয়তে মুহাম্মদী এসব বিধানকে রহিত করে দিয়েছে।

## মহান রবের দয়ার আশা পোষণকারী

আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণা থেকে নিরাশ হওয়া কুফরী। আল্লাহর রহমত থেকে কাফেরগণ ছাড়া কেউ নিরাশ হয় না। মুসলমান যতই পাপী হোক না কেন, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। সে এ আশা করে যে, তাওবার দ্বারা আল্লাহর রহমত গুণাহকে ক্ষমা করে দেয়। যেখানে আল্লাহর রহমতের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক সেখানে তার ভয় থেকে বে পরওয়া হওয়াও কুফরী। আল্লাহর ভয় থেকে শুধু কাফিরই নির্ভয় ও বেপরওয়া হয়ে থাকে। যাদের উপর আল্লাহর আযাব হবে তাদের প্রতি নায-নেয়ামত দান এবং তাদের জন্য দুনিয়ার দরজা খুলে দেয়া হয়, যাতে তারা আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যায় এবং প্রতারিত হয়। তারপর তারা ধৃত হলেও তাদের কোন খবর থাকে না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

**ঈমান ও ভয়ের গুরুত্ব**

ঈমান তো আশা ও ভয়ের মধ্যখানে। আশার ব্যাপারে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি এ কথা শ্রবণ করা হয় যে, জান্নাতে কেবল একজনই প্রবেশ করবে, তবে এ আশা করবে যে, আমিই জান্নাতী হবো। আর যদি এ কথা শুনে যে, দোযখে একজন ব্যক্তিই যাবে, তবে এ ভয় করবে যে, না জানি আমি সেই ব্যক্তি হয়ে যাই।

آنہا کہ خواص در گہہ تکریم اند　　دہشت زدگاں عالم تسلیم اند

نومید مشو کہ رحمت حق عام است　　مغرور مشو کہ خاصگاں در بیم اند

'বিশেষ ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত হয়ে থাকেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা নিরাপদে থাকেন। আল্লাহর সার্বিক ও ব্যাপক নেয়ামত থেকে তুমি নিরাশ হবে না। কারণ, তুমি যদি নিরাশ হও, তবে প্রতারিত ও বঞ্চিত হবে।'

কোন বুযর্গ ব্যক্তি বলেছেন, জীবনে আল্লাহর ভয় প্রাধান্য পাওয়া উচিত। তবে বিদায় বেলায় (মৃত্যুর সময়) আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণার আশা করা উচিত। সৌভাগ্যের আলামত ও নিদর্শন এটিই। اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ এর মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা এবং তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও মেহেরবান)।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)